# ভ্রান্তি

( নাটক )

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অভিনব সংস্করণ।

( ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত )

১৩ নং বসুপাড়া লেন হইতে
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
শ্রাবণ, ১৩২৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

# চরিত্র

## পুরুষ।

| | | |
|---|---|---|
| মুরশিদকুলি খাঁ | ... | বাঙ্গালার নবাব। |
| সরফরাজখাঁ | ... | মুরশিদকুলিখাঁর দৌহিত্র। |
| উদয়নারায়ণ | ... | রাজসাহীর জমীদার। |
| শালিগ্রাম রায় | ... | রাজমহলের জমীদার। |
| নিরঞ্জন | ... | শালিগ্রামের পুত্র। |
| পুরঞ্জন | ... | মালদহের জমীদার-পুত্র। |
| রঙ্গলাল | ... | নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু। |
| গোলাম মহম্মদ | ... | উদয়নারায়ণের সেনা-নায়ক। |
| গয়ারাম | ... | পুরঞ্জনের ভৃত্য। |

জমীদারগণ, পারিষদ্‌গণ, প্রহরীগণ, দূতগণ ইত্যাদি।

---

## স্ত্রী।

| | | |
|---|---|---|
| অন্নদা | ... | উদয়নারায়ণের গোপনে বিবাহিতা স্ত্রী। |
| মাধুরী | ... | অন্নদার কন্যা। |
| ললিতা | ... | উদয়নারায়ণের প্রতিপালিতা বন্ধু-কন্যা |
| গঙ্গা | ... | নর্ত্তকী ( বাই )। |

# "ভ্রান্তি"

১৩০৯ সাল, ৩রা শ্রাবণ, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়

| | | |
|---|---|---|
| লেসি ও অধ্যক্ষ | ... | শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দত্ত। |
| নাট্যাচার্য্য | ... | " গিরিশচন্দ্র ঘোষ। |
| সঙ্গীত-শিক্ষক | ... | " দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি। |
| নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী | ... | শ্রীমতী কুসুমকুমারী। |
| রঙ্গভূমি-সজ্জাকর | ... | শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস। |

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

| | | |
|---|---|---|
| মুরশিদকুলিখাঁ | ... | শ্রীযুক্ত নটবর চৌধুরী। |
| সরফরাজ খাঁ | ... | " অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। |
| উদয়নারায়ণ | ... | " অঘোরনাথ পাঠক। |
| শালিগ্রাম | ... | " হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য। |
| নিরঞ্জন | ... | " অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। |
| পুরঞ্জন | ... | " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) |
| রঙ্গলাল | ... | " গিরিশচন্দ্র ঘোষ। |
| গোলাম মহম্মদ | ... | " গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী। |
| গঙ্গারাম | ... | " হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। |
| জমাদারগণ | ... | " রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।<br>" চণ্ডীচরণ দে।<br>" হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। |
| প্রহরীদ্বয় | ... | " চণ্ডীচরণ দে।<br>" গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী। |
| দুইজন মুসলমান | ... | " অহীন্দ্রনাথ দে।<br>" নলীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| জমাদার | ... | " রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। |
| বৃদ্ধ মুসলমান | ... | " পান্নালাল সরকার। |
| রাজদূত | ... | " ঐ |
| অন্নদা | ... | শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী। |
| মাধুরী | ... | " ভুবনেশ্বরী। |
| ললিতা | ... | " রাণীসুন্দরী। |
| গঙ্গা | ... | " কুসুমকুমারী। |
| বৃদ্ধা | ... | " কুমুদিনী। |
| বাঁদী | ... | " হেমন্তকুমারী (ছোট) |

# ভ্রান্তি

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন।

( ললিতা ও নিরঞ্জন )

ললিতা। মার্‌বেন না—মার্‌বেন না—আপনাদের ন্যায় বীর পুরুষের অস্ত্র সিংহ-ব্যাঘ্রের জন্য, সামান্য শশকের জন্য নয়।

নির। সুন্দরি, মার্জ্জনা করুন, অপরাধ করেছি।

ললিতা। দেখুন—প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়েছে দেখুন।

নির। আর ওর এখন ভয় কি? আপনি যখন ওকে বুকে নিয়ে রক্ষা কর্‌ছেন, ওর্ মত ভাগ্যবান্ কে? আপনি কে? অকস্মাৎ বনদেবীর মত এ বনমধ্যে উদয় হয়েছেন?

ললিতা। আমরা পূজা দিতে এসেছি, সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে, ফুল পাড়্‌তে এদিকে এসেছিলুম।

নির। যদি অনুমতি করেন, আমি পেড়ে দিই।

ললিতা। পেড়ে দেন, দেবপূজায় লাগ্‌বে। উঁচু ডালে দিব্য ফুল-গুলি ফুটে রয়েছে।

নির। আচ্ছা, আমি ধনুক দিয়ে ডাল নুইয়ে ধর্‌ছি; দেবপূজার ফুল আমি আমার অপবিত্র হস্তে পাড়্‌বো না, আপনি তুলে নেন।

( পুষ্প-চয়ন ;—একটী ফুল ভূমে পতিত হওন )

ভূঁয়ে পড়ে গেল, এটী তো আপনি নেবেন না, পূজায় লাগ্‌বে না।

ললিতা। না।

নির। তবে আপনার হাতের পাড়া ফুল আমি নিই।

ললিতা। ওদিকে বিস্তর ফুল রয়েছে, আমি পাড়িগে।

নির। চলুন, আমি ডাল নুইয়ে ধরিগে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

### বনের অপর পার্শ্ব।

( মাধুরী ও পুরঞ্জন )

মাধুরী। আহা, সুন্দর পাখী!

পুর। আমি ধরে দেব?

মাধুরী। না, না,—ধরো না। বনের পাখী বনে বনে গেয়ে বেড়াচ্চে।

পুর। তুমি পাখী পোষ না?

মাধুরী। না—পিঞ্জরে রেখে পুষি না। কিন্তু আমাদের উপবনে নিত্য কত পাখী আসে, আমার হাত থেকে তণ্ডুলকণা খেয়ে যায়। আমি যখন উপবনে আসি, তখন তারা উড়ে উড়ে গান করে।

পুর। তুমি কি করো?

মাধুরী। আমিও তাদের সঙ্গে গান করি। আহা, দেখেছো, দেবীর উপবনে কি সুন্দর ফুল ফোটে;—আহা, মরি মরি! কি সুন্দর রক্তোৎপলগুলি ফুটে রয়েছে, যেন দেবীর চরণ!

পুর। আমি তুলে এনে দিচ্ছি।

মাধুরী। (হাত ধরিয়া) না না,—যেও না, ওখানে বড় সাপ।

পুর। আমি এই বর্ষা দিয়ে দল টেনে আন্‌বো।

মাধুরী। না, না, ও মায়ের ফুল, মায়ের পূজায় যাবে। তুমি অস্ত্র এনেছ কেন?

পুর। আমি শীকার কর্‌তে এসেছি।

মাধুরী। শীকার করো!—তোমার মায়া হয় না? আমার বড় মায়া হয়, তুমি শীকার ক'রো না।

পুর। না আমি আর কখনও শীকার কর্‌বো না।

মাধুরী। আমি তবে আসি।

পুর। তুমি হেতায় কি কর্‌তে এসেছিলে?

মাধুরী। বাবা দেবীপূজা কর্‌তে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

পুর। তোমার পিতা কে?

মাধুরী। মহারাজ আমার পিতা।

পুর। কে?—রাজা উদয়নারায়ণ?

মাধুরী। হাঁ।

পুর। আপনার নাম কি?

মাধুরী। আবার যদি কখন' আসি, আপনিও যদি আসেন, তবে আবার দেখা হবে।

[ প্রস্থান।

পুর। স্বপ্নের ন্যায় চ'লে গেল। এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য, এমন সরলতা আমি কখনো দেখি নাই।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছ যে?

পুর। বেশ, তোমায় চারদিক্ খুঁজ্‌ছি। হাঁ হে, এখানে কি রাজা উদয়নারায়ণ পূজা দিতে এসেছেন?

নির। হ্যাঁ, সেই এক বিপদ্; তাঁর বাড়ীতে 'হোরি'র নিমন্ত্রণ করেছেন।

পুর। তা তোমার জোর বরাত।

নির। তোমার বরাতও খুব জোর; এই দেখ, এই বিল্বপত্রে রক্ত-চন্দনে লিখে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছেন। যাওয়া উচিত, কি বল?

পুর। না যাওয়া ভাল দেখায় না। রাজা বুঝি পূজা দিতে এসে-ছেন?—ওঁর সঙ্গে কে আছে?

নির। কে অত ঠাউরে দেখে—অলঙ্কারের শব্দ হচ্ছিল বটে, বোধ হয় স্ত্রীলোক সঙ্গে আছে।

পুর। তা তুমি মন্দিরে গিয়েছিলে কি কর্‌তে?

নির। এদিকে এসে পড়েছি, একবার দেবী দর্শন ক'র্‌লেম।

পুর। অসুরের মত তলোয়ার কোমরে বেঁধে দেবীর সম্মুখে হাজির হলে যে—কোন যুবতীর পেছনে পেছনে যাও নি তো?

নির। ওঃ! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, কেন হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলে! কোন সুন্দরীর সঙ্গে বুঝি প্রেমালাপ হচ্ছিল? সুন্দরী চলে গেল—তাই পথপানে চেয়েছিলে?

পুর। হাঁ হাঁ, বুঝেছি বুঝেছি—ঐ যে মাথায় গায়ে ফুল রয়েছে, কোন সুন্দরীকে কি ফুল পেড়ে দিচ্ছিলে ?

নির। তা যদি ফুল পেড়ে দিয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি ?

পুর। তা আমি যদি পথপানে চেয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি ?

নির। দোষ আর কি, তা রাজাকে ব'লে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বে দিয়ে দেব ;—দিব্য সুন্দরী, তোমার তারে মনে ধর্‌বে।

পুর। তুমি তাকে দেখেছ নাকি ?

নির। বোধ হয় দেখেছি।

পুর। ওঃ! তাই মন্দিরের দিকে ধাওয়া করেছিলে!

নির। না না, তা নয়, দেবী-প্রণাম কর্‌তে গিয়েছিলেম। চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাজবাড়ীতে যেতে হবে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

### গঙ্গা-তীর।

( গঙ্গা ও রঙ্গলাল )

গঙ্গা। তুমি কে গা?

রঙ্গ। তাই তো, কেউ একজন হব বোধ হয় না ?

গঙ্গা। হাঁ, তা একজন বোধ হ'চ্ছে বটে।

রঙ্গ। বাঃ! তোমার বেশ বোধ-সোধ।

গঙ্গা। তা এখানে কেন ?

রঙ্গ। যতদিন বেঁচে থাকি, এক জায়গায় থাক্‌তে হবে তো চাঁদ!

গঙ্গা। মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাও না!

রঙ্গ। চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

গঙ্গা। হোক্—চাও, দুটো কথা কও।

রঙ্গ। কথা তো কচ্ছি, এই নাও চাইলুম। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—কি বল?

গঙ্গা। এখানে কি ক'চ্ছ?

রঙ্গ। তোমার কি দরকার তা বল না?

গঙ্গা। আমি তোমায় দেখে মোহিত হয়েছি।

রঙ্গ। বেশ, তোমায় বাহবা দিলুম।

গঙ্গা। তুমিও আমায় দেখে একটু মোহিত হও না?

রঙ্গ। মনে কর হয়েছি।

গঙ্গা। তবে আমাদের বাড়ী এসো।

রঙ্গ। দেখ, তা হলে বড় পীরিতের যুত হবে না। পীরিতের সুখই হ'ল বিচ্ছেদ। তুমি ঘরে গিয়ে বিরহে হা-হুতাশ করগে,—আমিও এখানে বসে অঝ্‌ঝরে কাঁদি; ব্যস্, প্রেমের তুফান উঠে যাবে।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার সে বন্ধু দু'টী কোথা?

রঙ্গ। তার ভিতর কোন্‌টীকে তোমার দরকার?

গঙ্গা। দরকার আমার তোমায়।

রঙ্গ। সে দরকার তো মিট্‌লো, এখন ও দুটীর মধ্যে কোন্‌টীকে দরকার বল না?

গঙ্গা। তোমাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়।

রঙ্গ। এতদিন তো ছিল, এখন বোধ হয় দুশমন হয়ে দাঁড়াবে।

গঙ্গা। কেন?

রঙ্গ। এই তোমায়-আমায় যখন পীরিত হ'লো, তখন বন্ধুত্বের গোড়ায় কুড়ুল পড়্‌লো।

গঙ্গা। কই পীরিত হলো?

রঙ্গ। ইস্, এততেও পীরিত হলো না! তবে তুমি পথ দেখ।

গঙ্গা। আচ্ছা, তুমি কি কর?

রঙ্গ। তুমি কি কর?

গঙ্গা। আমি নাচি, গাই, মুজ্‌রো করি।

রঙ্গ। আমি দালালী করি।

গঙ্গা। কিসের?

রঙ্গ। ফপলের।

গঙ্গা। ওঃ! তুমি ফপল-দালাল! আমার মুজ্‌রোর দালালী কর্‌তে পার?

রঙ্গ। কেন, তোমার ভাঙ্গা দশা হ'যে এসেছে নাকি? দালাল না হলে খদ্দের জোটে না?

গঙ্গা। এখন তোমার মত সব বেরসিক লোক হ'য়েছে, খদ্দের জুটবে কোত্থেকে বল?

রঙ্গ। তবে তুমি এক কাজ কর, হয় পীরের দরগায় সিন্নি মান, নয় পৈরাগে মাথা মুড়োও।

গঙ্গা। বালাই, আমি মাথা মুড়োবো কেন? আমার দিব্যি চুলগুলি।

রঙ্গ। তা বেশ, বাড়ীতে ব'সে বিনুনি ঝোলাও গে।

গঙ্গা। তোমায় আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

রঙ্গ। দুনিয়ায় সব কথা কে বোঝে বল?

গঙ্গা। পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ার্‌কীও দাও, চিকিৎসা-পত্রও করে থাক', বে-থাও কর নি, খপর রেখেছি—মেয়েমানুষের কাছেও যাও না; দান-ধ্যান ক'র, এ দিকে পূজা-আশ্রয়ের ধারও ধার না।

রঙ্গ। আমার প্রতি এ শুভদৃষ্টি পড়েছে কেন? কামদেবও নই আর তেমন ট্যাঁকও ভারী নয়। কিছু মতলব আছে কি?

গঙ্গা। তুমি আমায় চিনেছ?

রঙ্গ। না, ও চাঁদ বদন তো আমার মনে পড়্‌ছে না।

গঙ্গা। এই তো আরও গোল বাধাও।

রঙ্গ। কেন?

গঙ্গা। আজ ক' বছরের কথা,—আমি ঠাকুরতলায় সর্দ্দিগর্ম্মী হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি; বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এলে। আপনি নীচেয় শুয়ে, নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন কর্‌লে, ভালবাসার লোক'ও সে রকম করে না। আমি তখন মনে করেছিলুম যে, তোমার মনের কথা বুঝি কিছু আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের গোলামের মত সেবা করে; পা টেপে, গা টেপে, তারা মনে করে—আমাদের পীরিতের লোক হওয়া চেয়ে, দুনিয়ায় আর পুরুষত্ব নাই। ভেবেছিলেম, বুঝি তুমিও সেই এক রকম। তারপর যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না!

রঙ্গ। পাঁচ রকম তো লোক থাকে, বুঝে নাও না,—আমি ঐ এক রকম।

গঙ্গা। তুমি কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব কর না?

রঙ্গ। কেন চাঁদবদনি, এই যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় কর্‌চি।

গঙ্গা। দেখ, আমরা বেশ্যা;—ভাল কিছু বুঝি না বুঝি, মন্দটা আগে বুঝি। ঢং-ঢাংয়ে যে আমাদের বড় কেউ ফাঁকি দেবেন, সে বড় সোজা নয়, তবে ফাঁকে যদি আপনি পড়ি তো পড়ি। তুমি কথা ক'চ্চ, ইয়ার্‌কি দিচ্চ, কিন্তু তোমার মুখ-চোখের ভাবে বোধ হয়, বরং ঐ গাছটার পানে দরদ ক'রে চাইচ', তবু আমার পানে চাইচ' না। অনেক রাজারাজড়ার মজ্‌লিস বেড়িয়েছি,—আমি হেসে কথা কইলে মন টলে নি, এমন লোক আমি দেখি নি।

রঙ্গ। দেখ বিবিজান্, একটু আধটু যার নেসা হয়, তার মন টল-বেটল কর্‌তে থাকে, কিন্তু আমি তোমার রূপের নেসায় ভরপূর হ'য়ে গেছি, যতদূর নাকাল হ'বার তা হ'য়েছি, এখন তুমি কৃপা ক'রে সরে পড়।

গঙ্গা। না, আমি যাব না, তুমি কি মতলবে এখানে বসে আছ, আমি দেখ্‌বো।

রঙ্গ। আচ্ছা, আমি যদি স্বীকার পাই, তোমার বাড়ী যাব,—তা হ'লে তুমি সর?

গঙ্গা। না, তা হ'লে তো সর্‌বুই না।

রঙ্গ। আচ্ছা থাক, তুমি আমার একটী কাজ কর্‌বে?

গঙ্গা। কি?

রঙ্গ। খুব সোজা কাজ, এক ব্যাটাকে পীরিতে ফেলার চেয়েও সোজা কাজ।

গঙ্গা। পীরিতে ফেলা যদি সোজা হতো, তা হ'লে তোমায় তো পীরিতে ফেল্‌তুম।

রঙ্গ। দেখো, ঐ অনুগ্রহটী আমায় করো না। আমি একটা বোকারাম, আমায় পীরিতে ফেলে মজা পাবে না। আমার বাবার বাবা ইস্তক পীরিতে পড়েছে। একটা পাট্টা ছোঁড়া দেখে পীরিতে ফেল যে, আরাম পাবে, গা-পা টিপে দেবে।

গঙ্গা। আরাম ছিল—তোমায় পীরিতে ফেল্‌তে পার্‌লে।

রঙ্গ। তা একটা অ্যারাটে ফ্যারাটে দেখে ক্ষেমা-ঘেন্না কর্‌লেই বা!

গঙ্গা। তোমার খুব ঢং আছে, আমি বুঝেছি। এখন তোমার কি কাজ বল?

রঙ্গ। দেখ, ঐ এক পাগ্‌লী আস্‌ছে। এই খাবারগুলি রইলো, তুমি ব'লো যে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি খাও।

গঙ্গা। কে পাঠিয়ে দিয়েছে বল্‌বো ?

রঙ্গ। বল্‌বে সে পাঠিয়ে দিয়েছে।—ভাবটা এই, তুমি যেন ওর কোন ভালবাসার দূতী,—ও যেমন যেমন কথা বল্‌বে, তুমি তেমন তেমন ওর কথার জবাব ক'রো; এই যেমন রস-ভাষ ক'রে আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ।

গঙ্গা। তুমি সরে যাচ্ছ কেন ?

রঙ্গ। আমি দিনকতক ঘটকালী করেছিলুম। এখন আর মাগী আমার ঘটকালীতে বিশ্বাস করে না। ইঃ, বেটী এদিকে আস্‌বে না নাকি ?

গঙ্গা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বামুন; এই গঙ্গাতীরে আমায় মিথ্যা কথা কইতে শেখাচ্ছ, আর তুমিও মিথ্যা কও ?

রঙ্গ। আমি তো তোমায় বলি নাই যে, আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,—মিথ্যা কথা কই না।

গঙ্গা। হোক্, এদিক্ ওদিকে মিথ্যা কথা কও;—তবে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে!

রঙ্গ। বিবি, কথাটা পাড়্‌লে তো শোন। মা গঙ্গা যদি জগদীশ্বরী হন, তা হ'লে সর্ব্বত্রই তিনি আছেন, যেখানে মিথ্যা কথা বল্‌বে, সেইখানেই দোষ। অন্য জায়গায় মিথ্যা কথা কওয়াও যা, এখানেও মিথ্যা কথা কহাও তাই। আর যদি লোক ভোলাতে অন্য জায়গায় মিথ্যা কথা ক'বার দোষ না থাকে, এখানেও একজন অনাথাকে আহার দিতে মিথ্যা কথা ক'বার দোষ নাই। ঐ আস্‌ছে, তুমি খাইও।

[ প্রস্থান।

( অন্নদার প্রবেশ )

গঙ্গা। ওগো এই খাবার নাও।

অন্নদা। কেন লো মাগী, তোর খাবার নেব! আঃ গেল,—আমি রাজরাণী, তোর খাবার কেন নিতে যাব ?

গঙ্গা। আহা সে যত্ন কোরে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

অন্নদা। অ্যাঁ,—সে পাঠিয়ে দিয়েছে? দেখ তুমি তারে বল গে, আমার আমোদে পেট ভোরে আছে, আমি আর খেতে পার্‌বো না, আমার মেয়ের বে,—আমোদে আমি নেচে বেড়াচ্ছি,—বুঝেছ মা!—ঐটী আমার সর্ব্বস্ব। আমি দেখা দিইনি কেন জান, আড়াল থেকে দেখি,—হিঃ, হিঃ, সব খপর রাখি—তার মাথা হেঁট হবে।

গঙ্গা। কেন,—মাথা হেঁট হবে কেন ?

অন্নদা। হবে না, পোড়া লোককে তুমি জান না,—লোকের জিবে বিষ আছে মা! আমি সতী, তা কি তারা বিশ্বাস করে? এই গঙ্গার তীরে, এই এম্‌নি সময়, সূয্যি অস্ত যাচ্ছে, মা গঙ্গা সোণা পরে নাচ্চে, গঙ্গা সাক্ষী করে, সূয্যি সাক্ষী করে, এই ঘাটে মালা পরেছি। পোড়া লোকে কি তা বিশ্বাস করে! দেখ সে বাপের ভয়ে লোক্‌কে বল্‌তে পারে নি, তার বাপ আমার সঙ্গে বে দিতে চায় নি, তাই আমরা লুকিয়ে বে করেছিলুম, বুঝ্‌লে মা! দেখা দিইনি—দেখা করিনি, মেয়ের মাথা হেঁট হবে!

গঙ্গা। তুমি কে গা ?

অন্নদা। আমি রাজরাণী, আমি কাঙ্গালিনী, আমি পতি-সোহাগিনী, আমি অনাথিনী; আমি বেঁচেছিলুম,—মরেছি, আবার বাঁচবো; বুড়ো হয়েছি, আবার যৌবন ফির্‌বে, আবার সোহাগ ক'রে তার গলা ধর্‌বো। আমি কে তুই চিনিস্ নে? আমি ছায়া, আমি হাওয়া, আমি সর্ব্বত্রে ঘুরি, কি করি তা জানি নে; আমায় কেউ দেখে না, আমি সবাইকে দেখি; আমি একলা, আমার কেউ নাই; বালাই!—আমার সব আছে, আমার সোণার চাঁদ মেয়ে আছে। দেখ,—তুমি নাচতে পার? তোমার

মত অনেকে আমাদের বাড়ী নাচতে আস্‌তো; আমার বিয়েতে নেচেছে, আমার মেয়ে হ'লে নেচেছে, তুমি নাচতে পার?

গঙ্গা। পারি।

অন্নদা। আচ্ছা, তুমি মহলা দাও; আমার মেয়ের বে'তে তোমাকে নাচ্‌তে নিয়ে যাব; যা চাও তাই দেব।

গঙ্গা। না, আমি মহলা দেব না। তুমি খাও যদি ত মহলা দিই। আমি দিব্যি গাইতে পারি;—যার মেয়ের বেতে গাই, তার ঝি-জামাইয়ে বড় ভাব হয়। তুমি যদি খাও, তা হ'লে মহলা দিই।

অন্নদা। সত্যি না কি—সত্যি?

গঙ্গা। এই দেখ না—কেমন গাই।

(গীত)

সাধ করে, সে ডাকে আদরে, তারে আদর করি।
সে তো মনেরি মতন, কেন নহে সে আপন,
হলো বিফল যতন, তবু ভুলিতে নারি—তবু ভুলিতে ডরি।
তুলি আকাশ কুসুম, ভরি সাধের ডালা,
মন ভুলিয়ে হেলা, গাঁথে সোহাগে মালা,
মালা ধরি হৃদয়ে, মালা হৃদয় দহে,
ভাসি বিষাদে, নারি ত্যজিতে সাধে,—দিন অবশে হরি॥

অন্নদা। আর বাছা খাওয়া হবে না! মনের ভিতর সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌লো, সব কথা মনে পড়লো! আমার কিসের খাওয়া—কিসের খাওয়া! লোকভয়ে সে আমায় ত্যাগ করেছে, আমার কিসের খাওয়া—কিসের খাওয়া! তার খাবার তারে ফিরিয়ে দিও। (প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। ওগো দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমার মেয়ের বিয়েতে আমায় নিয়ে যাবে না?

অন্নদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব! এস, এস।

গঙ্গা। দেখি যদি ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

### উপবন।

( হোরির গান গাহিতে গাহিতে ললিতা ও স্ত্রীগণের প্রবেশ )

লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি।
লাল ব্রজাঙ্গনা, লাল কালিয়া বনমালী।
যৌবন মাতুয়ারী, সমরি ব্রজনারী,
ভরি ভরি পিচকারী,
হোরিকা মেলা, আবির খেলা,
রসরঙ্গ তরঙ্গ উথালি।
ফাগুন আগুন, সোহাগ দ্বিগুণ,
মদন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল,
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুঙ্কুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে
থাওত দেওত ঘন করতালি॥

[ ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাবচি, কত কি ভাবচি;—ভেবে কি হবে? পরের মন পর কি বোঝে! আমি তার মন কি ক'রে বুঝবো? আমার মুখপানে চেয়ে রইল;—অমন ত চায়,—ফুলটী বুকে তুলে রাখলে, এতে কি বুঝবো? কিন্তু বুঝেছি, আমি জন্মের মত মজেছি। সে উড়ো পাখী—

এলো, চলে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস কর্‌বে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস করেছি! মনের আগুনে পুড়ে খাক হবো। আমায় সে কেন চাইবে? —কত শত সুন্দরী আছে! আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে দুটো মিষ্টি কথা ক'য়েছে,—ও পুরুষের স্বভাব।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। এই যে আমার প্রাণপ্রতিমা এইখানে ব'সে! আহা মরি মরি, রূপের লহরী যেন খেলচে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন? আমার জন্ম কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়েছে। হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

নির। দেবি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে আছে, কিছু মনে করো না। ( ফাগ দেওন )

ললিতা। তোমার গায়ে ফাগ দিই, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

নির। মনে কর্‌বো না!—চেয়ে দেখ, সেই ফুলটী আমি বুকে রেখেছি।

ললিতা। শুকিয়ে গেলে ফেলে দিও।

নির। তোমার হাতের ফুল কখনো শুকোবে না, তবে যদি আমার বুকের তাপে শুকোয়।

ললিতা। ইস্,—তোমার বুকে কি বড় তাপ!

নির। তুমি কি বুঝতে পার্‌ছো না?

ললিতা। আমি তো তোমার বকে হাত দিই নাই,—কেমন ক'রে বুঝ্‌বো?

নেপথ্যে। মাধুরি—মাধুরি! কোথায় গেল?

ললিতা। ঐ সখীরা খুঁজ্‌চে।

নেপথ্যে। মাধুরি—মাধুরি!

ললিতা। আমি চল্লুম।

নির। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার দেখা দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উপবনের বাইরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক একবার এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ ললিতার প্রস্থান।

নির। নাম শুন্‌লুম মাধুরী!—রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার নাম শুনেছি মাধুরী;—তবে এই সেই মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখবো। যদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন, তবেই বিবাহ কর্‌বো, নচেৎ আর বিবাহ কর্‌বো না। পুরঞ্জনকে এ কথা জানাবো না, সে ব্যঙ্গ কর্‌বে মরি মরি কি মাধুরীময়ী নাম! মুহুর্ম্মুহু নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর মাধুরীতে ভুবন মাধুরীময়, প্রকৃতি মাধুরী-প্রবাহে পরিপূর্ণ! মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, বচনে মাধুরী, নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়! দেখা কি পাবো?—নিত্য ভ্রমণ ছলে আস্‌বো—দেখা কি পাবো না?

[ নিরঞ্জনের প্রস্থান।

( অন্নদার প্রবেশ )

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাসি হয়েছে; লুকিয়ে ভালবাসা,—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়, কি জানি শেষে কি হয়! খুব ভালবাসাবাসি, খুব ভালবাসাবাসি! আমারও এমনি হ'য়েছিল! লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়—দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পেতে হয়—পথে পথে ঘুরতে হয়, ভালবাসা যায় না!

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

### মাধুরীর কক্ষ।

( গঙ্গা ও মাধুরী )

গঙ্গা। কেন গা কুমারি, আজ অমন দেখ্‌ছি কেন? কোন অসুখ হয়েছে কি?

মাধুরী। কে জানে গঙ্গা, আজ আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে,—আচ্ছা বাবা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, তারা কে তুমি জান?

গঙ্গা। ওঃ বুঝেছি! তা কারে দেখে মন কেমন ক'র্‌ছে?

মাধুরী। না তা নয়, আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে, আমি তার হাত ধরেছিলুম, যেন আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি তার কথা শুনেছিলুম, এমন কথা আমি কখনো শুনি নাই। এ কি হলো, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, বনে গিয়ে আবার তার সঙ্গে কথা কই।

গঙ্গা। কুমারি, তোমার বের ফুল ফুটেছে, তাই মন অমন হয়েছে।

মাধুরী। বে'র ফুল ফোটা কি? তুমি বুঝতে পাচ্চ না, আমি বল্লুম যে জীবজন্তু মার্‌লে আমার মন কেমন করে, সে বল্লে, আর আমি শীকার কর্‌বো না, সত্যি শীকার কর্‌বে না,— সে আমার কথা শুন্‌লে কেন?

গঙ্গা। সে তোমায় দেখে ভালবেসেছে।

মাধুরী। ভালবেসেছে?—সে তো আমার কেউ নয়,—আমায় ভালবাস্‌লে কেন?

গঙ্গা। তুমি তারে ভালবাসলে কেন?

মাধুরী। আমি তারে ভালবেসেছি?—কই, কেমন ক'রে?

গঙ্গা। ঐ অমনি ক'রে।

মাধুরী। না—না, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না,—আমার মন হু হু কর্‌ছে! বাবাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না; ললিতাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না!

গঙ্গা। কুমারি, একটী গান শুন্‌বে?

মাধুরী। না না, আমার গান শুন্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না, গান গাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে না, কিছু কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না।

গঙ্গা। তারে দেখ্‌তে ইচ্ছা করছে?

মাধুরী। হাঁ! তাতে দোষ আছে কি? না, আমি দেখা ক'রবো না, আমার লজ্জা করবে। দেখ, এতদিন আমি লজ্জা ক'রতে পারতুম না, আজ আমার লজ্জা হচ্ছে! ছিঃ ছিঃ, আমি হাত ধরলুম, সে কি মনে কর্‌লে! বাবাকে যদি বলে দেয়, তা হ'লে আর আমি বাবার সাম্‌নে বেরুতে পার্‌বো না। আমি ভুলে হাত ধরেছি,—সে আমার জন্য রক্তকমল তুল্‌তে জলে নাম্‌তে যাচ্ছিল, সেখানে বড় সাপের ভয় জান তো, তাই ভয়ে হাত ধ'রে মানা করেছি।

গঙ্গা। সে কি কর্‌লে?

মাধুরী। আমার মুখ পানে চেয়ে রইলো;—আর পদ্ম তুল্‌তে গেল না।

গঙ্গা।— (গীত)

**কে জানে কেমন!**
**যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি, নই তো আর তেমন।**
**কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হারাই,**
**কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই;**
**মনের কথা মন বলে না, সরমে করে বারণ।**

কেন মন উদাস হয়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি শুধায়,
বুকের ভিতর উথ্‌লে উঠে আঁখি বয়ে যায় ;
সাধের সনে বিষাদ মিলে চলেছে সোনার স্বপন ॥

মাধুরী। দেখ, তোমার গান শুনে আরও আমার কান্না পাচ্ছে,—আরও যেন কি মনে হচ্ছে !—মনে হচ্ছে, সে যেন আমার আপনার লোক, কোথায় যেন তারে দেখেছি, কোথায় যেন তার সঙ্গে কথা কয়েছি,—বল্‌তে পার, কোথাও কি দেখেছি ?

গঙ্গা।— (গীত)

এ'কি দায় মন কেন তায় চায় !
পায় কি না পায় ভাবে না হায়, উধ'ও হয়ে ধায় ॥
অঘোরে সোহাগভরে. আপ্‌নি বিকোয় কিন্‌তে পরে,
আশা ধরে আকুল অন্তরে, কাঁপে আশা প্রাণ কাঁপায় ॥
মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গাগড়া,
অকূল সাগরে, ভাসে সাধ করে,
কাঁদে প্রাণ ফিরতে কূলে, সাধের তরী ব'য়ে যায় ॥

মাধুরী। ঠিক বলেছ গঙ্গা !—তুমি এত জান্‌লে কি করে, তোমার কি অম্‌নি আপ্‌নার লোক আছে ?

গঙ্গা। না।

মাধুরী। তবে তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে কেন,—আমার কথা শুনে কি তোমার ব্যথা লাগ্‌লো ?

গঙ্গা। কুমারি, আমরা এমন আপনার লোক কোথা পাব ?

মাধুরী। কেন, আর কি কেউ এমন পায় না ! তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়েছ ?

গঙ্গা। না, আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন কেন ?

মাধুরী। কথা কইবে,—তুমি কথা ক'য়ে দেখো দেখি!—কথা শুন্‌লে মনে হবে, তোমার আপনার লোক,—সত্যি আপনার লোক—পর বল্‌তে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে! তুমি তারে জিজ্ঞাসা কর‍্তে পার, সে কি আমায় আপনার ভাবে?—ভাবে, নইলে আমি কেন তারে আপনার মনে কর‍্বো?

গঙ্গা। কুমারি, তুমিই তারে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'র না কেন?

মাধুরী। কোথায় দেখা পাব, কি করে জিজ্ঞাসা কর‍্বো?

গঙ্গা। আচ্ছা—আমি যদি তোমার মহলে তারে নিয়ে আসি?

মাধুরী। কি করে?—কেউ যে টের পাবে, সকলে যে বলে, পুরুষ মানুষকে মহলে আনতে নাই?

গঙ্গা। পর পুরুষকে আন্‌তে নাই, যে আপনার, তারে আন্‌তে দোষ কি?

মাধুরী। না না, তুমি লুকিয়ে আনতে পার তো এনো। না না,—এনো না, কিছু যদি মনে করে!

গঙ্গা। কি মনে কর‍্বে?

মাধুরী। কি জানি আমার ভয় হয়,—আমি যেন আর এক রকম হয়েছি,—আমার এ সব ছিল না। আমার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, কিছু গোপন করতে পার‍্তুম না। লোকে চুপিচুপি পরামর্শ কর‍্তো, আমি হাস্‌তুম,—ভাবতুম, লুকোনো কথা আবার কি? কিন্তু লুকোনো কথা আছে—সে কথা বল্‌তে নাই—বলা যায় না।

গঙ্গা। তুমি দেখা কর‍্বে?

মাধুরী। কর‍্বো, না না কি কর‍্বো বল দেখি?

গঙ্গা। যদি দেখা করো তো আজকের মত সুযোগ আর হবে না। আজ হোরির দিনে দোষ নাই, সকলের সঙ্গে হোরি খেল্‌তে হয়। আমি রাত্রে তোমার কাছে আন্‌বো, দু'জনে হোরি খেলো।

মাধুরী। চুপিচুপি এনো, কেউ যেন টের না পায়। আমি কি সেজে গুজে দেখা কর্‌বো? আচ্ছা—কি প'র্‌লে আমায় ভাল দেখায়? তুমি আমায় সাজিয়ে দেবে?—না এই সাজেই দেখা কর্‌বো।

গঙ্গা। হোরির দিনে বেশ ফুলের গয়না প'রো।

মাধুরী। গঙ্গা, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি ভাল না দেখায়, সে গয়না আর পরবো না,—আমি ঠাকুরবাড়ী যে গয়না পরে গিয়েছিলুম, তাই পর্‌বো। আমি তফাত থেকে তার গায়ে ফাগ দেব, ছোঁব না—ছুঁলে কেমন হ'য়ে যাব, কথা কইতে পার্‌বো না। ছুঁয়েছিলুম—সে কথা মনে হ'লে, কেমন হ'য়ে যায়! দেখ গঙ্গা, কি কর্‌বো—আমি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

গঙ্গা। কুমারি, ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে, মনের কথা মনই বলে দেবে। আমি চল্লুম।

মাধুরী। তুমি যাচ্ছ?—তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না, এই কথাই তোমার সঙ্গে কইতে ইচ্ছে হচ্চে, তবে যাও। আমি কোথায় থাকবো?—এইখানেই থাক্‌বো, না না,—দেখ কুঞ্জের মধ্যে দেখা করবো। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, সেই দেবীর উপবনে দেখা করি। তুমি এসো। আমি যাই—একলা গিয়ে ভাবি। [ উভয়ের প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ।

( উদয়নারায়ণ )

উদয়। কন্যা—কন্যা—কেন জন্মে হিন্দুর আলয়ে?
যেতে হ'ল পরবাসে কন্যাদান হেতু।

কি কুক্ষণে দেখা মম অন্নদার সনে,
পিতৃবাক্য করি অবহেলা,
সহি এই মনস্তাপ।
ক্ষুদ্র শালিগ্রাম তার এত মান,
অসম্মত কন্যা মম নিতে ঘরে!
তাই করে এত ছল।
কি করিব কলঙ্ক রটেছে।
সুপাত্র,—তনয়ারে বাসে ভাল,
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়—
বেশ্যা বলি পরিচয় দিয়াছি সতীরে।

( মাধুরী ও ললিতার প্রবেশ )

মা, এতদিনে আমি এক দায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম। যে দু'টী যুবা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছে, ওর একটীর নাম নিরঞ্জন,—

ললিতা। নিরঞ্জন কে?

উদয়। রূপে গুণে দুটীই সমান বটে, আমারই ভ্রম হয়, তা তোমরা তো তফাৎ হ'তে দেখেছ। শুনেছি না কি সে মাধুরীকে দেখেছে, তার মন মাধুরীকে বিবাহ করে।

ললিতা। কে নিরঞ্জন?

উদয়। হাঁা, হাঁা,—শোন্ না! আমিও তার বাপ শালিগ্রামকে পত্র লিখেছিলেম, তিনি বিবাহে সম্মত। কিন্তু অপমান স্বীকার ক'রতে হবে; —কি কর্‌বো, তাদের কুলপ্রথামত মেয়ে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে হবে।

মাধুরী। বাবা, বাবা! এতে তোমার অপমান হবে, আমি বিবাহ কর্‌বো না।

উদয়। আরে ছাই আমি কি সম্মত হতেম, বড় দায়ে পড়েই সম্মত হয়েছি। কুলোকে কুকথা কয়,—বিশেষ ললিতাকে নিয়ে আমি আরও বিপদে পড়েছি।

ললিতা। কেন—কেন মহারাজ, আমায় নিয়ে বিপদ কি ?

উদয়। মা, তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে নও, আমার আপনার কন্যার অধিক। তোমারও বিবাহ দিতে পারছি নে। নিরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ দিতে পারলে, তোমার বিবাহ নিয়ে আর আমায় দায়ে ঠেক্‌তে হবে না।

ললিতা। নিরঞ্জন ?

উদয়। আরে এই দুটো নাম আর মনে রাখ্‌তে পারিস্ নে ?—পুরঞ্জন আর নিরঞ্জন—শালিগ্রামের ছেলের নাম নিরঞ্জন। মাধুরি, তোর কি অসুখ হয়েছে ?

মাধুরী। বাবা, তোমার এতে বড় অপমান হবে।

উদয়। আমার তোমাদের নিয়ে মান অপমান। সুপাত্র পাওয়া গিয়েছে, কি বলিস্ ললিতা ?

ললিতা। নিরঞ্জন কি বাড়ী গেছে ?

উদয়। যাবে না! বে নিয়ে একটা কথা উঠেছে, এখানে থাক্‌লে তার বাপ কি বল্‌বে ? পুরঞ্জনও আজ তার দেশে যেতো, তা যাত্রা কর্‌বার সময় হাঁচি পড়েছে না কি হয়েছে, তাই আজ গেল না। এঃ হোরিতে ক'দিন দু'জনে রাত জেগে খুব অসুখ করেছিস্ দেখ্‌ছি।

ললিতা। হাঁ মহারাজ! আমার শরীর কেমন হয়েছে, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমার মাথা ঘুরচে।

উদয়। সে কিরে ? কাল যে আমাদের যেতে হবে; তবে যা শুগে যা।

ললিতা। না না, বলুন না শুনে যাই;—নিরঞ্জন কি বলে—সে মাধুরীকে দেখেছে, মাধুরীকে ভালবাসে?

উদয়। তুই যে অন্যমনা হ'চ্চিস;—সে বে করতে চাই তো না, মাধুরীকে দেখে বাড়ীতে পত্র লিখেছে যে, 'ঐ মেয়ে হয় তো বে কর্‌বো।' বড় সুখের কথা কি বলিস?

ললিতা। তা বৈ কি! (মাধুরীর প্রতি) কেমন লা—না?

উদয়। নে নে, তোরা দুজনে পরিহাস করিস্ এখন, কথা শোন। (ললিতার প্রতি) এখন তোমার মা একটী সুপাত্র দেখে দিতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ললিতা। তা নিরঞ্জন কি বলে?

উদয়। দ্যাখ্, এ কথা প্রকাশ করিস্ নে। সে যে ক'দিন আমার বাড়ী ছিল, সে উপবনের বাইরে এসে ছাদের উপর চেয়ে থাক্‌তো, যদি একবার মাধুরীকে দেখ্‌তে পায়। আমি সেই জন্যই অপমান স্বীকার কর্‌লেম।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মাধুরী ছাদে উঠ্‌তো বটে।

মাধুরী। নে মিছে কথা বলিস নে। বাবা, আমা হ'তে তোমার অপমান হলো।

উদয়। তা হোক্, আমার সহস্র অপমান হোক্, তুই সুখে থাক্‌লেই আমার হলো।

মাধুরী। না বাবা, আমি বড় অসুখী হব।

উদয়। তা যা হয় তা হবে, নে। (স্বগত) মেয়েটা ভালমন্দ কিছুই জানে না; বে'র কথা বল্‌চি—তা একটু লজ্জা হচ্চে না! (প্রকাশ্যে) ললিতা, কি ব'ল্‌তে এসেছি, শোন্। মাধুরি, মনোযোগ দাও। শ্বশুর বাড়ীতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তাতে মনে কিছু ক'রো না। তোমার মা পরম পবিত্রা, কিন্তু লোকে কলঙ্ক দেয়। তার কারণ, আমি

পিতার অমতে বিবাহ ক'রেছিলুম, সেই জন্য সে বিবাহ প্রকাশ ক'রতে পারি নাই। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী যা'কে তুমি মা বল্‌তে, সে নিঃসন্তান; তোমায় মানুষ করেছিল। কিন্তু আমার পিতার পরলোকের পরও লোকনিন্দার ভয়ে তোমার মাকে ঘরে আন্‌তে পারি নাই। অভিমানিনী চলে গিয়ে শুনি নাকি কাশীধামে প্রাণত্যাগ ক'রেছে, সে দাগ আজও আমার প্রাণ হ'তে উঠে নাই, কি কর্‌বো—ফেরবার নয়। আহা! মাধুরীর বে সে দেখতে পেলে না, এই আমার পরম দুঃখ!

ললিতা। আহা ছোট মা থাক্‌লে এ বে'তে খুব আনন্দ কর্‌তেন!

উদয়। আর বাছা, সে সব ভেবে কি ক'র্‌বো। এখন একদায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম, তোমার বিবাহটী দিতে পার্‌লেই, তোমার স্বামীকে তোমার বিষয়-আসয় দিয়ে আমি জুড়ুই। লোকে কি বলে জান মা, আমি বিষয়ের লোভে তোমাকে এনে গৃহে পালন ক'রেছিলুম। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে কি বন্ধুত্ব ছিল, তা হীনবুদ্ধি লোকে কি বুঝ্‌বে বল! মা, তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

ললিতা। এতদিনে মাধুরী আমায় ছেড়ে যাবে!

উদয়। তা মা চিরদিন কি তোমাদের আইবুড়ো রাখ্‌বো? পুরঞ্জনও অতি সুপাত্র, ভেবেছি, তোমার বিয়ে আমি তার সঙ্গে দেব।

মাধুরী। পুরঞ্জন!—সে কি ললিতাকে ভালবাসে?

উদয়। তা কৈ কিছু শুনি নাই। তা ভালবাসবেই না বা কেন? মা আমার জগদ্ধাত্রী!

ললিতা। রাজমহলে কি আমায়ও যেতে হবে, আমার শরীর বড় অসুখ।

উদয়। ঘুমুলেই সেরে যাবে। কি কর্‌বো, অপমান স্বীকার করতে হলো। দুর্জ্জনেরা বলে কি জানিস, যে, মাধুরীর গর্ভধারিণীর কাশী-প্রাপ্তি হয় নাই,—আরও কত কলঙ্ক দেয়, তা উচ্চারণ ক'র্‌তে জিহ্বা দগ্ধ হয়। আমি চল্লেম, তোরা শুগে যা।

মাধুরী। বাবা বাবা, পুরঞ্জন কি ললিতাকে বিবাহ করবে? আপনাকে কিছু জানিয়েছে?

উদয়। সে পরের কথা পরে। [ প্রস্থান।

ললিতা। তুই মনের মতন রতন পেয়েছিস! [ প্রস্থান।

মাধুরী। প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই! যে দিন পুরঞ্জনকে দেখেছি, সে দিন মজেছি, তার পায়ে বিকিয়েছি, তারেও মজিয়েছি। কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে পিতাকে জানাব! অন্যের গলায় কেমন ক'রে মালা দেব! একি, একি, কি হলো, কার কাছে যাব!—কি হলো, কেন সে এলো—পাখী ধরে দেবে,—রক্তোৎপল তুল্‌বে—সে নয় তবে কে?—কি হবে, কি হলো—কোথায় যাব—এই যে—এই যে!—কই—কি! আর তো দেখা হবে না, আর তো দেখা হবে না!

( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

পুর। একি—একি? মাধুরি, মাধুরি!

মাধুরী। তুমি এসেছ, আমায় নিয়ে যাও, আমায় ফেলে যেও না। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস কি?

পুর। কি বল্‌ছো—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আবার শীঘ্রই আস্‌বো। আমার পিতা পত্র লিখেছেন, তাই যাচ্ছি।

মাধুরী। তুমি চল্লে,—যাও—যাও।

পুর। তুমি না বল, আমি যাব না।

মাধুরী। না, না, যাও—যাও, আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমায় মনে রেখো।

পুর। সে কি,—তুমি অমন কচ্ছ কেন?

মাধুরী। তুমি শুনো না—তোমায় বলবো না—শুন্‌লে তুমি যেতে পার্‌বে না। আমিও তোমায় বল্‌ব না। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুমি কারেও বলো না;—আমিও কারেও বলবো না। তোমায় আমি ভালবাসি, একথা কারে জানিও না।

পুর। কেন—কেন—কি হয়েছে?

মাধুরী। এখন নয়, এখন নয়, যদি কখনো দেখা হয়—সব বলবো। তোমায় না ব'লে কারে বলবো! এখন যাও।—পার যদি যাবার সময় আর একবার দেখা করো। এখানে আর এসো না;—এলে তোমায় লোকে নিন্দা কর্‌বে, আমায় লোকে নিন্দা কর্‌বে। পার যদি আর একবার দেখা দিও। তুমি রাস্তায় দাঁড়িও, আমি জানালা হ'তে তোমায় দেখবো। আমি চল্লুম, তোমার কাছে আর আমি থাক্‌বো না।

পুর। মাধুরি, যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন যেতে ব'লছ? নিন্দা হয় হবে।

মাধুরী। না, না, তোমায় ভালবাসতে নাই;—আমিও তোমায় ভালবাস্‌বো না, তুমিও আমায় ভালবেসো না। তুমিও আমায় ভুলে যাও, আমিও তোমায় ভুলে যাব।

পুর। কেন মাধুরি, তুমি ত আমায় ভালবাস!

মাধুরী। না না, তুমি বিশ্বাস করো না;—আমি কেন ভালবাসি বলেছি, জানি নে। তুমিও আমায় ভালবেসো না, দুঃখ পাবে, দুঃখ পাবে। যাও, যাও। আমি চল্লুম,—তুমিও হেতায় থেকো না। [ প্রস্থান।

পুর। একি, সহসা উন্মাদিনী হলো না কি? আমি যাব বলে কি অভিমান করেছে? কোন কি বিপদ হয়েছে, কারে জিজ্ঞাসা করবো? আমায় ভালবাসে! কি ক'র্‌বো? যাব না। না, না—যাই। পিতার কাছে বিবাহের অনুমতি ল'ব। [ প্রস্থান।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

( ললিতা )

ললিতা। প্রতারণা—সকলই প্রতারণা—মেদিনী প্রতারণা-পূর্ণ! মাধুরীও আমার কাছে মনের কথা বলে নাই। এখনও ভাণ ক'র্‌লে, যেন সে নিরঞ্জনকে চায় না। যে দিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়,—ধিক্ মন, এখনো তার আকিঞ্চন!—সে আমার নয়, সে মাধুরীকে ভালবাসে। সয় স'ক, আমারই প্রাণে স'ক! পুরুষ এত কপট, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না। বনে ফুলের ডাল নুইয়ে ধর্‌লে,—আমার মনে হলো—যেন ফুল পেড়ে আমায় পূজা ক'র্‌বে। একটী ফুল আমার হাত থেকে পড়ে গেল, সেই ফুলটী তুলে বুকে রাখ্‌লে। আমার সঙ্গে দেখা হলে, ভাবভঙ্গীতে জানাতো, যেন আমার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু কি অদ্ভুত ছল! মাধুরীর জন্য আস্‌তো, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে!—কিম্বা তার সকলেরই সঙ্গে প্রতারণা করা স্বভাব;—না, মাধুরীকে ভালবাসে, নচেৎ বিবাহ করতে চাইবে কেন!

( গঙ্গার প্রবেশ )

গঙ্গা। আপনি আমায় ডেকেছেন?

ললিতা। কেন, ডাক্‌তে নাই?

গঙ্গা। না, আপনি তো বড় ডাকেন না। আর আমিই বা কি গান শোনাব, আপনার কাছে বড় বড় গায়িকা এসে শিখে যেতে পারে।

ললিতা। তুমি কত দিন মুজরো ক'চ্ছ?

গঙ্গা। ষোল বছর বয়স হ'তে এই কাজ কচ্চি।

ললিতা। অনেক পুরুষ দেখেছ?

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো দেবি! যে ডাকে, সেইখানেই যেতে হয়; পাঁচ দোরের ভিকিরী। আর জাতজন্ম যখন ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন আমাদের আর কি!

ললিতা। আচ্ছা,—পুরুষ তোমার কি রকম মনে হয়? বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী?

গঙ্গা। এ কথার উত্তর কি দিব দেবি! আমাদের কাছে যারা আসে, আমাদের সঙ্গে যারা আলাপ করে, কেউ ভালবেসে আসে না, চোখের নেসায় দুটো মিষ্টি কথা বলে। জানে কুকর্ম্ম ক'চ্চি, তবু স্বভাবের দোষে আসে;—কিন্তু যে পুরুষমাত্রেই অবিশ্বাসী, এ কথা আমি বল্‌তে পারি নে।

ললিতা। আচ্ছা,—তুমি তো অনেককেই দেখেছ,—তোমার কাউকে বিশ্বাস হয়?

গঙ্গা। বিশ্বাস কর্‌লে আমাদের ব্যবসা চলে না। বিশ্বাসে ভালবাসা জন্মায়, ভালবাস্‌লেই আমাদের সর্ব্বনাশ। ভালবাসা আর রোজগার একত্রে দুই হয় না। দেবি, আমরা বড় অসুখী! লোকের মন ভোলাবার জন্য বেশভূষা করি, হেসে হেসে প্রেমকথা কই, কিন্তু সদাই সতর্ক থাকি, পাছে কারো ভালবাসাতে পড়ি। যতদিন যৌবন আছে, ততদিন, তারপর সকলেরই ঘৃণ্য;—আমাদের আপনার লোক নাই।

ললিতা। আপনার লোক কেউ নাই! আপনার লোক হয় না। ভালবাস না, তাই সুখে আছ। ভালবাস্‌লে যন্ত্রণা পেতে, কেউ ফিরিয়ে ভালবাস্‌তো না! পুরুষ স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসী বলে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে অবিশ্বাসী কেউ নাই।

গঙ্গা। অমন কথা বলবেন না, আমি দেবতার মত পুরুষ দেখেছি! কি কর্‌বো, সে আমার হবার নয়! সে যদি আমার হতো, তা হ'লে পৃথিবীতে স্বর্গ পেতেম!

ললিতা। চমৎকার বটে!—কে বলে মেয়েমানুষের মন কুটীল?—সে আমাদের মন জানে না! তুমি বেশ্যা, তুমিও ভালবাস্‌তে চাও, কিন্তু পুরুষের মনে ভালবাসা নাই,—ভালবাসার ভাণ জানে।

গঙ্গা। দেবি, যদি মার্জ্জনা কর তো একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কুলবালা, কখনও পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন নাই, পুরুষের কথা কি ক'রে জান্‌লেন?

ললিতা। আমি একটী গল্প প'ড়েছি; চমৎকার গল্প! একটী নায়িকার সঙ্গে একটী নায়কের দেবমন্দিরে দেখা হয়। নিত্য সেই যুবা সেই যুবতীর সহিত দেখা কর্‌তে আস্‌তো। যুবতী মনে কর্‌তো তারে কত ভালবাসে, কিন্তু তা নয়, তার দেখা কর্‌তে আসা ভাণ মাত্র। হঠাৎ সেই যুবতীর সখীকে সে বিবাহ ক'র্‌লে। যার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌তো, তার আর কোনও সংবাদ নিলে না।

গঙ্গা। তারপর সে যুবতী কি ক'র্‌লে?

ললিতা। তারপর যুবতী এ সংবাদ পেয়ে, মনে কর্‌লে আত্মহত্যা কর্‌বো। পড়্‌তে পড়্‌তে আমার মন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো।

গঙ্গা। তারপর সে মলো?

ললিতা। মর্‌বে কি না মর্‌বে, মনের ভেতর তোলাপাড়া কর্‌ছে;—তারপর আর আমি পড়্‌তে পারলুম না।

গঙ্গা। আমার সঙ্গে যদি সে যুবতীর আলাপ থাক্‌তো, তা হ'লে আমি তারে মর্‌তে দিতুম না।

ললিতা। কেন? তার বেঁচে সুখ? আজীবন দুঃখ পাওয়া চেয়ে মরাই ভাল!

গঙ্গা। কেন, মরা কেন! মলেই তো সকল আশা ভরসা ফুরিয়ে গেল!

ললিতা। আশা ভরসা তো তার সব ফুরিয়েছে!

গঙ্গা। কেন, কি ফুরিয়েছে! সে তো তারে ভালবাসে, মনে করলে তো তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারে, তার সেবা কর্‌তে পারে, তার দাসী হ'তে পারে! পৃথিবীতে আপনার সুখই যে সুখ, তা নয়! যদি সে নায়িকা যথার্থ তারে ভালবাসে, তারে সুখী দেখে সুখী হতে পারে।

ললিতা। তা কি হয়?

গঙ্গা। সবই হয়, মন নিয়ে কথা। ভালবাসার সুখই তো—যারে ভালবাসি—তারই সুখে সুখ। নইলে আমাদের বেশ্যার ভালবাসা। যতদিন দিলে থুলে, মিষ্টি কথা বল্‌লে, ভাল বাস্‌লুম, তারপর ফুরুলো। আমাদেরও ভালবাসার লোকের জন্য বিষ খাওয়া-খায়ি হয়। কিন্তু সে ছ্যাঁচড়া ভালবাসা, তারে আমি ভালবাসা বলি নে। আমি চল্লুম।

ললিতা। আচ্ছা,—তোমার কেউ ছিল না বল্‌চো, যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন বেরিয়েছ, তোমার ভাবনা হতো না?

গঙ্গা। অনেক ভেবেছি। তারপর দেখ্‌লুম, পৃথিবী প'ড়ে রয়েছে, ভগবান দুটী খেতে দেন।

ললিতা। একলা বেড়িয়ে বেড়াও, তোমার ভয় হয় না?

গঙ্গা। প্রথম প্রথম ভয় হতো, তারপর স'য়ে গেছে।

ললিতা। আচ্ছা,—কত লোক এমন তোমার মত একা বেড়াচ্চে?

গঙ্গা। কত শত!

ললিতা। তবে ভগবান সকলকেই দেখেন, সলককেই রক্ষা করেন। আচ্ছা তুমি এসো। [ গঙ্গার প্রস্থান।

ললিতা। আর কেন! শত শত লোক একলা বেড়াচ্চে, আমিও বেড়াব। কি ভয়? মৃত্যুর উপায় তো নিজের কাছে। পোড়া মন, এখনো নিরঞ্জনকে দেখ্‌তে চাস্! মাধুরীকে বামে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা ক'বে, তাই দেখ্‌বি? তোরে উপহাস ক'র্‌বে, তাই শুনবি? যাই। কিন্তু প্রহরীরা যে ধর্‌বে? নর্ত্তকীর বেশে যাই;—গঙ্গা মনে ক'রে ছেড়ে

দেবে। ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল! কত সাধ মনে উঠেছিল, কত কথা মনে হতো, আজ ফুরুলো!

( অন্নদার প্রবেশ )

অন্নদা। তুই কি ভাব্‌চিস? চলে যাবি? আমি বুঝেছি, তোর আমার দশা হয়েছে! ছাখ আমি পাগ্‌লী বটে, যদি কেউ অকুল পাথার ভাবে, তার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌তে পারি। আমিও অকুলে ভেসেছি, অকুলে কেন ভাসে তা জানি। আমি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি।

ললিতা। তুমি কে?

অন্নদা। আমি যে হই না;—তোর তো আকুল পাথার, তোর আর ভয় কি? ঘেন্নায় বড় ব্যথা লাগে! যারে আপনার ভাবি, সে আপনার না হ'লে বড় ব্যথা লাগে! আমি জানি—আমি জানি! তুই আস্‌বি? আমার সঙ্গে আয়।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। ঠিকানা ক'রে কি যেতে পার্‌বি? ঠিকানা ক'রে যেতে চাস তো ঘরে থাক; সইতে পারিস্‌ তো ঘরে থাক। কিন্তু সইবে না,—সইবে না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

ললিতা। মা, তুমি কে? আমার ব্যথায় ব্যথী কেন?

অন্নদা। মা বলিস্‌ নি,—মা বলিস্‌ নি! আমায় মা বল্লে তোর কলঙ্ক হবে, তোর মাথা হেঁট হবে, তোরে ঘেন্না ক'রবে,—আমায় মা বলিস্‌ নে!

ললিতা। কেন, কেন?—তুমি কে?

অন্নদা। আমি কে তা কি জানি!—তবে লোকে পাগলী ব'ল্‌বে কেন! স্রোতে পাঁচটা কুটো ভাসে না—আমিও তেম্‌নি ভাস্‌চি। তুই যাবি? চ',—তুই যারে ভালবাসিস্‌ জানি। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। চল—চল—

ললিতা। আমি কারে ভালবাসি?

অন্নদা। আমি কি জানি নি!—আমি সব জানি। সে তোর গায়ে ফাগ দিয়েছিল জানি, তুই তার গায়ে ফাগ দিয়েছিলি জানি। সে তোর—সে তোর। দেখা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বি। মিছি-মিছি মন খারাপ করিস্‌ নে। তারে দেখ্‌বি আয়—দেখ্‌বি আয়।

ললিতা। আর সে যদি আমায় না চায়?

অন্নদা। না চায়, ভেসে বেড়াবি। কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌বি নি, ভুল্‌তে পার্‌বি নি,—ভোলা যায় না—ভোলা যায় না—সে দাগ উঠে না! এই দ্যাখ না, আমি পাগল হয়েছি, তবুও ভুল্‌তে পারি নে। আয় আয়, আর দেরী করিস নে। এখনি সকলে জাগ্‌বে, রাজমহলে যাবার জন্য তয়ের হবে।—তুই চল—তুই চল—তুই তারে পাবি!—আমি মিলিয়ে দেব। আমি মিছে কথা কই নে, মিছে কথা জানি নে, আমার বড় সরল প্রাণ! তুই আমার সঙ্গে থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। চল্‌ না—চল না, সব দিক বজায় থাক্‌বে। যার যে—সে তার হবে! তোর ধন আমি তোরে দিইয়ে দেব! যার ধন সেই পাবে,—আমিও পাব! তারপর তার চিতেয় শুয়ে কুলের কলঙ্ক ঘোচাব! কারো মুখ হেঁট হবে না, কারো কলঙ্ক রবে না, প্রাণ দিয়ে কলঙ্ক দূর ক'র্‌বো, চিতেয় শুয়ে জুড়ুবো। সব দিক বজায় ক'র্‌বো!—নইলে এত দিন বাঁচতুম না! আয়, আয়—শীগ্‌গির আয়—ভাবিস্‌ নে।

ললিতা। চল মা, তোমার কথায় অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

অন্নদা। কি ভাব্‌ছিস—কি ভাব্‌ছিস?—আমি লুকিয়ে রাখ্‌বো, কেউ খুঁজে পাবে না। ওরা সব বজরায় গিয়েছে, তোদের বজরা পেছিয়ে আছে। রাজা এগিয়ে গিয়েছে, মাধুরী তার সঙ্গে গেছে, তোর আর খোঁজ ক'র্‌বে কে?—তোর তো আর কেউ নেই।

ললিতা। না মা, ত্রিভুবনে আমার কেউ নাই!

অন্নদা। আছে, সব আছে—সব পাবি। বিধাতার বাঁধন—জন্মের আগের বাঁধন, দিনকতক বিচ্ছেদ—এখানে না দেখা হয়, সেখানে দেখা হবে, চিতের দেখা হবে। চল্, চল, কেন ভাবছিস্? কালীবাড়ীর দোর খুলে রেখেছি, প্রহরীরা টের পাবে না, কেউ জেগে নেই, আর দেরী করিস্ নে, চল—চল—চল।

ললিতা। মিছে কেন ভাবি, ঘরে ব'সে কেন জ্বলবো, সে পরের—আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। না না—আত্মহত্যা কর্‌বো না, চলে যাই।

অন্নদা। আয় আয়, কথা ক'স্‌নে, পেছনে পেছনে আয়।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ বহিপ্র্কোষ্ঠ।

( পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন )

নির। কি হে, তুমি আমার পত্র না পেয়েই বেরিয়ে পড়েছ না কি ?

পুর। কৈ, তোমার পত্র তো পাই নাই, আমি অমনিই বেরিয়ে এসেছি। কেন, খপর কি ?

নির। এই তুমি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসো তাই। আমার বলতে লজ্জা হ'চ্ছে।

পুর। কি কথাটা কি ?

নির। যদি আমার বে হয় তো কি বল' ?

পুর। বলবো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল।

নির। সত্যি আমার বে।

পুর। এর আর সত্যি মিথ্যে কি,—তোমার যদি বে হয়, কোন্ না আমারও বে হবে।

নির। উপহাস ক'চ্চ, আমিও কোন্ না উপহাস কর্ত্তেম, কিন্তু যে দিন আমার মত ঠেকবে, সে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে। এতদিন মনে কর্‌তেম, ভালবাসা একটা কথার কথা—প্রণয় একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাই, রাজসাহী গিয়ে আমার চৈতন্য হয়েছে। প্রেমই মানব-জীবনে সর্ব্বস্ব। এতদিন জীবনে লক্ষ্যহীন বেড়িয়েছি; ভেবেছিলেম, স্বাধীন ভাবে কাটাবো, কিন্তু সে সব বদ্‌লে গিয়েছে।

পুর। তা বেশ তো, তুমিও বদ্‌লেছ, আমিও বদ্‌লাব। ব্যস্, শোধ-বোদ যাবে।

নির। যথার্থ ভাই, আমি মজেছি। আমার দিবারাত্রি এক ধ্যান এক জ্ঞান। যতদিন না তার সঙ্গে মিলন হয়, আমার একদিন যুগ মনে হ'চ্চে। যেন নূতন চক্ষু পেয়েছি, নূতন সংসার দেখ্‌ছি।

পুর। তা বেশ ক'চ্ছ, আমিও দেখ্‌বো, তার আর ভাবনাটা কি?

নির। শোন'—তারপর বাকচাতুরী ঝেড়ো।

পুর। শুনতে নারাজ কিসে বুঝ্‌ছো বল? তোমার পালা তুমি গেয়ে নাও, তারপর আমার পালা আমি গাচ্ছি। আমিও এক সাট বেঁধে এনেছি, মনে কর্‌ছ কি, তুমি এক্‌লাই আসর মাতাবে?

নির। তুমি রাজা উদয়নারায়ণের মেয়ে মাধুরীকে দেখেছ?

পুর। কেন? কে জানে? দেখেছি বোধ হয়।

নির। না, তুমি নিশ্চয় দেখ নাই। যদি দেখতে, তুমি হাজার পাষাণ হও, কখন ভুলতে না। মানবাতে যে কখনও এমন রূপ সম্ভব, তা কেউ কল্পনাতেও জানে না।

পুর। হ'তে পারে,—তা কি,—তুমি তারে দেখেছ না কি? কোথায়

দেখ্‌লে? তোমার সঙ্গে কি তার আলাপ হয়েছে? কি, কোথায় আলাপ হলো? কেমন করে হলো?

নির। ইস্, তুমি যে প্রশ্নের ঝাঁক ছেড়ে দিলে। আমি ক'টার উত্তর করবো বল? সব বলচি, শোন না।

পুর। বল না—বল না, তোমার সুখের কথা শুন্‌বো, তাই মনটায় আগ্রহ হয়েছে।

নির। সে ফুল তুলতে এসেছিল। মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা হয়।

পুর। তোমার সঙ্গে প্রণয় হলো না কি? তোমাকে মহলে নিয়ে যেত? তাই কি তুমি রাজবাড়ী হ'তে আস্‌তে চাইতে না? সে তোমায় ভালবাসে?

নির। তা বলতে পারি নে। নিত্য উপবনের বাইরে আমি থাকতেম, সে নিত্য উপবনে আস্‌তো,—দেখা হতো।

পুর। না তুমি বলছো না, তোমায় তার মহলে নিয়ে যেত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গোধূলির সময়টা বড় উতলা—হ'তে দেখেছি। তার পর, তার পর কি হলো?

নির। তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছ না কি? অমন বক্তা হয়েছ কেন? শোন না, সব বলচি।

পুর। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু খেয়েছি,—বল বল শুনি।

নির। তার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে।

পুর। কি, তোমার বাপ রাজী হ'য়েছেন? উদয়নারায়ণের কুলে যে একটা কলঙ্ক আছে! তোমার বাপ রাজী হয়েছেন?

নির। সে মিথ্যা কলঙ্ক। মাধুরী উদয়নারায়ণের পত্নীর গর্ভের কন্যা।

পুর। তবে বিবাহের সব ঠিক হয়েছে? উপবনে নিত্য দেখা হ'তো?

কারেও বিশ্বাস নাই, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই, ওরা অদ্ভুত সরলতার ভাণ জানে, কে শিখালে জানি নি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নির। ভাই, আমিও ঐরূপ মনে করতেম। কিন্তু না, সে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লে তোমার মনেও সন্দেহ থাক্‌তো না।

পুর। হতে পারে,—না কখনো না, তুমি জান না, বড় কুটিল, স্ত্রীলোক অতি কপট, কি নাম বল্লে—মাধুরী?—উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী? যার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেম—তার কন্যা?

নির। কি হে তুমি কি বক্‌চো?

পুর। কে জানে—আমার নেসা হয়েছে, আমার শরীর কেমন হয়েছে। আমার বড় অসুখ,—এসে ভাল করিনি। আমি কালই বাড়ী চ'লে যাব। তুমি এখন যাও ভাই, আমি দাঁড়াতে পাচ্চি নি। সকালে এসো—সব শুনবো। এখন আমার মাথা ঠিক নাই, কে জানে ভাই, কি রকম হয়ে গেছে। প্রাণ কেমন কচ্ছে—প্রাণ কেমন কচ্চে!

নির। ইস্! তুমি বেজায় নেসা করেছ দেখ্‌ছি। চল তুমি শোবে, তোমার মাথায় জল দিই গে।

পুর। না না, কিছু করতে হবে না। আমি ঘুমুলেই সুস্থ হব। তুমি এসো, তুমি থাক্‌লে বক্‌বো, বক্‌লেই নেসা বাড়্‌বে।

নির। আচ্ছা, তবে তুমি স্থির হয়ে শোওগে, আমি আসি।

পুর। হাঁ হাঁ, এসো এসো! স্থির হব—স্থির হওয়া ভিন্ন উপায় কি! এসো এসো, দেরি করো না, আমার নেসা বাড়বে।

নির। আচ্ছা, আমি তোমার চাকরকে ডেকে দিয়ে যাই, তোমার মাথায় জল দিক্। তুমি স্থির হয়ে শোও গে। [ নিরঞ্জনের প্রস্থান।

পুর। বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আমাকে যেমন গোপনে ঘরে নিয়ে যেতো, ওকেও তেম্‌নি নিয়ে যেতো। না না, তা কি হয়, তা

হলে যে মারা যাব, কি করে প্রাণ ধর্‌বো, বুক ফেটে যাবে। না না, মাধুরী নয়—আর কে!

( গঙ্গার প্রবেশ )

গঙ্গা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আপনি না উপায় কর্‌লে, আর উপায় নাই।

পুর। আমি কি উপায় করবো! তার এত ছল, তার এত কপটতা! না ন', আমা হতে কি উপায় হবে! উপায় তারে করতে ব'ল। নিজের উপায় নিজে করুক্, আমা হ'তে হবে না, আমি কি করবো!

গঙ্গা। সে বালিকা, সে কি উপায় করবে? সে সব কথা তার পিতাকে কেমন ক'রে বলবে? অনর্থ ঘটবে। আপনি নিবারণ করুন, সে আপনা ভিন্ন কারেও জানে না। সে উন্মাদিনীর মত হয়েছে, দিবারাত্রি কাঁদ্‌ছে। আপনি সব কথা আপনার বন্ধুকে খুলে বলুন। তিনি সদাশয়, এ সব কথা জান্‌লে তিনি কদাচ বিবাহ কর্‌বেন না।

পুর। তুমি কি আমার বন্ধুকে দেখেছ? সে আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে, পল গুণ্‌ছে, জগৎ মাধুরীময় দেখ্‌ছে। সে আমার বাল্যবন্ধু, এ আনন্দে তারে নিরানন্দ কর্‌বো? তার সরল বুকে ছুরি মার্‌বো? এ কাজ আমা হ'তে হবে না। তুমি জান না, পুরুষের প্রাণ তোমাদের মত নয়। লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা তোমাদের কাজ, আমাদের প্রাণ সেরূপ নয়।

গঙ্গা। প্রাণের গরব ক'চ্ছেন? এই কি উচ্চ প্রাণের পরিচয়? যে সরলা বালিকা জীবন-যৌবন অর্পণ করেছে, তারে অকূলে ভাসিয়ে দেবেন? তারে কলঙ্কিনী কর্‌বেন? তার জীবন শ্মশান কর্‌বেন? ভাল, খুব উচ্চ প্রাণের পরিচয় দিচ্চেন বটে! কঠিনতার আর এক নাম পুরুষ! নচেৎ এ কমল-কলি চরণে দলিত কর্‌তে পার্‌তেন না।

পুর। কেন, কি বলচো, দোষ কি? আমার বন্ধুর মত জগতে রূপগুণ কার? আমার বন্ধুর মত কে আদর জানে? অমন ভাল মাধুরীকে আর কে বাস্‌বে? আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, চোখের দেখা দেখেছি, দুটো কথা ক'য়েছি। আমার বন্ধুর আদরে দু'দিন পরে ভুলে যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, বিদায়ের দিন সে আমায় বলেছে, সে আমায় ভালবাসে না।

গঙ্গা। যদি বুঝে না বোঝেন, তা হ'লে কি ক'রে বোঝাব বলুন! একবার তারে মনে করুন, বিদায়ের চক্ষু-জল মনে করুন, দীর্ঘনিশ্বাস মনে করুন, তার সরলতা মনে করুন। প্রফুল্ল কমলবনে আগুন ধরিয়ে দেবেন না। আপ্‌না ভিন্ন সে কিছু জানে না,—আপনি তার ধ্যান-জ্ঞান—জীবন সর্ব্বস্ব—হৃদয়েশ্বর!

পুর। কেন কেন, আর কেন জ্বালা দাও, আর কেন হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করো। সত্য বলেছ, আমি বড় কঠিন, এখন' জীবিত রয়েছি!—কঠিন না হ'লে এতক্ষণে ফেটে যেতেম। পুড়ে খাক হ'চ্ছি, তবু দারুণ অনল চেপে রেখেছি।

গঙ্গা। মহাশয়, অনর্থক কেন এ জ্বালা সহ্য কর্‌ছেন? কেন আর একজনাকে জ্বালাচ্ছেন? কেন বালিকার সর্ব্বনাশ, আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছেন? সব দিক বজায় থাক্‌বে, আপনি সমস্ত কথা বন্ধুকে ভেঙ্গে বলুন। দেখুন—বালিকা আপন প্রাণমন সর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ করেছে। তার সঙ্গে অন্যের বিবাহ হবে, এতে, তার সর্ব্বনাশ হবে, আপনার অধর্ম্ম হবে। আপনার বন্ধুকে বলুন, বালিকার মিনতি রাখুন। আপনার বন্ধুর অতি উচ্চ প্রাণ, জান্‌লে কখনো এ অনিষ্ট ঘটতে দেবেন না।

পুর। নিরঞ্জনের উচ্চ প্রাণ, তা তুমি আমার কাছে পরিচয় দিচ্ছ? এ কথা আমি জানি না? আমার জন্য সে সব পারে, সে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারে। আমি ব'ল্লে সে সমুদ্রে

ভেসে যেতে প্রস্তুত। তুমি জান না, আমি তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আমার মলিন মুখ দেখ্‌লে সে দশদিক অন্ধকার দেখে, ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, ক্রীতদাসে যেমন মন যোগায়, সেইরূপ আমার শুশ্রূষা করে;—এই বন্ধুর প্রাণে আমি আঘাত দেব?—একজন স্ত্রীলোকের জন্য এই বন্ধুকে আমি পর কর্‌বো?—কখনো না—কখনো না—প্রাণ থাক্‌তে না! আমি মরি মলুম, মাধুরী মরে মরুক, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হোক, সংসার ভেসে যায় যাক্, নিরঞ্জন সুখে থাকুক।

গঙ্গা। বুঝ্‌লেম—অবলা অকুলে ভাস্‌লো।

পুর। তুমি যাও, আর সে কথা তুলো না। মাধুরীকে মনে হ'লে আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি কর্ত্তব্য ভুলে যাব, বন্ধুকে ভুলে যাব, আমি কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার কর্‌বো, আমি নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশ কর্‌বো। যাও—যাও!

গঙ্গা। এর অধিক আর কাপুরুষত্ব কি কর্‌বেন?

পুর। তিরস্কার কর, যত পার তিরস্কার কর, তারে তিরস্কার ক'র্‌তে ব'লো। ভেব না—ভেব না—আর এ পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। আমি প্রাণত্যাগ ক'রে তার হৃদয়ের কণ্টক দূর কর্‌বো। আমি ম'লে সব কণ্টক দূর হবে, দু'দিন বাদে সকল স্মৃতি লোপ হবে, নিরঞ্জনকে নিয়ে সে সুখে থাক্‌বে। [ পুরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। আমিই সর্ব্বনাশের মূল! কি উপায় কর্‌বো!—কেন দু'জনের মিলন করে দিয়েছিলেম। আমি রাজা উদয়নারায়ণকে কি জানাব? কি ফল হবে—আমারই প্রাণবধ হবে! জান্‌লেও এ বিবাহ রদ হবে না। পুরঞ্জন এর না উপায় ক'র্‌লে উপায় হবে না। [ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

### পুষ্প-বাটিকা।

( রঙ্গলাল ও নিরঞ্জন )

রঙ্গ। তোমার কিছু গাঢ় প্রণয়!—প্রেম হ'তে না হ'তে বিরহ যন্ত্রণা! এই তো তোমার বাপও বিবাহ দিতে রাজী হ'য়েছেন, আর উদয়নারায়ণ তো,—"খ্যাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা," তোমার বাপের কথা বজায় রেখে, তোমাদের কুল-প্রথামতে অতবড় একটা মানী লোক হ'য়ে, ক'নে ঘাড়ে ক'রে তোমাদের দেশে বিবাহ দিতে আস্‌ছে, এখন আর দুর্ভাবনা কেন?

নির। দুর্ভাবনা কিসের?

রঙ্গ। দুর্ভাবনা কিসের? বাগাড় দুর্ভাবনা চলেছে! এতেও যদি তোমার না ভোরপুর হ'য়ে থাকে, তোমার পীরিতকে দুশো ছেলাম!

নির। আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

রঙ্গ। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লম্ফঝম্প—প্রেমের অঙ্গ এ সব ত আছেই,—এ সব তো আর নূতন নয়।

নির। দেখ, পুরঞ্জনের মনে কি হয়েছে,—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যে বাল্যাবধি আমার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সে যেন ইচ্ছা ক'রে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে। সদাই অন্যমনক, সদাই মলিন বদন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, আমাদের সঙ্গ ছেড়ে নির্জ্জনে নদীর ধারে গিয়ে ব'সে থাকে।

রঙ্গ। ওর বাড়ীর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই তো?

নির। এই তো আমোদ ক'রে বাড়ী থেকে এলো।

রঙ্গ। হ'য়েছে, রোগের লক্ষণ আমি বুঝেছি। এখন মনে পড়্‌লো, তোমার সঙ্গে রাজসাহী বরা শীকার ক'র্‌তে গিয়েছিল।

নির। তাতে কি?

রঙ্গ। পীরিতে পড়েছে আর কি!

নির। কিসে জান্‌লে?

রঙ্গ। ও একলষেঁড়ে চাল প্রায়ই পীরিতের লক্ষণ।

নির। না না,—পীরিতে পড়বে কেন?—বরাবরই তো জানিস, তার বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছা নাই, আর কিছু হ'য়েছে।

রঙ্গ। কেন, তোমারও তো বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তারপর রাজসাহী হ'তে এসে পীরিতে একেবারে লাট্টু হ'য়ে গেছ। উনিও রাজসাহী গিয়েছেন, শীকারেও ফিরেছেন, তোমার মত দৈববিপাক বশতঃ কোন কামিনীর কুঞ্জে গিয়ে পড়্‌বার আপত্তিটে কি? তারপর শীকার কর্ত্তে গিয়ে, তোমারই মতন শীকার হ'য়ে এসেচেন।

নির। দ্যাখ্‌ তোর কথাটা আমার এক রকম লাগ্‌ছে। আমি যখন রোজ সন্ধ্যাবেলা গোপনে মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যেতেম, ও-ও কোথা যেতো। আমি আগে ফিরে আস্‌তুম, কোন কোন দিন সে আগে ফিরে আস্‌তো।

রঙ্গ। তারপর তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌তে,—"এই এ দিকে একটু বেড়িয়ে এলেম," সেও বল্‌তো,—"এই ও দিকে একটু বেড়িয়ে এলেম," পরস্পর কেউ কারে কিছু ভাঙ্গ্‌তে না।

নির। তুই খুব বিদ্বান আমি শুনেছি, কিন্তু তোর এমন যে হাত-গোণা বিদ্যা আছে, তা আমি জান্‌তেম না। দ্যাখ, এখন আমার মনে পড়্‌ছে, আমিও যেমন কখন বেরুই কখন বেরুই কর্‌তেম, ও-ও তেম্‌নি কখন বেরুই কখন বেরুই ক'র্‌তো। আর আমিও যেখানে মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যেতেম, ও-ও বোধ হয় তার কাছাকাছি কোথায় যেতো। হুঁ—ঠিক!—বোধ হয় সেই বাড়ীতেই কার সঙ্গে দেখা কর্ত্তো;—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হ'চ্ছে—ঐ-ই বটে। একদিন গুপ্তদ্বার দিয়ে

বেরুতে দেখেছি,—অন্ধকারে আমি ভাল ক'রে ঠাওরাতে পারি নাই। আর মাঝে মাঝে ঐ পথে দেখা হতো। আমি ওরে দেখেও দেখ্‌তেম না, পাশ কাটিয়ে চলে যেতেম।

রঙ্গ। তুমি একা পাশ কাটাতে না, ও-ও পাশ কাটিয়ে সরতো। তুমিও যেমন দেখেও দেখ্‌তে না, ও-ও তেমনি দেখেও দেখ্‌তো না। এবার ঠিক ধরেছি, পীরিতে পড়েছে।

নির। আচ্ছা, তুইও কেন পীরিতে পড়্‌না,—তুই একা কেন ফাঁকে পড়িস্?

রঙ্গ। র'সো, প্রেমতীর্থ রাজসাহী একবার ভ্রমণ ক'রে আসি। রাজসাহী তো নয়—বোধ হয় ঐখানে প্রমীলার পুরী ছিল; দেখ্‌ছি—প্রেমের বাগান; দু'দুটো বয়ারকে প্রেমে জর-জর ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

নির। নে, তুইও একটা দেখে শুনে পীরিতে পড়্।

রঙ্গ। ও দেখে শুনে কি আর পড়ে?—পড়্‌বো যখন হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়বো।

নির। আচ্ছা, তুই বে ক'র্‌বি নে?

রঙ্গ। বে ক'র্‌বো না বলবো, যখন মেয়েমানুষ-বংশ নির্ব্বংশ হবে, কিম্বা যখন কণ্ঠ-শ্বাস হবে। নইলে তোমাদের মত তাল ঠুকে পালোয়ানী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে কার কুঞ্জে গিয়ে সেঁধুবো, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাক্‌বো, আর সরল প্রাণে তিন পাক দে গাঁট দেবো।

নির। সে কি, প্রেমে নূতন জীবন হয়, তা জানিস্? সে দিন গান গাইলে শুন্‌লি নি,—"পীরিতে গজায় নূতন প্রাণ।"

রঙ্গ। পুরণো প্রাণে এখনও একটু দরদ আছে, প্রেমের ভুঁটকো চারা সখের হৃদ-বাগানে পুঁত্‌তে চাই নি।

নির। প্রেম ভুঁটকো?—কে তোরে বিদ্বান বলে, তুই মূর্খ প্রেমে প্রাণ উদার করে তা জানিস?

রঙ্গ। এই যেমন উদার প্রাণ তোমরা দু'জনে হয়েছ। বাবা, আমি ঢের দেখেছি, যেই একটী মাগী জুটলো, অমনি লুকোচুরী আরম্ভ হ'লো, বন্ধুত্বের গয়ায় অম্‌নি পিণ্ডি প'ড়্‌লো, মনের দ্বারে অম্‌নি বিধুমুখী চাবী দিলেন। আপনা হ'তেই বোঝ না,—একআত্মা—একপ্রাণ—দুই বন্ধুতে শীকারে গেলে, তার পর বিধুমুখীদের পাল্লায় প'ড়ে, মনের দোরে আগড় দিয়ে জুদো হ'য়ে এলে, প্রেমের কথা কেউ কারেও ভাঙ্গ্‌লে না।

নির। আমি যে ভাই ক্রুটেগিরি ক'রে ভাঙ্গিনি তা নয়, আমি ওরে ভয় ক'র্‌তুম। ওর বড় পট্‌পটানি জানিস তো, মেয়ে মানুষের মুখ দেখ্‌তে নাই বল্‌তো; কি জানি উপদেশের লম্বা এক ছড়া আউড়ে দেবে, তাই বলি নাই।

রঙ্গ। ও-ও উপদেশের ভয়ে তোমায় ভাঙ্গে নাই, তা জেনো। তুমিও কি কম পালোয়ানী ক'র্‌তে, তুমিও যে কতবার বল্‌তে, "মেয়ে মানুষের ছায়া মাড়াতে নাই!" তোমারই মুখে শুনেছি, "মেয়ে মানুষের পাল্লায় প'ড়ে, দশরথ রামকে বনে দিলেন, কৃষ্ণ গয়লার ভাত খেয়ে বাঁশী বাজালেন—তারপর বিধুবদনীর পায়ে ধ'রে আমানী-ঝোঁমানী কাঁদ্‌লেন!"

নির। দ্যাখ দ্যাখ, পুরঞ্জন আমাদের দেখে স'রে যাচ্ছে, আজ ওরে চাপাচাপি ক'রে ধ'র্‌তে হবে। দেখ্‌তে পেয়েছি হে—দে'খ্‌তে পেয়েছি, পালাচ্ছ কোথায়?

( পুরঞ্জনের প্রবেশ। )

পুর। এঁ্যা—তোম্‌রা হেতায়?

রঙ্গ। আমি ভাই পালাবো পালাবো কর্‌ছিলুম, ভাব্‌ছিলুম কোন নদীর ধারে গিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বো, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়ে না, ও ওর প্রেমের কথা ব'ল্‌ছে।

পুর। কেন, নদীর ধারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে কেন?

রঙ্গ। কেন? রাজসাহী যে তোমাদের একচেটে ইজারা তা তো নয়; আমিও শীকার ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। তোমাদের মতন আমারও এক জমীদারের বাড়ীতে হোরির নিমন্ত্রণ হয়। সেইখানে হোরি খেল্‌তে খেল্‌তে বাগানে তোমাদেরই মতন এক নাগরীর সঙ্গে দেখা; তার কি রূপ কি গুণ! চকোর খেতে মুখে চাঁদ এসে নাব্‌ছে, মৃণালের মত সরু সরু কাঁটাওয়ালা দুই ভুজ, হাত দু'খানি সহস্রদল পদ্ম ফুটে রয়েছে, আর পদ্মপাতার মতন ঘোরালো দুই চক্ষু—তাতে আরক্ত আভা, সদ্য যেন ছাগল কেটে রক্ত দিয়েছে! কম্বুকণ্ঠী বামা পোঁ পোঁ মধুর ধ্বনিতে যেন আরতি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি অম্‌নি অনিমিষ নয়নে লাল দুই ত্যালাকুচা অধরে কোকিলের মত শাঁস খাবার জন্যে অধীর হলেম;— এখন সেই ত্যালাকুচো অধর-শাঁসের বিরহে আমার কোকিল-প্রাণ নিরিবিলি কোন্ নির্জ্জন কুঞ্জে কু-কু ক'র্‌বে ভাব্‌ছে।

পুর। তুই নেহাত বেল্লিক, কে বলে তুই লেখাপড়া শিখেছিস।— কবিরা মৃণালভুজ, কম্বুকণ্ঠী, বিম্বাধর, করকমল, মুখচন্দ্র ব'লে বর্ণনা করে, তাই তোর ঠাট্টা হচ্ছে, তুই নেহাত বেরসিক।

রঙ্গ। ব্যস্—রাজসাহী বেড়িয়ে এলেম, আবার বেরসিক! প্রাণে কবিতার লহরী খেলছে!

ভ্রমণ করিনু সখা, রাজসাহী বিমল আকাশে,<br>
পুরাতন কেশজাল তার ছিল জাগিয়া বসিয়ে,<br>
লম্ফ দিয়া ধরিল আমায়—সুপ্রবীণা সে নাগরী,<br>
মরি, হৃদয়ে কৈল বিদ্যুৎ গর্জ্জন!

নির। আঃ চুপ কর। পুরঞ্জন, তোমার কি হয়েছে?

পুর। সে কি হে, কি হবে?

নির। কেন ভাই, আমাদের কাছে গোপন কর কেন? তুমি বন্ধ

আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েছে। এই জিজ্ঞাসা কর, রঙ্গলালকে আমি এই কথা বল্‌ছিলুম। দু'দিন বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌লে না, আমার কাছে ছুটে এলে। কিন্তু আমি যখন পরিচয় দিলেম যে রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হ'য়েছে, তুমি যেন কি রকম হ'য়ে গেলে। এ বিবাহে কি তোমার অমত?

পুর। না না, তুমি তারে ভালবাস, সে যদি তোমায় ভালবাসে, তা হ'লে আমার অমত ঠাওরাও কেন?

নির। তোমায় তো বলেছি, সে ভালবাসে কি না জানিনে, কিন্তু আমি তারে যেদিন অবধি দেখেছি, সেদিন হ'তে তারে আমি ভুলি নাই। কিন্তু বল, যদি তোমার অমত হয়, আমি প্রাণ ছিঁড়ে ফেলে দেব, তোমার অমতে আমি কোন কার্য্যই কর্‌বো না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। পুরঞ্জন, আমি ভুলি নাই, যে জিনিস তোমার মিষ্ট লাগ্‌তো, সেই জিনিস তুমি আমায় দেবার জন্য তুলে রাখ্‌তে; আমি পড়া বুঝ্‌তে পার্‌তেম না, তুমি আমায় শিক্ষা দিতে; তোমার শিক্ষায় আমি অস্ত্রবিদ্যায় দেশবিখ্যাত। বাল্যকালে আমার প্রায়ই উৎকট পীড়া হতো, তুমি জীবন উপেক্ষা ক'রে আমার শুশ্রূষা কর্‌তে। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে বিদেশে আমার কাছে থাক্‌তে ভালবাস। তুমি বল', এ বিবাহে কি তুমি অসম্মত?

পুর। না না, কেন তুমি এ কথা মনে কচ্ছ? তুমি আবার কি ভাব্‌বে—আমার শরীর বড় অসুস্থ—কে জানে, কেন এমন হয়েছে;—আমার অমত নয়—আমার অমত নয়!—আমি ভাই চল্লুম, কতকগুলা পত্রের জবাব দিই নাই, জবাবগুলো দিতে হবে, আমি চল্লুম। [ প্রস্থান।

নির। কেমন হয়েছে দেখ্‌লি?

রঙ্গ। আচ্ছা বলছি। তোমরা দু'জন রাজসাহী গেলে, তুমি ডাল নুইয়ে ধ'র্‌লে, রূপসী ফুল পেড়ে নিলেন, তারপর উদয়নারায়ণ তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল, সে দিন হোরি, তোমরা দু'জন রইলে, তারপর?—

নির। তারপর তো বলেছি, ভাং খেয়ে গায়ে ফাগ দেওয়াদেয়ি ক'র্‌লেম, তারপর নেশার ঝোঁকে অন্দর মহলের উপবনে গিয়ে পড়ি, দেখ্‌লেম, ওড়নাতে ফাগ নিয়ে, ফাগে সর্ব্বশরীর লাল, একটী যুবতী দাঁড়িয়ে।

রঙ্গ। তিনি সেই রূপসী, যিনি তুমি ডাল নুইয়ে ধরেছিলে, তিনি ফুল পেড়ে নিয়েছিলেন। তারপর?—

নির। আমি সম্মানের সহিত তার গায়ে ফাগ দিলেম, যুবতীও হেসে আমার গায়ে ফাগ দিলে। এমন সময় কে একজন "মাধুরী মাধুরী" বলে ডাক্‌লে, সে অমনি চলে গেল।

রঙ্গ। তাইতে বুঝ্‌লে, যুবতীর নাম মাধুরী।

নির। হ্যাঁ, তারপর অনুসন্ধানে জান্‌লেম্, মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা।

রঙ্গ। মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যারে দেখেছ, তার নাম মাধুরী কিনা ঠিক জান? সে যুবতী মাধুরীর কোন সখীও তো হ'তে পারে?

নির। না না, আমি যারে দেখেছি, সেই মাধুরী। তার পরিচ্ছদ, চালচলন সব রাজকুমারীর ন্যায়। উদয়নারায়ণের একটী বই কন্যা নয়। তবে সে যদি মাধুরী না হয়, তবে অমন সুন্দরী সুবেশা রমণী, উদয়-নারায়ণের অন্তঃপুরে আর কে হবে?

রঙ্গ। বুঝ্‌লেম তোমার রোগ এইখানে ধ'র্‌লো। তারপর একটু স্মরণ করো,— তুমি যখন নেশায় মেতে হোরি খেলতে লেগে গেলে, তখন বোধ হয় বুদ্ধিমান পুরঞ্জনও হোরি যুদ্ধে মেতেছিলেন?

নির। না, সেদিন যে, ও কোথায় ছিল, তা আমি জানি নে। সে রাত্রে দেখাও হয় নাই। পরদিন প্রাতে শুন্‌লেম বড় নেশা হয়েছিল, রাজবাড়ীতেই ছিল।

রঙ্গ। দেখ তুমি ঠিক জেনো, ঐ বাড়ীতে তিনিও কোথায় হোরি খেলেছেন।

নির। তারপর ?

রঙ্গ। কালসাপ বুকে কাম্‌ড়ে দিয়েছে আর কি ।

নির। তোর সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গেছে নাকি ?

রঙ্গ। ও ভাঙ্গ্‌বার কথা নয়। এমন হৃদ্‌বন্ধু অতি বিরল, যিনি প্রেমের কথা ভাঙ্গেন !

নির। তোর কি ঠিক বোধ হয়, কারও প্রেমে পড়েছে ? তা যদি হয়, আমি সে কথা বার ক'রে নিচ্চি।

রঙ্গ। সে বল্‌বে না।

নির। কি, আমায় বলবে না ? আমার সঙ্গে কপটতা ক'র্‌লে, তার সাম্‌নে আমি বুকে ছুরি দেব না ! আমায় বিমর্ষ দেখ্‌লে সে অধীর হয়, তা তো তুই জানিস্ !

রঙ্গ। আচ্ছা মনে কর, যদি সেই মাধুরীই ওর গায়ে ফাগ দিয়ে থাকে, অম্‌নি ক'রে হেসে চলে গিয়ে থাকে ?

নির। সে কি ? তাও কি হয় ?

রঙ্গ। হ'বার তো বিশেষ আপত্তি দেখ্‌ছি নে। বোঝ, আমোদ ক'রে দেশ থেকে তোর বাড়ী এলো, বের কথা শুনে আমোদ ক'র্‌লে,—তারপর যেই শুন্‌লে উদয়নারায়ণের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, অমনি মাথা ধর্‌লো, ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়, তোর সঙ্গে দেখা করে না। এদিকে রাজসাহীতে তুমিও যেদিকে মাধুরীকে খুঁজ্‌তে, সেদিকে তার দেখা পেতে ; আর চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, কথা শুন্‌তে পার্‌লে না, মুখ কেমন হ'য়ে গেল, শরীর অসুখ, বাড়ীতে চিঠি লেখার ধুম পড়লো ;—এদিকে যাচ্ছিলেন নদীর ধারে !

নির। এঁ্যা এঁ্যা! তোর কথা আমার সত্যি বোধ হচ্চে। তা হ'লে কি হবে?

রঙ্গ। হবে আর কি,—যখন এক সর্ব্বনাশী এসে মাঝখানে জুটেছেন, তখন বন্ধুবিচ্ছেদ, মনোকষ্ট, এই আর কি! শেষ তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক্‌বে, ও ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাবে। মুখ দেখা-দেখিটী পর্য্যন্তও থাক্‌বে না;—আর ছুরিছোরাও যদি চলে যায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হবো না। ইস্, তোমার ভাব ঘোরাল হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি! একটা কিছু কেলেঙ্কার বাধাবে।

নির। তুমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার?

রঙ্গ। ধর, কর্‌লুম। আর ধরে নাও, সে সব মনের কথা খুলে বল্‌লে। জানা গেল, যে ঐ মাধুরীই তার বুকে ছুরি মেরেছে।

নির। তা যদি সত্য হয়, আমি মাধুরীকে চাইনে, ওর সঙ্গেই বে দেবার চেষ্টা পাব। মাধুরী যেমন সুন্দরী, তার যোগ্য আমি নই, পুরঞ্জনই তার যোগ্য।

রঙ্গ। বিবাহ তো দেবে,—তারপর বনগমন ক'র্‌বে বাসনা ক'চ্ছ? তোমার উঁচু প্রাণ, লম্বা চওড়া ঝাড়ছো বটে, আর যে ক'র্‌বে—তাও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তারপর ঘরে টেঁক্‌তে পার্‌বে না চাঁদ, প্রাণ হু হু ক'র্‌বে! আর যদি সত্যি পীরিতে পড়ে থাক, সে ছিনে জোঁক—ছাড়বে না। ভুল্‌বো মনে ক'র্‌লেই মানুষ যদি ভুল্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে দুনিয়ায় মেয়েমানুষের গোলামত্ব কেউ কর্‌তো না, এই তোরে পাকা বল্‌লুম। ও প্রেম কাঁটালের আটা, এখনও এমন তেল বেরোয় নি, যাতে ও আটা ছড়ায়।

নির। হুঁ!

রঙ্গ। এই দেখ না, এখন হ'তেই "হুম-হাম" আরম্ভ।—একটা কথা শুন্‌বে?

নির। কি ?

রঙ্গ। যদি এক রূপসী উভয়ের প্রাণ হয়ে থাকেন, তবে উভয়েই প্রেমে ইস্তোফা দাও। অমন দোনাড়া ধনী কেউ ঘরে এন' না।

নির। তুমি ঠিক বল', জীবন সমস্যাপূর্ণ!—আমার জীবনে এই প্রথম সমস্যা। [ উভয়ের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### উদ্যানসংলগ্ন নদীতীরস্থ পথ

( পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন )

নির। হেরিয়ে তোমায় মম উদ্বাহ সময়,
হয়েছিল কি আনন্দে পূর্ণিত হৃদয়—
কথায় কি কব—
বুঝ তুমি আপনার মনে।
কিন্তু হরিষে বিষাদ,
বিবাহের সাধ
আর মম নাহি পুরঞ্জন!
হেরি তব দিবা-নিশি মলিন বদন,
দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন;
তব প্রফুল্ল নয়নে
নাহি সে আনন্দ ছবি।
প্রাণ সম মাধুরী আমার।
কিন্তু হেরি তোমার এ দশা,
প্রেমের পিপাসা নহে আর বলবতী।

যারে করি ধ্যান, ধরা মম স্বর্গ হ'ত জ্ঞান,
সে ছবি বিষাদপূর্ণ আজি।
বিষণ্ণ তোমারে সখা হেরি
মাধুরীর নাহি সে মাধুরী,
বল ভাই, এ ভাব কি হেতু তব?
এ জীবনে প্রিয় বস্তু যা আছে আমার,
সকলি অসার,
এ দশা তোমার আর সহিতে না পারি।
মনোভাব কি হেতু গোপন কর?
জান তুমি, যদি তব হয় প্রয়োজন,
এ জীবন বিসর্জ্জন দিব অনায়াসে!
বল বল, কেন তব হেন দশা?

পুর। তুমি চির-আনন্দ আমার,
দুই দেহ তুমি আমি এক প্রাণ।

নির। তবে কেন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশে হতাশ?
তবে কেন সজল নয়ন,
অবিশ্বাস কি হেতু আমায়,
মনের কপাট নাহি খোল?
যেবা প্রয়োজন,
বিষাদের যে হয় কারণ,
করি জীবন অর্পণ,
মোচন করিব তাহা।
কপটতা করো না আমার সনে!

পুর। কেন হে বিষাদপূর্ণ করিব তোমায়!
যে পীড়ার নাহিক উপায়,

শুনি তব বেদনা বাড়িবে,
উপায় না হবে ;
জানালে বাড়িবে জ্বালা না হবে নির্ব্বাণ।

নির। সন্দেহ কি জন্মেছে হে বন্ধুত্বে আমার,
যেই হেতু যত্নে কর হৃদয় গোপন ?
পর কি হয়েছি এতদিনে ?
খেলিতাম বালক যখন,
হ'লে কোন বিষাদ কারণ.
ছুটিয়া আসিয়ে,
গলা ধরে কহিতে আমারে ;—
তবে কি হেতু এ কপটতা আজি !
ভেবেছ কি মনে,
বাল্যবন্ধু তব ভুলিয়াছে পূর্ব্ব ভালবাসা ?
বাল্যক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ,
জীবন উৎসর্গ পরস্পরে,
আজি কিহে তার ভাবান্তর ?
প্রাণান্তরে সম্ভব তো নয় !
হেন কুটিলতা কি হেতু জন্মিল তব মনে !
দেখেছ কি কভু মম কুটিল আচার ?
কুটিলতা করি হেন হয় যদি মনে,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
অন্তরের অভ্যন্তর দেখাব তোমায় !
বিচ্ছেদ আশঙ্কা মম বাজ সম বাজে।
তোমা বিনা কে আছে আমার !

পুর। হ'য়েছে হৃদয়ে তব প্রেমের সঞ্চার।

মাধুরী তোমার করিয়াছে প্রেমে প্রতিদান।
কেন প্রাণ করিবে শ্মশান
শুনিয়ে হৃদয়-ব্যথা মম।

নির। বল,' নহে বুঝে যাই
বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ এতদিনে।
ভাই ভাই, আত্মঘাতী করিবে আমায়?

পুর। না জান না জান সখা,
কিবা অস্ত্র ধরি এ জিহ্বায়,
ছিন্ন প্রাণ হবে এক ঘায়!
কর সম্বরণ, জেনো না কারণ,—
উদ্গারিতে দারুণ অনল
করো না হে অনুরোধ।
ভস্ম হবে, ভস্ম হবে দুর্জ্জয় গরলে।

নির। চাহ যদি দেখিতে মরণ—
করহ গোপন,
নহে জানাও বেদনা তব।

পুর। ভাই, বিষম সঙ্কট!

নির। হা রঙ্গলাল, সত্য তব অনুমান!
নিদারুণ প্রেমের মমতা,
বুঝেও না বুঝে মন!
খুলিয়াছে মমতার আবরণ।

পুর। কি কি?

নির। পুরঞ্জন, প্রবঞ্চনা করো না আমার সনে,
বুঝিয়াছি কি পীড়া তোমার।
করো না গোপন,

বান্ধব তোমার আমি,
মুগ্ধ তুমি মাধুরীর প্রেমে—
সে তোমার প্রেমে বাঁধা।
দিও না হে মনে স্থান
হেন হীনপ্রাণ বন্ধুর তোমার—
বিচ্ছেদ ঘটিবে তোমা সনে
সামান্য নারীর তরে।
শপথ তোমার,
তব প্রণয়িণী আজি হ'তে আমার ভগিনী,
বান্ধব-রমণী আদরিণী।
তুমি যোগ্য তার!—
মিলন হেরিয়ে আমি জুড়াব জীবন।

পুর। একি একি, নিরঞ্জন!
কেন দাও আত্ম-বিসর্জ্জন?
ভালবাস তুমি তারে,
সে বিনা হইবে তব জীবন শ্মশান।
বন্ধু হ'য়ে বুকে ছুরি হানিব তোমার!
ছি ছি, ব্যথা আর দিও না আমায়।
সত্য ভালবাসি তারে,
ভুলে যাব দিন দুই পরে।
কিন্তু যদি ভুলিতে না পারি,
এলো গেলো কিবা তাহে।
তোমা হেতু জীবন অর্পণ,
ভার নহে জান তুমি!
ভালবাস তারে।

যদি না হয় মিলন,
তিক্ত হবে সংসার তোমার।

নির। রূপমোহে মুগ্ধ মন,—
প্রণয়ে আবদ্ধ নহি তোমা সম!

পুর। ভাল নাহি বাস তারে?
উদ্বাহের কথা মোরে কহিলে যখন,
অন্তরের প্রেম তব দেখেছি নয়নে,
শুনিয়াছি বচনে সে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ছিলে তুমি আনন্দে বিভোর।
আজি হের দর্পণে বদন,
নাহি সে আনন্দ ভাব—
অন্তর-মালিন্য দেয় পরিচয় মুখে।
করি তারে ত্যজিবারে পণ,
রসহীন করো না জীবন।
তব সুখের জীবনে দুঃখের কারণ
কি হেতু করিতে চাহ সুহৃদে তোমার!
দেহ বিদায় আমায়,
দেশে যাই চলে,—
দিন দু'য়ে যাব সব ভুলে।

নির। দ্বিচারিণী পত্নী কি করিবে মোরে দান?
এই কি হে বন্ধুত্ব তোমার?
তোমার রতন করিব গ্রহণ,
বন্ধুর কি এই উপহার?

পুর। কেন, কিসে দ্বিচারিণী?
হয় নাই উদ্বাহ আমার সনে।

নির। কহ সত্য,
লুকায়ে রেখ' না কথা,
দোঁহে দোঁহা প্রেমে বাঁধা বুঝেছি নিশ্চিত।
পুর। শুন তবে স্বরূপ ঘটনা।
হোরি খেলা হয় যেইদিন,
নর্ত্তকী জনেক,
লয়ে গেল মাধুরী সদন।
সেথা পরস্পর হলো বাক্যালাপ।
কিন্তু বাসে বা না বাসে ভাল,
স্থির আমি না জানি অত্যাপি।
বলেছিল বাসি ভাল,
কিন্তু বিদায়ের দিনে
দৃঢ়পণে কহিল আমায়—
'তোমারে বাসি না ভাল'।
শপথ তোমার—
সন্দেহের ছায়া প'ড়ে র'য়েছে হৃদয়ে।
নির। যাইতে কি নিত্য তার পাশে?
বিদায়ের কালে
পুন আসিবারে অনুরোধ করিত রূপসী?
পুর। হাঁ, কিন্তু কে বোঝে নারীর মন!
নির। কারে কহ ভালবাসা?
পূর্ব্বরাগে হয় সত্য সন্দেহ সঞ্চার,
মনে হয় বাসে বা না বাসে ভাল।
কিন্তু তুমি বুঝহ লক্ষণ,
অবহেলি কলঙ্কের ডর,

গোপনে আনিত নিত্য নির্জ্জন আলয়।
কেন? কিবা অভিপ্রায়?
নহে কি এ প্রেমের লক্ষণ?

পুর। তুমি কিন্তু বলেছ আমায়,
দাঁড়াইত তব প্রতীক্ষায়।

নির। ভ্রম মম,
প্রতীক্ষায় থাকিত তোমার।
কর অঙ্গীকার, গ্রহণ করিবে তারে।
নহে শুন স্বরূপ বচন,
শেষ দেখা তোমায় আমায় আজি।

পুর। কহ যাহা সম্ভব কি রূপে?
তব কুলপ্রথা মত,
কন্যা লয়ে আসে রাজা উদয়নারা'ণ।
সম্বন্ধ তোমার সনে,
মোরে কেন করিবে অর্পণ?
লোকে কিবা কবে,
দেশে দশে কুরব রটিবে,
এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব!
বিশেষতঃ জানিনি নিশ্চয়,
নহে তব প্রেম-পিপাসিনী।
ক্রীড়াচ্ছলে হয় তো বা ডাকিত আমায়,
অসম্ভব নয়,
বালিকা সে নির্ম্মল হৃদয়,
বোঝে নাই পরিণাম।

নির। বিশ্বাস যদ্যপি তব থাকে মম ভাবে,

যন্ত্রণা সয়ো না আর।
প্রেমাধিনী সে রমণী তব।
মনে মনে বুঝ নিজ মন,
সরল অন্তর নাহি করে কপটতা।

পুর। কহ ভাই, কিরূপে প্রবোধ দিব মনে
ছিন্ন করি তোমার হৃদয় ?

নির। মম মমতায় কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ,
ভাসায়োনা অকুলে বালায়।
মন-প্রাণ অর্পেছে তোমায়,
বরি মোরে হবে দ্বিচারিণী।
আমিও বা কিরূপে তাহারে লব গৃহে ?
তুমি যদি কর পরিহার,
কি উপায় আছে তার আর।
হিন্দু-নারী অকুলে ভাসিবে,
নহে ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
জেনে শুনে হেন আচরণ
উপযুক্ত নহে তব।

পুর। সত্য যদি হয় এ সকল,
ভাল যদি বাসে সে আমায়,
সম্মত কথায় তব আমি।
কিন্তু মম সনে বিবাহ তাহার
কেমনে হইবে ?

নির। আমি তার করিব উপায়।

পুর। কি উপায় ?
পিতারে তোমার কহিবে এ বিবরণ ?

নির। ক্ষতি কিবা ?

পুর। না না—

কলঙ্ক রটিবে তার ভুবন ভরিয়ে।
গোপনে সে লয়ে যেত নির্জ্জন আবাসে,
লোকে শুনে কি বলিবে !
একে আছে কলঙ্ক মাতার তার,
তার পর এ ঘটনা হইলে প্রচার,
বেশ্যাসুতা—বেশ্যাধিক কহিবে সকলে।
সে যদি না জানাত বারতা,
তনুত্যাগে এ কথা না কহিতাম কারে।
মিনতি তোমায়,
জানাইও না জনকে তোমার।

নির। মাধুরীর কলঙ্কে তোমার ডর !

আশঙ্কায় প্রকাশে হৃদয়-অনুরাগ,
ভালবেসে বুঝিয়াছি আতঙ্ক প্রেমের।
রহ নিশ্চিন্ত হৃদয়,
আমি করিব উপায়,
এস ভাই,
সখারে করহ আলিঙ্গন। [ আলিঙ্গনান্তে উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

### শিবিরাভ্যন্তর।

( মাধুরী )

মাধুরী।— ( গীত )

ফের হে দিনমণি !
যেও না কলঙ্ক ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী ॥
সহ তম-সহচরী, আসে নিশা নিশাচরী,
যেও না তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী ॥
ছায়া হেরি ধরা পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হরি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়মণি ॥
পরি পুন হেমভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অনুতাপ-ফণি ॥

মাধুরী। এই তো সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, রাত্রি এলো, আমারও বলিদানের সময় হ'ল। যে দিন গেল, আর ফিরবে না, সে ছেলেখেলা ফির্‌বে না, সে চঞ্চলতা ফির্‌বে না, সে মনের সরলতা ফির্‌বে না! দিনদেব, আজ তোমার সঙ্গে সব অস্ত গেল! আজ নির্ম্মলা দেখ্‌ছো, কাল প্রাতে হেসে হেসে যখন উদয় হবে, দেখ্‌বে, আমি আর সে নির্ম্মলা বালিকা নাই,— পরে স্পর্শ করেছে, পরের গলায় মালা দিয়েছি। আর সে সরল অকপট হৃদয় ফিরে পাব না, আর মনের কথা কেউ জানবে না। সন্ধ্যার ছায়া যেমন তোমায় ঢাক্‌ছে, কলঙ্কের ছায়া আমার অন্তঃকরণ আবরণ ক'চ্চে। আত্মহত্যা মহাপাপ কেন? কোথায় যাব? পিঞ্জরের পাখী কোথায় পালাব? দিনদেব! শুনেছি, তুমি রূপের আকর, আমায় কুরূপা কর! ঘৃণা ক'রে যেন কেউ আমায় স্পর্শ না করে। কি হবে? কে আমায় রক্ষা কর্‌বে? শেষে কি ব্যভিচারিণী হলেম!

( উদয়নারায়ণের প্রবেশ )

উদয়। হ্যাঁরে, ললিতার অসুখ হ'য়েছে শুনে, তার জন্যে বজরা রেখে এসেছিলেম। তার প্রাতে আস্‌বার কথা, কিন্তু পরিচারিকারা তারে খুঁজে পায় নাই। শুনচি ঠাকুরবাড়ীর দোর খুলে কোথায় চলে গেছে।

মাধুরী। চলে গেছে, কোথায় চলে যাবে?—চলে যাবার স্থান কোথায় আছে আমি তাই ভাব্‌চি? কোথায় লুকিয়ে আছে। বোধ হয়, অপমানের ভয়ে রাজমহলে এলো না।

উদয়। তোরে কি কিছু বলেছে?

মাধুরী। না, কিছু তো বলে নাই।

উদয়। যা হবার হ'য়েছে, আজকের কথা নয়। ভাবিস্‌নে, সে কোথায় লুকিয়ে আছে। ( সখিগণের প্রতি ) ওগো বাছারা, কি সব ক'র্‌তে হয় কর। ক'নে সাজিয়ে গুজিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখ।

[ উদয়নারায়ণের প্রস্থান।

মাধুরী। চলে গেছে? চলে যাবার স্থান আছে! রাত্রি এলো, সব ছায়াময় দেখ্‌ছি—ছায়ার সংসার দেখ্‌ছি—বিপুল ছায়া আমার হৃদয়ে পড়েছে।

( সখিগণের প্রবেশ )

সখিগণ।— গীত।

নাইতো তেমন বনে কুসুম সনে যেমন ফুটে ফুল।
মধুভরে থরে থরে আপনি মুকুল হয় আকুল॥
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে;
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা, বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল॥

[ সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন্যস্থান—অদূরে শিবির।

( নিরঞ্জন ও ললিতা )

নির। ওই দূরে নেহারি শিবির ;
এসেছে মাধুরী,
মরি ব্যাকুলা সুন্দরী,
কত ব্যথা অবলার মনে !
পিতৃপণে মিলন আশঙ্কা মম সনে ;
কিরাতের জালে বিহঙ্গিনী !
কিন্তু যবে আদরে তাহারে,
হৃদয়পিঞ্জরে
পুরঞ্জন করিবে স্থাপন।
সাধ হয় দেখিতে সে সুখের বয়ান।
নয়নে নয়নে প্রতিদান,
পুলক ঝলক সলাজ রক্তিম আভা !
যাই দূরে—
নহে দূতগণে পাবে অন্বেষণ,
লয়ে যাবে পিতার সদন।
বাক্যদত্তা,—অনুরোধ না মানিবে পিতা,
মাধুরীর সনে বদ্ধ হব উদ্বাহবন্ধনে।
শুখাবে কুসুম !
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমন
বিষাদসাগরে নিমগন হবে পুরঞ্জন।

নির্জ্জন এ স্থান,
অদ্য রাত্রি রহি লুকাইয়ে,
ফিরি প্রাতে বন্ধুরে করিব আলিঙ্গন।

ললিতা। অনন্ত অনন্ত এই স্থান,—
অনন্ত আকাশে ফোটে কত ক্ষুদ্র তারা।
অনন্ত, অনন্ত সময়—
আদি অন্ত নাহি তার।
বহিতেছে অনন্ত প্রবাহ।
অনন্ত প্রবাহে,
অনন্ত এ স্থানে,
বুদ্‌বুদের মত, কত শত ফুটেছে ললিতা,
কেবা রাখে সমাচার,
মিশে গেছে অনন্ত সময়ে।
দিন দুই জীবন-উত্তাপ,
ফুরায় সকলি, চিহ্ন তার নাহি রহে।
সময় প্রবাহে কত শত ললিতা হৃদয়ে
জ্বলিয়াছে কত তাপ,
নিভে গেছে ক্ষুদ্র হৃদাগারে,
স্মৃতি মাত্র নাহি আর তার।
নিভিবে এ জ্বালা,
ধরা রবে রয়েছে যেমন।
নিরঞ্জন!
মরণে কি হয় স্মৃতিলোপ!
না হয় না হবে,—
জ্বলে যদি জ্বলুক অনল,

জ্বলে কত শত হৃদি-মাঝে।
সহেছে সকলে,—সহিবে আমার ;—
না না আত্মহত্যা মহাপাপ।

নির। ( স্বগত ) থাকি লুকাইয়ে—
যতক্ষণ বিবাহ না হয় সমাধান।
পিতা সনে এসেছে মাধুরী,
পুরঞ্জন সনে রাত্রে মিলন হইবে
কালি গিয়া করিব দম্পতি সম্ভাষণ।
( প্রকাশ্যে ) একি, তুমি হেথা একাকিনী !

ললিতা। নিরঞ্জন !
আরো কিছু আছে কি তোমার মনে ?
বল—কি হ'লে সম্পূর্ণ হয় মনের কামনা ?

নির। কেন কেন ? পেয়েছ তো মনের মতন !
দিয়েছি তো আত্মবিসর্জ্জন,
নহি আমি পিয়াসী তোমার !

ললিতা। কতদিন সত্য অনুরাগী ?

নির। কেন ? কি বিষাদে এসেছ এখানে ?
করিয়ে যতন, মিলায়েছি তব প্রাণধনে ;
তবে কেন লো বিষণ্ণ মনে
বসেছ বিজনে ?

ললিতা। কেন তাই ভাবিয়া না পাই।
বুঝি দেখিতে তোমায়,
কি জানি, না বুঝি আপন মন।
বুঝি তোমার কারণে, এসেছি এখানে,

কে জানে—
কেন এসেছি হেতায়!
বুঝিয়াছি, কেন জান?—
যেন এ জীবনে আর নাহি দেখা হয় তোমা সনে,
নিরঞ্জন নাম, শ্রবণে না শুনি আর,
যেন স্মৃতি লোপ হয়,
যেন ভস্ম হয় নারীর হৃদয়।

নির। কি কি, কেন কর অপরাধী?

ললিতা। অপরাধী! অপরাধী নহ তুমি।
কুক্ষণে কাননে করিলাম কুসুম চয়ন,
কুক্ষণে তোমার সনে দেখা,
কুক্ষণে জনম,
কুক্ষণে এ জীবন ধারণ,—
রমণীর কুক্ষণে সকলি।

নির। কি, কি বল,—ভালবাস তুমি কি আমায়?

ললিতা। কে বলেছে ভালবাসি?
ভালবাসা নারীর লাঞ্ছনা!—
ভালবেসে কিবা ফল।
ভালবাসা! কারে বল ভালবাসা?
ভালবাসা আছে কি ধরায়?
হয় কভু চোখে চোখে দেখা,
ভালবাসা সে তো নয়।
জান তো সকলি,—
ভালবাসা, কথা অতি মধুময়।
তবে প্রতারণাময় এ ধরায়,

কথা মাত্র ভাসে, হৃদে না পরশে,
ভালবাসা—শুনিতে বলিতে সুমধুর।

নির। ধন্য নারী, ধন্য লো চাতুরী,
নারী হ'তে সকলি সম্ভব!
হৃদয় গঠন কুটিল যেমন,
তেমতি কুটিল ভাষা।
ছিঃ ছিঃ! সুখ আশা ক'রে চাহে নারীর প্রণয়।
প্রবঞ্চনা! ভুলায়েছ মজায়েছ মোরে,—
পেয়েছ যাহারে মনে নাহি ধরে,
আর কার তরে বসে আছ এ নির্জ্জনে?—
ফুল্ল উপবনে ভ্রমিতে যেমন—
মম দরশন আশে।

ললিতা। আরো কিছু করিবে লাঞ্ছনা?
তব কল্পনা প্রসর, কথা তব অতি মনোহর,
শ্রবণ জুড়ায়, হৃদয় জ্বালায়;—
শোন শোন নিরঞ্জন,
তুমি ভুলিবার নয়!
বহু যত্ন করি,
ভুলিতে তোমারে নারি!
কিন্তু যদি আর কভু তোমারে নেহারি,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় উপাড়িব দু'নয়ন;
কথা তব শুনি যদি কভু
হলাহল ঢালিব শ্রবণে।
কিন্তু মন কেমনে করিব নিবারণ,
কি ঔষধে হয় স্মৃতি লোপ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

নির। কোথা যাও—কোথা যাও ?

ললিতা। যাব, যাব ! কোথা যাব ?
নাহি হেন নির্জ্জন গহ্বর,
যথা স্মৃতি নাহি রহে সাথে !
অনন্ত আকাশব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে,
যেতে যদি পারি কোন মতে,
স্মৃতি রবে সাথে ;
হ'লে মন আত্ম বিস্মরণ,
তথাপি জাগিবে স্মৃতি ;
স্মৃতিলোপ স্বপ্নে নাহি হয় !
নিরঞ্জন, এই শেষ দেখা,—
যাই আমি যথায় দিয়েছ স্থান। [ ললিতার প্রস্থান।

নির কোথা গেল ?
এসেছিল ভ্রমণ কারণ,
ফিরিল শিবিরে।
যাই দূরে—
আমারে কি ভালবাসে ?
ছল মাত্র।
দেখা যেই দিন,
সেই দিন হ'তে, মম প্রাণ ল'য়ে করে খেলা !
[ প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

### সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ।

( উদয়নারায়ণ, সরফরাজ খাঁ ও পারিষদগণ )

উদয়। ( স্বগত ) চলে গেছে? না রাজমহলে আস্‌বে না ব'লে কোথাও লুকিয়ে আছে। চলে গেল কি? তা হ'লে তো অপমানের উপর অপমান। দু'টী মেয়ে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হলেম। কন্যা নয়—কালসর্প।

সরফ। আপনার মনে কিছু রনজ্ দেখ্‌ছি।

উদয়। না—না।

সরফ। এই যে দুই তস্‌বীর দেখ্‌লেম, আমার দেল তর হ'য়ে গেছে। কোন্‌টী আপনার লেড়কী, আর কোন্‌টি আপনার দোস্তের লেড়কী?

উদয়। এইটী আমার কন্যার,—এইটী বন্ধু-কন্যার!

সরফ। বাঃ বাঃ দুনো বরাবর! দুনিয়া ঢুঁরে নবাবের ঘরে সুন্দরী নিয়ে আসে, পদ্মিনীর কেচ্ছা শুনা, ও বহুত খুবসুরৎ ছিল, কিন্তু এ দোনোকার বরাবর নেই! বাঃ বাঃ বহুৎ খুবসুরৎ!

উদয়। দেখুন, আমার প্রতি নবাবের বড় কৃপা, আমার কন্যার বিবাহে নবাব আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতার কিছু উপহার আমি নবাবকে ছেলাম দিয়ে জানাব।

সরফ। বাঃ বাঃ দোনোই খুবসুরৎ!

( শালিগ্রামের প্রবেশ )

শালি। মহারাজ, আপনারও সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

উদয়। কি বেয়াই?—কি হয়েছে?

শালি। বৈবাহিক ব'লে আর আমায় সম্বোধন কর্ব্বেন না।

উদয়। কেন—কেন, কি হ'য়েছে? কোন অমঙ্গল তো হয় নাই?

শালি। সম্পূর্ণ অমঙ্গল। আমার পুত্র কোথা চলে গেছে, আমি উদ্দেশ পাচ্ছি নে। অকস্মাৎ সে তার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করে। আমি অসম্মত হই। সে আমায় ভয় দেখায়, সে কোথায় চলে যাবে। আমি তারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেম, কিন্তু সে কিরূপে পলায়ন ক'রেছে আমি জানি নে।

উদয়। শালিগ্রাম! ঢের হ'য়েছে, আর ভাল দেখায় না! বোধ হয় তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা এ বিবাহে অসম্মত হ'চ্ছে, তাই তুমি এ কৌশল করছো। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান। আমার বিবাহিতা পত্নীর কন্যা। যে কারণে তারে গ্রহণ ক'রতে পারি নাই, তাও তুমি জান। শালিগ্রাম, আমি তোমার দেশে বিবাহ দিতে এসেছি, এই যথেষ্ট হয়েছে, আর অপমান ক'রো না। অপমান দূরে থাক্, কুল গৌরব দূরে থাক্, কন্যার গাত্র-হরিদ্রা হ'য়েছে। আজ না বিবাহ হ'লে পূর্ব্বপুরুষ নরকস্থ হবে। শালিগ্রাম, তোমায় মিনতি ক'র্‌ছি, জোড়হস্ত ক'র্‌ছি, আমার সর্ব্বস্ব তোমার পুত্রের নামে লিখে দিচ্চি, আমার পিতৃপুরুষ নরকস্থ ক'রো না। তোমার পুত্র আন, আমি কন্যা সম্প্রদান করি। আমার কন্যাকে ঘরে নিও না, তোমার পুত্রের আবার বিবাহ দিও। আমায় রক্ষা কর! শালিগ্রাম, আমার সর্ব্বনাশ করো না! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কথার ছলে তোমার সঙ্গে কখনো বিবাদ হয় নাই।

শালি। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি ছলনা কর্‌ছি নে। আমার পুত্র যে কোথায় চ'লে গেছে, তা আমি জানিনে। দেখুন, আপনার কন্যাকে দেখ্‌তে এসে আমি মাতৃ সম্বোধন ক'রেছি, নচেৎ আমি গ্রহণ ক'র্‌তেম। আপনার জাতঃপাত হবে না। পুরঞ্জন নামে আমার পুত্রের এক বন্ধু আছে,— গুণবান, সদ্বংশজাত, তারে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন।

উদয়। তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দেবে না?

শালি। মহারাজ, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, আমার কোন দোষ নাই। অবাধ্য সন্তান, সহসা আমায় বল্লে—"আমি বিবাহ কর্‌বো না।"

উদয়। রায় সাহেব, তুমিই পত্র লিখেছিলে যে, আমার কন্যা ব্যতীত তোমার পুত্র অপর কারও পাণিগ্রহণ ক'র্‌বে না। তুমিই পত্র লিখেছিলে, যদি আমার কন্যার বিবাহ না দিই, তা'হলে তুমি পুত্রহারা হবে। তুমিই পত্র লিখেছিলে,—তোমার পুত্রে আর আমার কন্যায় হোরি খেলা হ'য়েছে। তুমিই পত্র লিখেছিলে যে,—নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে তোমার পুত্রকে বোঝাতে পার নাই—সে আমার কন্যার একান্ত অনুরাগী। এখন বল্‌চ—সে বিবাহ ক'র্‌তে অসম্মত, তুমি সৌজন্য-বশতঃ তা'কে:আবদ্ধ ক'রেছিলে, তথাপি সে কোথায় চলে গেল। রায় সাহেব, আমি যদি তোমায় এই সব কথা ব'ল্‌তেম, তুমি কি প্রত্যয় ক'র্‌তে?

শালি। মহারাজ, আমি স্বীকার কর্‌চি—'না'—কিন্তু আমি স্বরূপ নিবেদন ক'রেছি।

উদয়। ভাল! তোমার পুত্রের বন্ধু কে?

শালি। সেও আপনার অতিথি হ'য়েছিল, রাজা গোপীনাথের পুত্র। আমা অপেক্ষা সম্মানে রাজা গোপীনাথ উচ্চ।

উদয়। লোককে কি বল্‌বো, যে তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হ'লে, দায়ে পড়ে যারে হয় আমি বিবাহ দিয়েছি?

শালি। মহারাজ, কি উত্তর কর্‌বো।

উদয়। লোককে জানাব, আমার জারজ দুহিতা, তোমার দ্বারস্থ হ'য়ে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পার্‌লেম না। রায় সাহেব, এতটা অপমান করা তোমার কি কর্ত্তব্য? রায় সাহেব, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে শপথ ক'র্‌চি, আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে এই

উদয়। কি বেমামার স্ত্রী পবিত্রা। আমি লোক-লজ্জায় তারে গ্রহণ

শালি। বৈবাহিভমানে সে চলে গেছে। তোমার কুলে কোন কলঙ্ক

হবে না। তুমিও পূর্ব্ব বিবরণ জান। নিন্দুকের কথায় আমায় হীনের হীন করো না! আমি তোমার চরণ ধ'রে মিনতি ক'র্‌চি।

শালি। মহারাজ, কেন আমায় অপরাধী করেন, আমি নিরুপায়। আমি পুনঃপুনঃ ব'ল্‌ছি, আমি নিরুপায়, আমি কোন প্রকারে পুত্রের সন্ধান পাচ্ছিনে। আমি সভায় প্রকাশ ক'র্‌ছি, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হ'চ্ছে। আপনি পুরঞ্জনকে কন্যা দান করুন, আপনার কন্যা সুখী হবে। রাজা গোপীনাথের পুত্রকে কন্যা দান ক'র্‌লে আপনার অসম্মান হবে না।

উদয়। নিতান্তই আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌বেন না! তবে আর বিলম্ব নয়, আপনার পুত্রের বন্ধু কোথায়? তারে লয়ে আসুন, এখনি মাল্য বদল ক'রে বিবাহ হোক্।

শালি। কে আছিস্?

( প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী। মহারাজ!

শালি। পুরঞ্জনকে ডাক।

উদয়। ( জনৈক ভৃত্যের প্রতি ) ধাত্রীকে বল, আমার কন্যাকে ল'য়ে আসে। রায় সাহেব, আপনার পুত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে না? বড় অপমানিত হব, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হব, আমার সর্ব্বনাশ হবে!

শালি। মহারাজ, কেন আর অধিক অপরাধী করেন।

উদয়। অপরাধ তোমার নয়, আমার। কেন আমি পিতার অবাধ্য হ'য়েছিলেম, কেন আমি কন্যাকে ঘরে এনে পালন ক'রেছিলেম, কেন আমি বিষদানে তার প্রাণনষ্ট করি নাই; কেন সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ দিই নাই, কেন রাজসম্মান গ্রহণ ক'রেছিলেম, কেন আমার দুরন্ত কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেছিল! আহা বাছার কি দোষ! অবলা—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী দুহিতা! মাগো, তোর অদৃষ্টে এই ছিল, স্বপ্নেও জানি নে!

( এক দিক হইতে পুরঞ্জন ও অপর দিক হইতে মাধুরীর প্রবেশ )

উদয়। পুরঞ্জন—বাবা বাবা, তুমি আমার জাতরক্ষা ক'র্‌বে?

পুর। মহারাজ, আমি আপনার সন্তান।

উদয়। মা, এই যুবা তোমার ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌বে। নিরঞ্জনকে ভুলে যাও, ওরা চণ্ডাল। গলার হার তুমি এঁর গলায় দাও। ( মাধুরী কর্ত্তৃক পুরঞ্জনের গলে মাল্য প্রদান ) বাবা, আজ হ'তে এর সকল ভার তোমার উপর। আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম।

সরফ। বাঃ বাঃ কিয়া খুবসুরৎ! ইস্কি ওয়াস্তে জান দেনে সেকে!

উদয়। শালিগ্রাম, আমার দুর্ভাগ্য তো বটেই, হয় তো তোমারও দুর্দ্দিন নিকট। ভেবেছিলেম, বৈবাহিক ব'লে আলিঙ্গন ক'র্‌বো, বোধ হয় অস্ত্রমুখে আবার সম্ভাষণ হবে; কিম্বা তুমি আমার অস্ত্রেরও উপযুক্ত নও। তুমি হীন, তুমি হিন্দু নও, হিন্দু হ'লে হিন্দুর ধর্ম্মনাশে প্রয়াস পেতে না।

শালি। মহারাজ, আমি সত্য বলেছি।

পুর। পিতঃ, সত্যই আমার বন্ধু নিরুদ্দেশ।

উদয়। বাবা, তুমি যেরূপ উচ্চবংশ-জাত, তোমার সৌজন্যও সেইরূপ। তুমি এই চণ্ডালকে আবরণ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছ, এ হিন্দু কুলাধমের অপরাধ হরণের চেষ্টা পাচ্ছ। কিন্তু কি ক'র্‌বো, সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

সরফ। ওয়া ওয়া ক্যা খুবসুরৎ!

শালি। মহারাজ, আমি অপরাধী নই, মার্জ্জনা করুন।

উদয়। শালিগ্রাম, সাধ্যহীন কার্য্য কিরূপে কর্‌বো? যে হিন্দুর মর্য্যাদা জানে না, যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা জানে না, যে অবলার মান জানে না, তারে মার্জ্জনা করাও অপরাধ!

শালি। কি উদয়নারায়ণ, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আমি হিন্দু নই! আমি পিতৃপুরুষকে সম্মান করি না? আমি অবলার মান জানি না? তা নয় উদয়নারায়ণ, তোমার অনুমানই সত্য—আমি বেশ্যাকন্যার সহিত

কেন পুত্রের বিবাহ দিব? আমি পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য, বেশ্যাসক্ত চণ্ডালের বেশ্যাকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিই নাই! তোমার কত দম্ভ এখনই বুঝতেম। কিন্তু আমার অধিকারে এসেছ, অতিথি বলে এনেছি,—কথায় প্রয়োজন নাই—তুমি অতিথি।

সরফ। বাহবা—ক্যা খুবসুরৎ!

উদয়। দেখ যথেষ্ট হয়েছে। আবার তোমার চরণে ধর্‌ছি, স্থির হও। আমার কন্যা-জামাতার কর্ণ তোমার কুৎসিত ভাষায় কলুষিত করো না। জেনে শুনে পবিত্রা সতী স্ত্রীর উপর কলঙ্ক আরোপ করো না। তোমার অধিকার? তুমি জান না, সহস্র নবাব সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, এস্থানে উপস্থিত আছে। কিন্তু আজিকার এ কথা নয়।

সরফ। বাঃ বাঃ ক্যা খুবসুরৎ!

( অন্নদার প্রবেশ )

অন্নদা। রাজা রাজা, লুকিয়ে মেয়ের বে দেবে? আমায় জামাই দেখাবে না? বাঃ বাঃ আমার চাঁদপানা জামাই—আমার চাঁদপানা মেয়ে!

শালি। রাজা, এই যে তোমার পত্নী উপস্থিত, পত্নীর সহিত আলাপ করুন।

সরফ। ইয়া আল্লা—ক্যা খুবসুরৎ!

অন্নদা। না না, আমি ওর উপপত্নী, আমি ওর পত্নী নই। কে বলে আমি ওর পত্নী? আমার ও মেয়ে নয়। কি করলুম—মেয়ের মুখ হেঁট কর্‌লুম! কেন এলুম—কেন এলুম? আমি যাই, আমি যাই! উদয়নারায়ণ আমার পতি নয়—আমার উপপতি। [ প্রস্থান।

শালি। রাজা, ধর্ম্মের ঢাক দেশে-দেশে বাজে! আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য, আমার কুল কেন কলুষিত হবে!

উদয়। মেদিনী দ্বিধা হও! (পতনোন্মুখ ও পুরঞ্জন কর্ত্তৃক ধৃত হওন)।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

দণ্ড-ভূমি।

( শালিগ্রাম ও উদয়নারায়ণ )

শালি। উদয়নারায়ণ! আমায় সর্ব্বনাশ করেছ, আমার উদ্‌বাস্ত করেছ, আমায় কারাগারে দেবার অনুমতি নবাবের নিকট লয়েছ, এতে কি তোমার তৃপ্তিসাধন হয় নাই? আমার পুত্রের কেন আর অনুসন্ধান ক'চ্ছ? আমায় কারাগারে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সে বালক—তোমার পুত্রের সদৃশ—তারে এ নিদারুণ যন্ত্রণা দিও না।

উদয়। না না, রায় সাহেব! তুমি না আমায় দণ্ড দেবে? তোমার অধিকারে অতিথি হয়েছিলেম, তাই ক্ষমা করেছ! আমার উচ্চ মাথা হেঁট করেছ! আমার কন্যার হৃদয়গ্রন্থী ছেদ করেছ! তোমার পুত্রের সন্ধান না পেলে এর সমস্ত পরিশোধ হবে না। আমি কারো ঋণ রাখি নাই, তোমারও ঋণ রাখবো না।

শালি। উদয়নারায়ণ, যে অপরাধ ক'রে থাকি, তার সমুচিত দণ্ড দিয়েছ। সামান্য অপরাধীর ন্যায় আমায় বিবস্ত্র ক'রে রৌদ্রে হিমে দাঁড়

করিয়ে রেখেছ। আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান—মুসলমানেরা উপহাস ক'রে যার নাম "বৈকুণ্ঠ" দিয়েছে, সেখানে আমায় আবদ্ধ ক'রেছ!

উদয়। না, আমার হৃদয়ে এখনও শান্তি হয় নাই। তোমার পুত্রই সকল অনিষ্টের মূল; সর্পশিশু সর্প অপেক্ষা খল। তার দণ্ড তুমি স্বচক্ষে দেখবে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। মহারাজ, মহারাজ! আপনি যথার্থ অনুমান ক'রেছেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল, আমায় দণ্ড দেন, আমার পিতাকে নিষ্কৃতি দেন। পিতা—পিতা, আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান! হায় হায়, পুত্র হ'য়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম।

উদয়। না না, তুমি সুসন্তান! পিতার যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছ! রক্ষি, এরে বন্ধন কর। দু'দিন রৌদ্র ও হিমে রেখে দাও, এক বিন্দু জল দিও না; তারপর পিতা-পুত্রকে কারাগারে স্থান দিও। (রক্ষীগণের নিরঞ্জনকে বন্ধন করণ)

শালি। উদয় নারায়ণ, উদয়নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! ও বালক—অতি যত্নে লালিত—নরহত্যা, বালকহত্যা ক'রো না; ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, তোমার পদস্পর্শ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত।

উদয়। প্রাচীরকে বলো, প্রস্তরকে বলো, অচল তরুকে তোমার মনের যন্ত্রণা জানাও, আমার ক্ষমা নাই। স্বচক্ষে পুত্রের যন্ত্রণা দেখো, তারপর কারাগারে বাস করো।

শালি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বালককে ক্ষমা কর!

উদয়। আমিও ঐরূপ অনুনয়-বিনয় বিস্তর ক'রেছি।

শালি। দেখ—দেখ, নিতান্ত বালক, দুঃখ-তাপে মলিন, পথের ভিকারী,—ক্ষান্ত হও!

নির। পিতা, কেন কাতর হ'চ্ছেন? আমি আপনার এই গুরুতর যন্ত্রণার কারণ, আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হোক। আপনি কাতর হবেন না। রাজা, আমায় যে যন্ত্রণা দিতে হয় দেন,—ভগবান আমায় বল দেবেন—আমি সহ্য কর্ব্বো। মহারাজ, অপরাধীর দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হোন। আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করি নাই। আমার পিতার কোন অপরাধ নাই। ইনি আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিলেন, আমি রক্ষিদের উৎকোচ দিয়ে পালিয়েছিলেম। যে শাস্তি আপনার অভিপ্রেত আমায় দেন, আমার পিতার মুক্তি আদেশ করুন।

উদয়। কারাগার তোমাদের উভয়ের উপযুক্ত স্থান;—তোমাদের অপরাধের অতি সামান্য দণ্ড দিলেম। [ প্রস্থান।

শালি। হা পরমেশ্বর!

নির। পিতা, কেন শোক করেন? শত্রুর হৃদয় এতে প্রফুল্ল হচ্ছে। আমি কুসন্তান, আমার মমতা ত্যাগ করুন। ভগবান কি দিন দেবেন না!

( সরফরাজ খাঁর প্রবেশ )

সরফ। শুন রায়সাহেব! তুমি আমার একটী কাম যদি করতে পারো আমি তোমাদের উভয়কে মুক্তি দিতে পারি।

শালি। কি আজ্ঞা করুন? আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

সরফ। আবশ্যক তুমি বুঝিয়াছ, যে রাজা উদয়নারায়ণ তোমার কিছুই করিতে পারিত না। তোমার খাজনা বাকী ছিল না। আমিই নবাব-জাদাকে বলিয়া—হিসাব গোল করিয়া—তোমাদের এই দণ্ড দিয়াছি।

শালি। নবাবজাদা, তবে আমাদের মুক্তি দেন, আমাকে না দেন, আমার পুত্রকে মুক্তি দেন।

সরফ। আচ্ছা, আমি মুক্তি দিব। কিন্তু যদি আমার সেব কার্য্য সাত দিনের মধ্যে করিতে না পাও, তবে তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি কোন সন্ধান করিয়া উদয়নারায়ণের কন্যাকে আমায় দিতে পারিবে?

নির। পিতা, পিতা! এ প্রস্তাবে কর্ণপাত ক'র্‌বেন না। উদয়নারায়ণ চণ্ডাল,—আপনি চণ্ডাল নন—ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য ক'রে সকল সহ্য করুন।

সরফ। শুন রায়সাহেব! (রক্ষিগণের প্রতি) ইহাকে আমার পশ্চাৎ লইয়া আইস।

নির। পিতা, পিতা! আমার মিনতি,—জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুদ্দিন স্থায়ী নয়—পুত্রের অনুরোধে অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

শালি। নবাবজাদা, আমার পুত্রকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি দেন, কারাগারে স্থান দেন।

সরফ। আচ্ছা, ইহাদের পিতা-পুত্রকে কারাগারে লইয়া আইস। যুবার বন্ধন খুলিয়া দাও। [ সকলের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

### পুরঞ্জনের বাটীর কক্ষ।

(পুরঞ্জন ও মাধুরী)

পুর। শুভক্ষণে দেখা তব সনে।
বংশে হ'ল কলঙ্ক সঞ্চার,
ছারখার বন্ধুর আবাস।
বন্ধু নিরুদ্দেশ, পিতা তার কারাবাসে।
ঘৃণা হয়, করি ছার পরিণয়
মজায়েছি সুখের সংসার।

মাধুরী। কেন কর অপরাধী!
ভালবাসি, নহি অন্য দোষে দোষী!

দেছ পদাশ্রয়, হয়ো না নিদয়,
ভস্ম হয় কথায় তোমার ;—
বিমুখ না হও, প্রভু, অধিনীর প্রতি।

পুর। ভালবাস’!
বেশ্যাসুতা—বেশ্যার আচার—
ভালবাস কত জনে ?
ভালবাসা ভাণ করেছিলে নিরঞ্জন সনে ;
ভালবাসা ভাণ দেখালে আমায় ;
কেবা জানে, আর কত জন
হবে তব ভালবাসা-অধিকারী।
কলঙ্কিনি! জান অতি সুমধুর বাণী!—
কে জানিত, চিকণ সাপিনি,
গরল তোমার এত।
নটীর আচার, মুখে মাখা সরলতা—
কপটতা আপাদ মস্তক!
ভালবাস ?—
দেখ, আছে বহু পুরুষ এ দেশে,
মম সম, নিরঞ্জন সম,—
প্রতারিত হবে অনায়াসে ;
যত পার ভালবাসা বিলায়ো তোমার।

মাধুরী। নহি বেশ্যাসুতা,
নিরঞ্জন দেখি নি কেমন,
একমাত্র জানি হে তোমারে।
কটুভাষা বলো না বলো না,
অকারণ দিও না বেদনা,

আমি পরিণীতা পত্নী তব।

পুর। আপাদ মস্তক তব মিথ্যায় গঠন !
ধন্য, ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল ;—
ধন্য, ধন্য চাতুরী তোমা'র !
নাহি হেন সন্দিগ্ধ হৃদয়, না করে প্রত্যয়,
কথায় তোমার,
নেহারি চাতুরীপূর্ণ বদনের ভাব—
সরলতা মাখা যেন !
সুশিক্ষিত ধন্য তব দু'নয়ন,
স্বেচ্ছায় সলিল পূর্ণ হয় !
ভুলিয়াছি—ভুলিব না আর।
রাখিয়াছ পিতার সম্মান।
বেশ্যা-সুতা ক'রেছেন দান,—
সফল হোরির নিমন্ত্রণ।

মাধুরী। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর,
অহেতু করো না তিরস্কার !
যদি হয়ে থাকি ভার,—
গৃহে স্থান দিও না আমায়,
রাখ কোন নির্জ্জন কুটীরে ;—
দাসী আমি—দিও মাত্র সেবা-অধিকার।

পুর। কেন ? কুটীরে কি হেতু রবে ?
লাবণ্য শুখাবে,
নাহি রবে বদনে আরক্ত আভা।
তবে, কেমনে ভুলাবে আমা সম অন্য জনে ?
রয়েছে যৌবন,

প্রেম-অভিনয় কি হেতু করিবে সমাপন ?
যাও ফিরে পিত্রালয়ে।
পুনঃ হবে হোরির সময়,
এনো গৃহে সরল যুবায়,
ক'রো প্রেম সম্ভাষণ বিরল নিকুঞ্জে ব'সে।
করিলাম বর্জ্জন তোমায়।
যেবা ইচ্ছা হয় কর তুমি,
নাহি মম বাধা ;—
কলুষিত করো না আলয়,
এইমাত্র প্রার্থনা আমার।

মাধুরী। কোথা যাব ?

পুর। যথা ইচ্ছা তব।
যাও কাশীধামে,
গিয়াছিল জননী তোমার।
কিম্বা যাও পিত্রালয়ে—
ঘটকের শিরোমণি তিনি।
ফুরায়েছে এই অভিনয়,
অন্য নাট্য কর আয়োজন।

মাধুরী। রাখ রাখ, অবলায় দেহ স্থান পদে।

পুর। বেশ্যাসুতা—বেশ্যা-কলঙ্কিনি,
এখনো কি প্রতারণা ?
জানিহ নিশ্চয়,
গ্রহণ না করিব তোমায় !
খুলেছে নয়ন,
ভুলাইতে না পারিবে আর।

মাধুরী। সাক্ষী হও অলক্ষ্য-শরীরী দেবগণ,
সাক্ষী হও জন্মদে মেদিনি,
সাক্ষী হও স্থল, জল, বন,
সাক্ষী হও পবন, তপন,
স্বামী মোরে করেন বর্জ্জন ;—
কিন্তু আমি দাসী তাঁর চিরদিন।
যদি অন্য জন কভু হৃদে পায় স্থান,
কালসর্প দংশে যেন শিরে,
তনু যেন হয় পরমাণু,
তিন লোকে না পাই আশ্রয়।
করহ বিদায়—
কিন্তু আমি তব দাসী চিরদিন।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি দেহ প্রাণ,
পতি তুমি সর্ব্বস্ব সতীর।

পুর। যাও যাও,—শিবিকা প্রস্তুত,
লয়ে যাবে আজ্ঞামত তব।

মাধুরী। প্রভু, প্রণাম চরণে! [প্রস্থান।

পুর। এত ভাণ! তবু কাঁদে প্রাণ,
রূপমোহ অতি চমৎকার!
পেয়েছি প্রমাণ; তবু হয় জ্ঞান,
যেন আমা বিনা নাহি জানে।
মন চায় করিতে প্রত্যয়—
ছিঃ ছিঃ, কলঙ্কিনী পত্নী মোর!
মনে হয় আনি ফিরাইয়ে
আদরে হৃদয়ে ধরি।

বিষম দংশন—বিষম দংশন,
মরুভূমি করেছে জীবন,
পড়িলাম বেশ্যার প্রণয়ে!
কে আছ রে?

নেপথ্যে। মহারাজ!

( জনৈক প্রহরীর প্রবেশ )

পুর। যাও, কর আয়োজন, যাইব ভ্রমণে।
নিরঞ্জন, কোথা আছ ভুলে—
দেখ এসে ত্যজিয়াছি পাপিনীরে;
আর কেন আছ লুকাইয়ে?
দিক্-অন্ত করিয়া ভ্রমণ
করিব তোমার অন্বেষণ,
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মম। [ প্রস্থান।

———

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

### সরফরাজ খাঁর বিলাস-কক্ষ।

( সরফরাজ্ খাঁ, উদয়নারায়ণ ও বাঁদীগণ )

বাঁদীগণ :— গীত।

কালো কোকিল-তানে প্রাণে হানে শর।
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর,
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুসুম-অধর।

অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
লুটিল পরিমল দিক মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা বিরহিনী জর জর ।

[ বাঁদীগণের প্রস্থান।

সরফ। দেখো, নবাবদাদাকে বোল্‌কে তোম যো মাঙ্গা সব কিয়া :—বাপ বেটাকো কয়েদ কিয়া, মোকাম লুট কিয়া।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার অপার কৃপা।

সরফ। তোম্‌বি জেরা কৃপা কিয়ো।

উদয়। কৃপা! নবাবজাদা, এমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমিই আপনার কৃপাপ্রার্থী।

সরফ। নেহি, হাম তোমারা দোয়ারমে ফকীর হ্যায়, ভিক্ মাঙ্গনে ওয়ালা।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে হুকুম করুন, গোলাম হুকুম তামিল ক'র্‌বে। নবাবজাদা আমার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ ক'রেছেন। শালিগ্রামকে কয়েদ ক'রে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্তি ক'রেছেন।

সরফ। ওস্‌কো জাত লেঙ্গে—মুসলমান করেঙ্গে।

উদয়। না না, তা ক'র্‌বেন না, ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌বেন না।

সরফ। নেই? আচ্ছা নেই করেঙ্গে। দেখো, তোমারা দেল হাম্ ঠাণ্ডা কিয়া,—

উদয়। আমার অপমানের সমুচিত দণ্ড আপনি দিয়েছেন। অধিক কি জানাবো, আপনার শত্রুর তরবারি আর আপনার মাঝে আমি যদি বুক দিতে পারি, তবে এর কিঞ্চিৎ প্রতিদান হবে। আমি বড় অপমানিত হ'য়েছিলেম, আপনার কৃপায় তা পরিশোধ হয়েছে।

সরফ। দেখো, তোমারা লেড়্‌কী বড় খুবসুরৎ।

উদয়। ত্রিভুবনে অমন আর আছে কি না জানি নে।

সরফ। হ্যায় ;—তোমারা দোস্তকা লেড়্‌কি! ওস্‌কা কুছ পাত্তা মিলা ?

উদয়। না, কেউ তো কোথাও খুঁজে পেলে না।

সরফ। হাম্‌বি ঢঁূড়্‌তে হেঁ।

উদয়। আপনার এমনই অনুগ্রহ বটে।

সরফ। তোমারা জান তো ঠাণ্ডা হো গিয়া ?—আউর কুছ্‌ মাঙ্গো ? নবাবকা উজীর হোনে মাঙ্গো ?

উদয়। না নবাবজাদা। নবাবের অনুগ্রহে সমস্ত রাজসাহীর খাজনা আদায়ের ভার আমার উপর, আমার আর অধিক প্রার্থনা নাই।

সরফ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হ্যায় ?

উদয়। নবাবজাদা, সকলি আপনার কৃপায়।

সরফ। দেখো, নবাবকা শ্বশুর হোনে মাঙ্গো ?

উদয়। এ কি ?

সরফ। আরে বাতিকা বাত হাম পুছে।

উদয়। না না, আপনার কৃপায় আমার যা আছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সরফ। তোমার জিউতো ঠাণ্ডা হ্যায় ?

উদয়। আপনার কৃপায় বহুৎ ঠাণ্ডা।

সরফ। হামারা জিউ ঠাণ্ডা করো।

উদয়। কি ব'ল্‌ছেন ?

সরফ। হাম দানা-পানি ছোড় দিয়া।

উদয়। কেন কেন, আপনার কি অসুখ হ'য়েছে ?

সরফ। হ্যাঁ ;—ইস্‌কা মারে, দোস্তিকা মারে। তোমারা লেড়্‌কিকো হাম দেখা।

উদয়। (স্বগত) নারায়ণ! কি বলে!

সরফ। দেখো, আকবর সা চলন কিয়া হ্যায়, হিন্দুলোক মুসলমানকা ঘরমে আওরাত দেতাথা, দেখো মানসিং কবুল কিয়া।

উদয়। হাঁ হাঁ—নবাবজাদা,—কিন্তু সবাই কি তা করে—সবাই কি তা করে?

সরফ। উস্‌মে গুণা ক্যা? হামারা জান বাঁচাও।

উদয়। নবাবজাদা, আর ত আমার কন্যা নাই।

সরফ। সো তো মালুম হ্যায়, লেকেন একঠো তো হ্যায়।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার সাম্‌নে তো সাদি হ'য়েছে।

সরফ। পরোয়া ক্যা—কল্‌মা পরায়কে ঘরমে লেঙ্গে।

উদয়। না না—হিন্দুর ঘরে তা হয় না।

সরফ। রাজা সা'ব, সব কুচ হোতা। পইলে পইলে রাজোয়াড়ামে এ বাত উঠা; লেকেন কোন সাজাদা না হিন্দুকা লেড়কী বেগম কিয়া? তোমারা ধরম বড়া সিদা হ্যায়;—সব কুছ সড়ক মিলে,—সব হো সেক্তা। হাম নবাব হোঙ্গে, তোম্‌কো উজিরী মিলেগা। উস্কা খসমকো দশহাজারী করেঙ্গে। আচ্ছা সাদি দেলায়ে দেঙ্গে।

উদয়। নবাবজাদা, এ কাজ আমার জীবন থাক্‌তে হবে না।

সরফ। পইলে সবকোই উসি মাফিক ব'ল্‌তা, লেকেন সম্‌জো, নবাবকা মেহেরবানগি থোড়া নেহি। মেরি বাত্‌সে নবাব উঠে বৈঠে। দেখো, শালিগ্রাম খাজনা দিয়া, নবাবকো বহুৎ সেলাম দিয়া, উস্কা কয়েদ কিস্ উয়াস্তে হুয়া?—হামারা বাতসে। হাম ওজর কিয়া,নবাব মান লিয়া। নবাবকা লেড়কা নাই—হাম বেটাকো লেড়কা, হামকো নবাবী দেঙ্গে—নেইতো শালিগ্রাম ক্যা কসুর কিয়া,বাপ-বেটা কয়েদ হুয়া। দেখো,বেটীকা মাঙ্গায়কে হামারা পাশ ভেজ দিও। তোমারা দোস্তকা লেড়কীকো হাম ঢুঁড় ঢুঁড় পাকৃড়াঙ্গে। ও বি বেগমকা লায়েকী। হুনো বরাবর—হুনো খুবসুরৎ!

উদয়। নবাবজাদা, আমার লেড়কী তো আমার কাছে নেই, তার কথা আমি কেমন ক'রে ব'লবো।

সরফ। আচ্ছা, তোম উস্‌কি সমঝাও, হামকো দেনেকা তোমারা মতলব নেই হ্যায়, হাম সম্‌জা। তোমারা গোস্বা হুয়া, হাম দেখতে। লেকেন হামারা দাদাকো রাজমে রহোগে, কাঁহা যাওগে চাচা! থোড়া সমঝকে লেড়কীকো ভেজ দিও। যাও, যাও, সমজকে পিছে কহিও।

[ সরফরাজখাঁর প্রস্থান।

উদয়। বুঝিবা আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়! হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ ক'রেছি, এই বুঝি বা আমার দণ্ড। [ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

### কারাগার-দ্বার।

( জমাদার ও প্রহরীদ্বয় )

জমা। দেখো, রায়সাহেব আর উস্‌কা লেড়কী কভি নেহি ভাগে—নবাবজাদা সরফরাজখাঁকা জোর হুকুম হ্যায়,—বহুৎ হুঁসিয়ার! বহুৎ হুঁসিয়ার!

১ম প্র। বহুৎ হুঁসিয়ার হ্যায় খামিন। [ জমাদারের প্রস্থান।

( রঙ্গলালের প্রবেশ )

১ম প্র। কোন্ রে?

রঙ্গ। তোম তো গোলাম আলী হ্যায়, আর তোম তো নসীবক্স?

১ম প্র। তব ক্যা?

রঙ্গ। এই পীরের দরগার সিন্নি নাও, আর দু' তোড়া টাকা নাও—একশো একশো আছে—ফকীরসাহেব তোমাদের দিয়ে পাঠিয়েছেন।

২ম প্র। ফকীর সা'ব ?

রঙ্গ। আরে তোমাদের নসীব ফিরে গেছে। একজন হিন্দু যদি পাকড়াতে পার—যারে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়—তা হ'লে তোমাদের জায়গীর আর এক এক নবাবজাদী মেলে। নাও নাও টাকাগুলো তোলো, আমায় ফকীর সাহেবকে খবর দিতে হবে।

২য় প্র। আরে এ ক্যা বাৎ বোলে !

রঙ্গ। শুণ্‌বে তো গোণো, রাত হ'য়েছে, আমি চলে যাই।

১ম প্র। আরে শুনো তো ভাই—শুনো তো ভাই।

রঙ্গ। আর কি শুন্‌বো বল' ? একটা হিন্দু পাকড়াবার জোগাড় দেখ না, যে এমনই কসুর করে, যাতে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়। বলি পার্‌বে ? ফকীর সাহেব জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। পীরের কোত্তা একটা হিন্দু খাবার জন্যে খেপেছে।

১ম প্র। আরে এসা হিন্দু কাঁহা মিলে ভাই! গারদমে পাহারা দেতে হেঁ।

রঙ্গ। কেন, তার ভাবনা কি ? সরফরাজখাঁর তো হুকুম এই, যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে কেউ যদি গারদ হ'তে বা'র ক'রে দেয়, তারে ধ'র্‌তে পার্‌লে কোত্তা খাওয়াবে, এই সহরে সহরে ঢাঁড্‌ড়া দিয়েছে।

২য় প্র। আরে সো তো দিয়া, সো তো দিয়া !

১ম প্র। আরে হাম লোক পাহারা দেতা, কোন্ আয়েগা ?

রঙ্গ। কেন খুব সোজা,—এই ধর আমি এসেছি। এই কথার কথা বলচি, ধর আমি এসেছি।—তোমার হাতে চাবী, তুমি চাবী খুলে দু'জনকে বা'র ক'রে দিলে, তারপর আমায় পাকড়ালে। নবাব সাহেব কোত্তা খাওয়াবার হুকুম দিলে,—তোমরা দু'জন জায়গীর পেলে, নবাবজাদী পেলে।

১ম প্র। আরে হাঁ হাঁ !

রঙ্গ। আরো মজা শোন। কোন্ না দু'চার ঘা মার্‌বে, হাতের সুখ কোন্ না হবে? তোম্‌রা গারদে পাহারা দাও, কাউকে মার্‌তে ধ'র্‌তে পাও না,—সে খুব মজা হবে!

২য় প্র। আরে সো তো ঠিক—আরে সো তো ঠিক, লেকেন এসা হিন্দু মিলে কাঁহা?

রঙ্গ। কেন, যে হিন্দুর বরাত ভাল, সেই তোমাদের হাতে ধরা পড়বে।

১ম প্র। এ বড়া মজেকা বাত বলে! কাহে কাহে, ওস্কা বকৎ কাহে আচ্ছা?

রঙ্গ। কি জান—তুমি কাল সকালে ফকীর সাহেবের কাছে যেও না, শুনবে—ঐ পীরের কোত্তা সে হিন্দুকে যত কামড় খাবে, তত লাখ লাখ বরষ সে বেহেস্তে হাউড়ি নিয়ে থাকবে। কাল ছুটী হ'লে ফকীর সাহেবের কাছে গিয়ে শুনো না।

২য় প্র। আরে শুনকে ক্যা করে ভাই! হিন্দুকা বিচমে ধরম করে, এসা আদমি কাঁহা?

রঙ্গ। কেন, অমন কথা বলো না; আমার ধরম ক'র্‌তে ভারি মন।

১ম প্র। কেঁও তোম্ পাকড়া যানে রাজী?

রঙ্গ। রাজী হ'য়ে কি ক'র্‌বো বল? তুমি যদি আমায় ধরো, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে। আমি একা, হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে বল যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে আমি গারদ হ'তে বা'র ক'র্‌তে এসেছি। ওঃ হরি! একটা কথা ভুল হ'য়েছে। ফকীর সাহেব এক পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ হবে, একজন হিন্দুকে কাল ভুলিয়ে ভালিয়ে এনো। তারপর চাবী খুলে দিয়ে তাদের তো বিদায় ক'রে দিলে। সে হিন্দু যেন খুব জোয়ান, তোমাদের একজনকে বেঁধে ফেলেছে আর একজন যেন ধ'রে ফেলেছো।

২য় প্র। ক্যা, হাম্ সম্‌জা নেই।

রঙ্গ। এই দেখ তোমায় সম্‌জে দিই। এই যেন তোমার তলোয়ার-খানা আমি নিয়েছি, কেমন নিলুম বল?—

২য় প্র। হাঁ হাঁ।

রঙ্গ। আর এরও এম্‌নি তলোয়ার নিয়েছি, এই দড়ি দিয়ে দু'জনকে বেঁধেছি, বেশ করে জড়াচ্চি। (বন্ধন) চ্যাঁচালেই বুকে দেব। এই চাবী নিয়ে দরজা খুল্‌লুম, চ্যাঁচালেই বুকে দেব। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, চ্যাঁচাবারও যো রাখ্‌ছি নে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছি। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো। (শালিগ্রাম ও নিরঞ্জন বাহিরে আসিল) দোর খুলে দিয়েছি, ঘোড়া তোয়ের আছে, শীগ্‌গির পালাও।

নির। তুমি?

রঙ্গ। শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও—ফাটকের প্রহরী ভাং খেয়ে পড়ে আছে। (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) নড়বার চড়বার চেষ্টা ক'রো না। এই বুকে তলোয়ার দেব। [শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। ওকি কচ্চ, খুলে দিচ্চ যে?

রঙ্গ। কেন, এদের দু'জনকে মারবো আঁচ ক'চ্চ কি? তুমি পালাও—নইলে তোমায় ধ'রবে আমায়ও ধ'রবে।

গঙ্গা। কি ক'রছ, ধরা দেবে নাকি?

রঙ্গ। তা নয় তো কি এই গরীব দু'জনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো? পালাও পালাও—তুমি সরে যাও—নৈলে ধরা পড়বে।

গঙ্গা। না না, তুমি এসো।

রঙ্গ। চল, তোমায় রেখে এসে এদের খুলে দেব।

গঙ্গা। নিশ্চয় আমি যাব না।

তুমি না আমায় বল, ভালবাস? যদি ভালবাস, তবে কথা শোনো। যাও, শীগ্‌গির যাও, নইলে এই দেখ আমি আত্মঘাতী হব।

গঙ্গা। ভগবান, একি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম! কেন প্রহরীদের ভাং খাওয়ালেম!

রঙ্গ। সর্ব্বনাশ কর নি, বেশ করেছ। যাবে তো যাও, নইলে এই আমি বুকে মার্‌লুম।

গঙ্গা। ভগবান, কি ক'র্‌লে! [ গঙ্গার প্রস্থান।

রঙ্গ। এইবার মিঞাসাহেব! মুখের কাপড় খুলে দিলেম। ব্যস্ত হয়ো না, এই বাঁধন কেটে দিচ্চি। চ্যাঁচাবে কেন? এই তো আমি ধরা দিচ্চি। দেখ, তুটো গরাদে কেটে ফেল,—এই আমার কাছে উকো আছে। বল্‌বে, তিনজনের সঙ্গে তু'জনে পার নাই। তু'জন বেরিয়ে গেছে, একজনকে ধরেছো। কেমন মিঞা সাহেব, আমায় কুকুরে খাবে, খুব মজা হবে! দেখো আমি বড় কাছ্‌ড়াই, একটু ম্যারো আর আমি অম্‌নি ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো।

১ম প্র। তোবা তোবা!

রঙ্গ। তোবা কেন, আমায় পিছমোড়া ক'রে বাঁধো না? তবে জায়গির আর নবাবজাদী যদি না পাও, এই নাও তু'টুক্‌রো হীরে নাও।

২য় প্র। তোম্ কোন হ্যায়?

রঙ্গ। হাম্ হিন্দু হ্যায় আর কোন হ্যায়?

১ম প্র। হাম লোক্‌কা জান যাগা।

রঙ্গ। কিছু পরোয়া করো না মিঞা সাহেব, এই দেখ যেন ওদের ঠেঙ্গে উকো ছিল, রেল কেটে বেরিয়েছে। আমি যেন দোরের প্রহরীদের ভাং খাইয়ে এখানে এসেছি। ওরা বেরিয়ে গেছে, আমি তোমাদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছি। ব্যস্! কত সুক্ষ্মবিচার হয়, তা তো তোমরা জান; আর আমি এক রকম ক'রে বুঝিয়ে দেব, ভেবো না।

২য় প্র। জমাদারকো ক্যা সাম্‌জায়েগা, হাম লোক চিল্লায় নেই কাহে?

রঙ্গ। এখন চেল্লাও না।

১ম প্র। জমাদার—জমাদার, কয়েদী ভাগা।

রঙ্গ। দেখ, ততক্ষণ তোম্‌রা কাণটা-আস্‌টা মলো, দু' চার ঘা মারো, খুব আমোদ কর না।

১ম প্র। শালা বেইমান! (প্রহার করণ)

রঙ্গ। ও বাপরে—গেলুম রে, কেমন আমোদ হ'চ্ছে না?

২য় প্র। আরে মারো মাৎ, শালা দেও হ্যায়!

(জমাদারের প্রবেশ)

জমা। ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া?

১ম প্র। কয়েদী ভাগা।

জমাদার প্রভৃতি সকলে। কয়েদী ভাগা—কয়েদী ভাগা—

[ রঙ্গলালকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সরফরাজখাঁর কক্ষ।

সরফরাজখাঁ, শালিগ্রাম ও মাধুরী।

সরফ। তোম্‌ কোন্‌?

শালি। আমি শালিগ্রাম রায়।

সরফ। তোম্‌ গারদসে কেস্‌ তরে নিকালা?

শালি। তা তোমায় ব'লচি, ফিরে গারদে দিতে হয় দাও, কিন্তু এই উদয়নারায়ণের কন্যা এনেছি দেখ। তুমি বলেছিলে কারাগারে মুক্তি দেবে,- যদি আমি উদয়নারায়ণের কন্যাকে এনে দিতে পারি।

সরফ। এই তো মেরি জানি!

মাধুরী। এঁ্যা এঁ্যা!—আমার পিতা কোথায় রায় সাহেব?

সরফ। ডরো মাৎ পিয়ারি! এ সহরমে হ্যায়। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমকো ক্যায়সে মিলা? রায় সাহেব, বহুত সেলাম।

শালি। আমি গারদ থেকে পালাচ্ছিলুম, পথে এর সঙ্গে দেখা। উদয়নারায়ণের বাসা খুঁজে পাচ্ছিল না, আমায় বন্ধু বিবেচনা ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আপনার কাছে এনেছি।

সরফ। হাঃ হাঃ, রাজা তো চলা গিয়া। দেখো বড়া মজা হুয়া! হাম ওসকা লেড়কীকো মাঙ্গে থি, ও গোস্বা হোকে চলা গিয়া। তোম বহুত কাম কিয়া! আল্লা ক্যা মিলা দিয়া!—তোমারা যাঁহা খুসী চলা যাও, এই আঙ্গুটী লেও—কোই নেহি রোখে গা!

শালি। একটী অনুগ্রহ ক'র্‌তে হবে।

সরফ। ক্যা কহো? হামার দেল খোস হো গিয়া, যো মাঙ্গো সো দেঙ্গে।

শালি। রঙ্গলাল ব'লে একজন, সে আমাদের মুক্ত ক'রেছে, মুক্ত ক'রে আপনি কয়েদ হ'য়েছে, তারে আপনি মুক্তি দেন।

সরফ। কুছ পরোয়া নেই, আবি দেঙ্গে।

মাধুরী। এ কি রায় সাহেব, কোথায় আন্‌লেন?

সরফ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ!

মাধুরী। সাহেব—সাহেব! আমায় ছেড়ে দেন!

সরফ। পরোয়া মাৎ করো বিবি, ঠাণ্ডা হও। (শালিগ্রামের প্রতি) কাঁহা তোমারা রঙ্গ দুলাল? ঠারো। এসমালি!

এস। (প্রবেশ করিয়া) খামিন্!

সরফ। এই আঙ্গুটী লেকে যাও, গারদমে যাকে কহো—রঙ্গ দুলালকো ছোড়নে হামারা হুকুম হুয়া। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমারা জমীদারী তোম্‌কো মিলে গা—যাও।

মাধুরী। রায় সাহেব! আপনি কি অনাথিনী, পথের কাঙ্গালিনী, কুলকামিনীর সহিত প্রতারণা ক'রেছেন? আপনি কি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের গৌরব—সতীত্ব—যবনের পায়ে ফেলে দিতে এনেছেন? সত্যই কি আপনি রায় সাহেব? আমি আপনার দুহিতা, আশ্রিতা; আমায় রক্ষা করুন। আমি তো আপনার চরণে অপরাধিনী নই। কেন আমায় কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন?

শালি। কেন? বেগম হ'য়ে তোমার পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি আনন্দ ক'র্‌বেন। তিনি আরও নবাবের কৃপাভাজন হবেন। তিনি আরও অনেক জমীদারকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে তাঁদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার্‌বেন। তিনি তোমায় তাঁর কুলের গৌরব মনে ক'র্‌বেন! ভেবো না ভেবো না, বেগম হবে! তোমার পিতা নবাবজাদার শ্বশুর হবেন।

মাধুরী। কি ব'লছেন? কি ব'লছেন? আমি যে আপনার কুলকামিনী, আমি যে আপনার অন্তঃপুরনিবাসিনী। আমার পিতা আপনার শত্রু হ'তে পারেন, আমি নই। তিনি আপনার ঐহিক সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, সেই অপরাধে নিরপরাধিনীর ঐহিক-পারমার্থিক সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হ'চ্চে না, এত কুটীলতা আপনাতে সম্ভবে না! আপনি হিন্দু—বাঙ্গালী। যে বাঙ্গালী রমণী পতির সহমৃতা হয়, সেই সতী বঙ্গরমণীর গর্ভে আপনার জন্ম। আপনি সতীত্বের আদর করুন, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা করুন। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

শালি। কে বলে আমি হিন্দু! আমি কারাগারে যবন অন্নে প্রতিপালিত। আমি নিরপরাধী, নিরপরাধী পুত্রের সহিত কারাগারে বাস ক'রেছি। যবনের দানাপানিতে আমার দেহ পুষ্ট হ'য়েছে, সে তোমার পিতার প্রসাদাৎ! সে ঋণ কি আমি রাখ্‌তে পারি! তোমার মত আমিও 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' ব'লে চীৎকার করেছি, নিরপরাধী পুত্রের প্রতি 'দয়া

কর—দয়া কর,' ব'লেছি।—তিনি আমার শিক্ষাদাতা, তাঁর শিক্ষা ভুলবো কেমন ক'রে! [ শালিগ্রামের প্রস্থান।

মাধুরী। কি হলো—কি হলো!

সরফ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ!

মাধুরী। নবাবজাদা, আমি আপনার প্রজা—দুহিতা—আমায় সতীত্ব ভিক্ষা দেন। আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, জাতি রক্ষা করুন, রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সরফ। পিয়ারি, তোম্ হামারা দেল্‌মে কাটারি মারি!—বহুৎ যতনসে ছাতিপর রাখেঙ্গে, ডরো মাৎ।

মাধুরী। নবাবজাদা, সতীর সতীত্ব নাশ কর্‌বেন?—সহস্র নবাব একত্র হ'য়ে পার্‌বেন না। মা নিস্তারিণী, সতীকুলরাণী আমায় লোহার পিঞ্জর ভেঙ্গে নিয়ে যাবেন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, সতীত্ব-প্রভাবে আমার দেহ অনিলে মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণ মৃত্তিকাপিঞ্জর ভেঙ্গে পতির পদে লয় হবে। নবাব সাহেব, আমায় রাখ্‌তে পার্‌বে না, সতীত্ব নাশ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমার মা স্বর্গ হ'তে ডাক্‌ছেন, আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ভেঙ্গে চল্‌লো। ( মূর্চ্ছা )

সরফ। এ কিয়া! গুল কেয়া শুখ গেয়ী! বিবি—বিবি! বাঁদী—

( বাঁদীর প্রবেশ )

দেখো,—লে যাও—যতনসে রাখো। [ প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

### দেবী-মন্দির।

( ললিতা ও যোগবালাগণ )

সকলের গীত।

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী, মুক্তিযোগ রঙ্গিনী।
দাহিত-বাসনা-বিভূতি-ভূষণা, জ্ঞানকরুণা-সঙ্গিনী॥
সত্ত্বা নিত্যা, নিত্যা বিত্ত, সত্যচিত্ত-বাসিনী—
সাধক শান্তি, বিবেক কান্তি, শ্রান্তি ভ্রান্তি নাশিনী ;
উপাধি নগনা, সমাধি মগনা, ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী,
কারণার্ণব, ( অ ) নাদি প্রণব, ভাবাভাব ভঙ্গিনী॥

[ যোগবালাগণের প্রস্থান।

ললিতা। মা গিরিনন্দিনি, শিবরাণী, মা কৌমারী-স্বরূপিনী কুমার-জননি, মা যোগিনি, শান্তিদায়িনি,—আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত কর মা! আমি কৌমার-ব্রত গ্রহণ ক'রে, তোমার চরণে আশ্রিতা—আমার চিত্ত স্থির কর মা! আমার চঞ্চল মন-প্রবাহ এখনও তার প্রতি ধাবিত। মা, তোমার ধ্যান করি, তার মুখ মনে পড়ে,—তোমায় অন্তর ব্যথা জানাতে গেলে জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে কথা কচ্ছি!—মা, তোমার দর্শনে এসে, আগে তারে দেখতে পাই। এ কি মা, এ আমার কি হ'লো! সদাই মনে হয় সে আস্‌ছে, সে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মা, তোমার পদে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে ব্রতভঙ্গ হবে? মা, আমার হৃদয়-ভাবে কি তোমার মন্দির কলুষিত হবে? তোমার চরণে কি আমার এই কলুষিত বাসনা অঞ্জলি দেব? একি হ'লো! কি ক'রে তারে ভুলবো!

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। কেও মাধুরী?

ললিতা। না, না নিরঞ্জন, আমি মাধুরী নই; যদি মাধুরী হ'তেম, তোমায় পেতেম। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন?

নির। মাধুরি—মাধুরি! তুমি বল, তুমি হেতায় কেন?

ললিতা। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন? স্থির হও, চেয়ে দেখ, আমি মাধুরী নই।

নির। তোমার কি হ'য়েছে, তোমার এ সন্ন্যাসিনী-বেশ কেন? তুমি কি পূজা দিতে এসেছ?

ললিতা। তাতে তোমার কি!

নির। আমার কিছু নয়, তুমি ভাল আছ তো?

ললিতা। কেন, আমার ভালোয় তোমার কি?

নির। এখনও তুমি এ কথা ব'ল্‌ছো? দেখ, তোমার জন্যে আমি পথের ভিখারী, পিতার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কিন্তু তাতে আমার খেদ নাই। তুমি বলো, 'তুমি সুখে আছ,—শুনে আমি চলে যাই। তুমি আমার হবে বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হ'লো—আমার অদৃষ্ট। তোমার ভালই আমার ভালো। বল, তুমি সুখে আছ, তা'হলে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

ললিতা। নিরঞ্জন, এখনো প্রতারণা! কেন, আর প্রতারণার প্রয়োজন কি? তুমি তো আমায় ভাসিয়ে দেছ, তবে আর কেন সোহাগ জানাও? চেয়ে দেখ, তোমার মাধুরী নই, দেখ, দুখিনী—উদাসিনী—বর্জ্জিতা—ঘৃণিতা!

নির। কি কি,—কি হ'য়েছে?

ললিতা। না, কিছুই নয়। তুমি হেথা আর থেকো না। কেন আমায় পাতকিনী ক'র্‌বে? তোমার কথা শুনলে, তোমায় দেখলে,—

আমি ধর্ম্ম রাখ্‌তে পার্‌বো না। তোমায় পাবনা, কিন্তু আমি—তাতে তোমার কি এসে যায়, কেন তোমায় বলি!—নিরঞ্জন, আর আমায় পতিত ক'রো না। যা হ'বার হ'য়েছে, তুমি চলে যাও। এই আশীর্ব্বাদ করো, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান না পাও। অনেক চেষ্টা ক'রেছি, এ জীবনে তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না। চলে যাও, চলে যাও,—আমায় মহাপাতকিনী ক'রো না।

নির। চল্লুম, আর তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে না।

ললিতা। সেই ভাল;—সুখে থাক, দেবীর কাছে এই আমার প্রার্থনা।

নির। সুখ! সুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

ললিতা। আবার ঐ কথা! আমি চল্লুম। [ললিতার প্রস্থান।

নির। এ কি! পুরঞ্জনের কি অমঙ্গল হ'লো? দুর্দ্দম মনোবেগ কোন্ মতেই ফিরাতে পারি নে;—দিবারাত্র পরস্ত্রীর চিন্তা। ইচ্ছা হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেম প্রার্থনা করি। পিতার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, পরিবারবর্গ পথে পথে ফির্‌চে, নিজে পথের ভিকারী হ'য়েছি, এ দুরবস্থায়ও মাধুরী! এই কি আত্মত্যাগ, এই কি স্বার্থ-বিসর্জ্জন! ধিক! আমার আত্ম-বিসর্জ্জনে ধিক, আমার বন্ধুত্বে ধিক! যাই পুরঞ্জনের সন্ধান নেব; তারপর মাধুরীকে যদি না ভুল্‌তে পারি, মার চরণে কলুষিত বক্ষের শোণিত দানে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো। [প্রস্থান।

( গঙ্গার প্রবেশ )

গঙ্গা। মা! শুনেছি—সকল নারীদেহে তুমি বিরাজিতা। আমি পাতকিনী, আমি কলঙ্কিনী, কিন্তু মা তুমি পতিতপাবনী,—পতিতা দুহিতাকে দয়া কর। মা অন্তর্য্যামিনি, আমার অন্তরের কথা বোঝো,—আমার রঙ্গলাল কারাগারে। আমার মহাপাপের শাস্তি যা তোমার ইচ্ছা

দাও, কোটী কোটী জন্ম আমার শরীর নরকের কীটে দংশন করুগ, মা, আমার রঙ্গলালকে মুক্তি দান কর ; আমি তারে চাইনে, আমি দেখি—সে মুক্ত হ'য়েছে। মা মা, বাঞ্ছাকল্পতরু !—

( রঙ্গলালের প্রবেশ )

কি, তুমি পালিয়ে এসেছো ?

রঙ্গ। তোমার কি বোধ হ'চ্ছে কারাগারে আছি ?

গঙ্গা। কি জানি ! তোমার ঢংএর কথা তুমিই জানো।

রঙ্গ। আ মরি মরি ! ঢং ঢাং যা তোমাতে নাই !

গঙ্গা। হ্যাঁ, ঢং ঢাং আমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমার মতন নয়।

রঙ্গ। তুমি আমায় ভালবাসই বাসো,—কি বল ?

গঙ্গা। সে আমরা অমন কত লোক্‌কে বলি।

রঙ্গ। বল না কেন, একটু ভালবাস, না ?

গঙ্গা। তোমায় ভালবেসে কি ক'র্‌বো, তোমার কাছে তো এক পয়সার পিত্তেস নেই।

রঙ্গ। কেন বিবি, আমি তো তোমায় টাকা দিতে চেয়েছিলুম। তুমি প্রহরীদের ভাং খাইয়েছ, আমায় কিনে রেখেছ। তুমি যা চাও, আমি তো দিতে রাজী।

গঙ্গা। আমি তোমায় চাই।

রঙ্গ। তা আমায় কিনে নিও, আর একটী কাজ করো।

গঙ্গা। কি ?

রঙ্গ। রাজা উদয়নারায়ণের কন্যাকে সরফরাজ খাঁ, তার বেগম-মহলে নিয়ে গেছে ;—সতীর ধর্ম্ম নষ্ট হবে, তারে তুমি রক্ষা কর।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার পরের জন্য অত মাথা ব্যথা কেন ? তুমি তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সাম্‌নে একবার মাথাটাও নোওয়ালে না।

রঙ্গ। মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার প্রণাম করে বল? ক'বার স্তব-স্তুতি করে? ক'বার বলে,—তুমি হ্যান, তুমি ত্যান। ক্ষিদে পেলে, দরকার হ'লে আসে; মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয়? তবে সৎ মা হ'লে নানাকথা কইতে হয় বটে। বল্‌তে হয়,—মাগো, জননীগো, আর মনে হয়, সর্ব্বনাশীগো, কখন কি ত্রুটী হবে গো, অমনি ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে গো!—তাই মুখে ব'ল্‌তে হয়,—তুমি জননীগো, তুমি কিনা পারগো!

গঙ্গা। তবে তুমি মাকে মান?

রঙ্গ। অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না। দেখনা—এক পোড়ারমুখ নিয়ে পড়ে আছেন, না হয় জিব বা'র ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি,—থাক মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্‌চায্যির মুখে "চিড়িং চাড়াং—ফিড়িং ফাড়াং" শোনো।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক না কি?

রঙ্গ। আমি নাস্তিক! যে আমায় নাস্তিক বলে, সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়,—আমার দেবতা পরম সুন্দর!

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গ। মানুষ আমার দেবতা!—যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে, ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ,—যার সেবা ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ ক'রেছি;—যে দেবতা পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্কবিতর্ক নাই। দেখ বিবিজান, একবার মানুষের সেবা ক'রে দেখো, প্রাণ তন্ময় হ'য়ে যাবে। এই তো ঢং ঢাং ক'রে রোজগার ক'রেছ, মনে মনে

একবারও ওঠে—যতই মনকে চাপা দাও—যে, কসব করাটা বড় ভাল কাজ হয় নাই ; কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি করো, তা হ'লে মনে ক'র্‌বে, টাকা রোজগার ক'রেছ সার্থক, ঠিকঠাক্ দেবতার পূজায় লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি, তুমি নাস্তিক।

রঙ্গ। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভট্‌চায্যিকে জিজ্ঞাসা করো,—বল্‌তে হবে, সকল মানুষেই মা আছেন ; বড় বড় মোল্লা মান্‌বে —খোদার অংশে সবাকার জান ; পাদ্‌রীতে ব'ল্‌বে—ভগবান ফুঁ ঝেড়ে মানুষ তৈয়ারি ক'রেছেন ; তা হ'লে, আর আমি নাস্তিক কি ক'রে বল ? 'মা সর্ব্বময়ী—মা সর্ব্বময়ী' ব'লে পূজা দিয়ে গেল, মুখে বলেন—সর্ব্বভূতে মা আছেন, আর জীব-জন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরি দেন। একশ' টাকা ধার দিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তার পর তারে কয়েদ দিলে ; ক্ষিদেয় একটা লোক হা হা ক'চ্ছে, আপনি পেট ঠাণ্ডা ক'রে দারোয়ানকে বল্লে, 'নিকাল দেও'। কিন্তু প্রতি হাত বলা আছে,— 'মা ব্রহ্মময়ী, তুমি সর্ব্বভূতে আছ'। তাঁর মা বলা তাতেই থাক্, অমন মা আমি বল্‌তে চাইনে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হ'ন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হ'ন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আশীর্ব্বাদ করো, আমি যেন দু'একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপচে, তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হব।

গঙ্গা। ঠাকুর-দেবতা মান না—তুমি নরকে যাবে।

রঙ্গ। মানি নে কেন ব'ল্‌ছো বল ?—এই যে তোমায় বুঝিয়ে বল্‌লুম। আর এতে যদি নরকে যেতে হয়, আমি রাজী আছি। বিবি-সাহেব, তোমায় একটা কথা বলি।

গঙ্গা। কি ?

রঙ্গ। দেখ, একদিন একজনকে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটী খেতে দিও, খুব তেষ্টা পেয়েছে একটু জল দিও, খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' ক'র্‌বে, শুনে যে তোমার সুখ হবে, কোন ব্যাটার চোদ্দপুরুষে কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে এত সুখ সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই। জোর স্বর্গসুখ ক'রেছে কি জান?—অপ্সরীর সঙ্গে প্রেমালাপ হলো, পারিজাতের মালা গলায় দিলে, খাঁটি না খেয়ে একটু সুধা খেলে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ফুর'লো, পারিজাতের মালা বাসি হলো, আর অমৃতের নেসার খোঁয়ারী এলো। এ গুলো বিবিজান, তুমি তো দেখেছ, এ আমোদ না ছাই! ব্যাটারা সন্দেশ ফেলে বিষ্টে খায়! যাক্, রাত ফুরুলো, সকালেই তোমাকে এ কাজ ক'র্‌তে হবে।

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো বল?

রঙ্গ। মাধুরীকে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।

গঙ্গা। কি ক'রে?

রঙ্গ। তা তুমিই জান। যদি পার, স্বর্গ কোথায় বুঝ্‌বে। আমি যাই, আমার কাজ আছে। [ রঙ্গলালের প্রস্থান।

গঙ্গা। রঙ্গলাল, তুমিই আমার স্বর্গ! [ প্রস্থান।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক

### সরফরাজখাঁর কক্ষ।

( সরফরাজখাঁ ও মাধুরী )

সরফ। বিবিজান, মেহেরবানী করো, নেক্ নজর দেও।

মাধুরী। একি! পাপ দেহে এখনও জীবন র'য়েছে, এখনো যবন-গৃহে রয়েছি!

সরফ। বিবি, গোলামসে জেরা বাৎ করো, তোম্ দেলখোস্ হ্যায় !

( পরিচারিকার প্রবেশ )

পরি। গঙ্গা তয়ফাওয়ালী আয়ি,—

সরফ। হাম নেই বোলায়া, তোম্ লোক চলা যাও, মাৎ আও। ( মাধুরীর প্রতি ) বিবিজান, ছাতি'পর লুটো, সিনা'পর লুটো! ( আক্রমণ করণোদ্যত )

মাধুরী। ভগবান, রক্ষা কর—( মূর্চ্ছা )

( গঙ্গার প্রবেশ )

সরফ। তোম্ কাহে হিঁয়া আয়ি ?

গঙ্গা। নবাবজাদা, বুঝ্ছো না, কেন জোর-জবরদস্তি ক'র্‌চ, তোমার জন্য ও মরে !

সরফ। ক্যা—ক্যা ?

গঙ্গা। ওর বের দিন তুমি ছিলে ?

সরফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, উসি ওয়াক্ত জান্‌মে কাটারি লাগা !

গঙ্গা। এই দেখ ঠিক হ'য়েছে! এই তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না, তাই এমন ক'চ্চে! তুমি সেই পোষাকটা প'রে এসো দেখি, তা হ'লেই তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তোমার মুখ-চুম্বন ক'র্‌বে।

সরফ। সাচ্ ?

গঙ্গা। নবাবজাদা, তোমায় মিছে বল্‌চি ? ওর স্বামীকে ভুলিয়ে শুধু শুধু মুরশিদাবাদে এসেছে ? ও বাপকে খুঁজতে আস্‌বে কেন ?— ওর বাপ কি হারিয়েছে, যে খুঁজ্‌তে আস্‌বে ?

সরফ। দেখো গঙ্গা, ইস্‌কি ঠাণ্ডা করো, হাম্ ঐ পোষাক পিহিনকে আওয়ে।

গঙ্গা। যাও—যাও সাজাদা, শীগ্‌গির এসো।

[ সরফরাজখাঁর প্রস্থান।

গঙ্গা। দেবি, ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো, এই ওড়না মুড়ি দিয়ে পালাও।

মাধুরী। মা মা, কে তুমি?

গঙ্গা। কথার সময় নাই, শীগ্‌গির পালাও,—নইলে এখনি জাত যাবে। শোয়ারি ও'য়ের আছে, তুমি শীগ্‌গির পালাও।

[ মাধুরীর প্রস্থান।

( গঙ্গাকর্ত্তৃক সরফরাজখাঁর অন্য পালঙ্কোপরি উপাধান
ওড়না দিয়া আচ্ছাদন )

( সরফরাজখাঁর প্রবেশ )

সরফ। গঙ্গা গঙ্গা, বিবিকো দেখ্‌লাও, হাম ঐ পোষাক পিহিনা।

গঙ্গা। চুপ, কথা কয়োনা, মান ক'রে ওড়না গায়ে দিয়ে পড়ে আছে, তুমি কিছু বলো না। দেখ না, তোমার বুকের উপর গিয়ে প'ড়্‌বে। ও যেমন মান ক'রেছে, তুমিও তেম্‌নি একটু মান কর না।

সরফ। আচ্ছা, আচ্ছা! কই কই, নেই তো আয়া?

গঙ্গা। আঃ, তুমি ঠাণ্ডা হও না, মুখে কাপড় দিয়ে শোও না।

সরফ। ( শয়ন করিয়া ) কৈ আবি নেই উঠা গঙ্গা?

গঙ্গা। আরে আমার সাম্‌নে উঠ্‌বে কি?

সরফ। তোম হট্‌ যাও—তোম হট্‌ যাও।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি যাচ্চি। [ গঙ্গার প্রস্থান।

সরফ। নেই আতি—আতি আতি, হাম ছিপায়কে রহে! ওড়না হেল্‌তি—এই আতি এই আতি, ছাতিপর লোটেঙ্গি! উঠতে নেহি, জবর মান কি! হাম ওড়্‌না উথার লে! ( উত্থান ও পালঙ্কোপরি উপাধানের ওড়না উত্তোলন ) আরে ঐ কাঁহা গিয়া! আরে পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো— [ প্রস্থান।

—:০:—

## অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ ।

( উদয়নারায়ণ, গোলাম মহম্মদ ও জমীদারগণ )

উদয় । ( স্বগত ) সরফরাজ !
তোমার শোনিত-তৃষা হয় বলবতী ।
বিমল পদ্মিনী ঘ্রাণ কুক্কুরের অভিলাষ !
তনয়ারে যাচিল যখন,
পারিতাম সেই দণ্ডে মস্তক করিতে ছেদ !
কিন্তু সহিল সকলি—
নবাব প্রতাপশালী,
জয় আশা নাহিক বিদ্রোহে ।
বিশেষতঃ নবাব উদারচেতা, পক্ষপাতহীন ।
সরফরাজ !—
অগ্নিসম দহে তার বাণী—
কিন্তু বিগ্রহে নিশ্চয় পরাজয় ।

১ম জমী । মহারাজ কি চিন্তা ক'চ্চেন ? অস্ত্রধারণ করুন ;— মুসলমানের অত্যাচারে মাতৃভূমি নিপীড়িত ।

উদয় । পরাজয় নিশ্চয় । রাজদ্রোহী হ'য়ে যে জয়লাভ হবে, কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না । বিশেষতঃ নবাব অতি সদাশয়,—

১ম জমী । মহারাজ ! আপনি যদি জমীদারের দুর্গতির দিকে দৃষ্টি না করেন, তা হ'লে আর কে ক'র্‌বে ? দেখুন, এক কপর্দ্দকও খাজনা বাকী থাক্‌লে, নিদারুণ হিমে, দুরন্ত গ্রীষ্মে বিবস্ত্র ক'রে বেঁধে রাখে ; কুৎসিত আবর্জ্জনাপূর্ণ গহ্বরে আবদ্ধ করে,—উপহাস ক'রে তার নাম দিয়েছে, "বৈকুণ্ঠ ।"

গোলাম। বেসক্—বেসক্!

উদয়। নবাবের কর্ম্মচারীরা এরূপ করে।

২য় জমী। একই কথা। নবাবের দিল্লীতে খাজনা পাঠান চাই, সে খাজনা যেমন ক'রে পারে আদায় ক'র্‌বে। কর্ম্মচারীরা উপলক্ষ মাত্র, সমস্ত কার্য্যই নবাবের।

গোলাম। বেসক্!

উদয়। আমাদের সৈন্য কই?

৩য় জমী। কেন? সকল জমীদারেরই সুশিক্ষিত পা'ক আছে। রাজসাহীর খাজনা আদায়ের জন্য নবাবই আপনাকে সৈন্য দিয়েছেন;—তারা আপনার করগত। বিশেষ এই গোলাম মহম্মদ মহাবীর পুরুষ, এঁর ইঙ্গিতে সৈন্য সৃজন হবে।

গোলাম। বেসক্!

উদয়। কিন্তু দেখুন, নবাবের অপরিমিত অর্থ, সুশিক্ষিত সেনা—নব আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত,—জয়লাভ সুকঠিন।

২য় জমী। যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাহই প্রধান। মর্ম্মপীড়িত সমস্ত জমীদার যুদ্ধ ক'র্‌বে। নবাব সৈন্য বেতনভোগী মাত্র, এ'তে কেন পরাজয় আশঙ্কা ক'র্‌চেন?

গোলাম। বেসক্।

উদয়। খাঁ সাহেব, তুমি সমস্ত বিবেচনা কর। প্রবল প্রতাপশালী নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বো, তা বুঝতে পার্‌ছিনে। একে প্রজা নিপীড়িত, তার উপর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত কর্‌লে প্রজার অশেষ দুর্গতি হবে। সকল দিক বিবেচনা করুন, সহসা এ গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করা কতদূর সঙ্গত?

গোলাম। ফৌজ আপ্‌কা ওয়াস্তে জান দেগা। তলপ বাকী রহা, আপ প্রজাসে আদায় কর্‌নে হুকুম দিয়া, সবকোই কো দুনা তলব মিল গিয়া। ডরিয়ে মাৎ—আপ্ নবাব হোঙ্গে।

উদয়। আপনার অনুরোধে আমি প্রজাদের নিকট হ'তে বেতন আদায়ের হুকুম দিয়েছি। শুনতে পাই, তাতে প্রজাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হ'য়েছে।

গোলাম। নেহি, নেহি মহারাজ!

উদয়। আমি আজ বিবেচনা করি, কাল উত্তর দেব।

১ম জমী। বিবেচনা কি ক'র্‌বেন! কৃতসঙ্কল্প হোন, মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য!

গোলাম। বেসক্!

( মাধুরীর প্রবেশ )

মাধুরী। ঐ আস্‌ছে! ঐ আস্‌ছে! আমায় ধ'র্‌বে! বাবা, রক্ষা করো, আমার জাত যাবে! আমায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল! আবার যদি নিয়ে যায়, আমি বাঁচবো না! তারা আস্‌ছে, আমায় ধ'র্‌বে, এবার ধ'র্‌লে আর পালাতে পার্‌বো না। বাবা, বাবা, পালাও!—

উদয়। একি—মাধুরী!

( শালিগ্রামকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী। মহারাজ, ছিপায়কে সব সল্লা এ আদ্‌মি শুন্‌তা রাহা।

উদয়। কে তুমি?

শালি। আমায় তো:[illegible]চেন, নূতন পরিচয় তো নয়,—আমি শালিগ্রাম।

উদয়। শালিগ্রাম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর'। আমি না বুঝে রোষবশতঃ তোমাদের পিতাপুত্রকে কারাগারে দিয়েছিলেম;—অতি মূঢ়ের কার্য্য ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা কর।

শালি। মার্জ্জনার স্থান আমার হৃদয়ে নাই। বিধর্ম্মী-কারাগারে বাস ক'রেছি, একমাত্র সন্তানের যন্ত্রণা দেখেছি, আমার প্রতিহিংসা-তৃষা এখনো

মেটে নাই ;—সেই কারাগারে তোমায় দিলে মিটতো। কিন্তু আর এক প্রতিশোধ আমি পেয়েছি, তাতেই কতকটা শান্ত আছি।

উদয়। যা হবার হয়েছে, তুমি মার্জ্জনা কর। আমি অপরাধী, তোমার পায়ে ধ'রে স্বীকার পাচ্ছি। নবাবের দৌহিত্র উপস্থিত ছিল, তার সাম্‌নে তুমি আমার কন্যাকে বেশ্যাকন্যা বলেছ। দেখ, মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না, বুদ্ধি স্থির থাকে না। শালিগ্রাম, আমি বড় অপরাধী।

শালি। সরফরাজখাঁর সাম্‌নে তোমার কন্যাকে বেশ্যার কন্যা বলেছি, এতেই তোমার বড় অপমান হ'য়েছিল! কিন্তু আজ তোমায় বলছি, আবার তোমায় বলছি,—তোমার বেশ্যাকন্যা আজ সরফরাজখাঁর উপপত্নী।

মাধুরী। বাবা—বাবা, রক্ষা করো। এই আমায় নিয়ে গিয়েছিল, এই আমায় ব'লেছিল, তোমার বাপের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছিল। বাবা বাবা,—পালাও—ও আবার আমাদের ধরিয়ে দেবে।

শালি। উদয়নারায়ণ,সমস্ত শুন্‌লে? আর তো তোমার অবিশ্বাস নাই? সরফরাজখাঁর অন্দরে আমি তোমার কন্যাকে নিয়ে গেছি। বেশ্যাকন্যা ব'লেছিলেম ব'লে বড় অপমান হয়েছিল! সমস্ত জমীদার শোন,—সরফরাজখাঁর অন্দরে রাজা উদয়নারায়ণের কন্যা গিয়েছিল। উদয়নারায়ণ, মার্জ্জনা তুমি চেয়ো না, আমি না হয় মার্জ্জনা একবার চাই! মার্জ্জনাই বা চাইবো কেন?—তুমি নবাবজাদার শ্বশুর!

মাধুরী। বাবা, বাবা! একে তাড়িয়ে দাও। পালাও—পালাও, আবার আমাকে ধ'র্‌বে, আবার আমায় সেখানে নিয়ে যাবে।

উদয়। রায় সাহেব, দেখ্‌ছি তুমি নিরস্ত্র। প্রহরি, দু'খানা অস্ত্র দাও। (প্রহরীর অস্ত্র প্রদান) কোন্ তরবারি তুমি নেবে নাও।

শালি। ভাল, ভাল উদয়নারায়ণ, তোমার উদারতা আছে। তোমার বক্ষের শোণিত যদি দেখ্‌তে পাই—বড় তৃপ্ত হব! এসো, আমি প্রস্তুত।

( উভয়ের অস্ত্রগ্রহণ )

উদয়। সকলে সাক্ষী হও, আমি অন্যায় যুদ্ধ ক'র্‌বো না। ( যুদ্ধ করিতে করিতে ) হয়েছে, ক্ষান্ত হও।

শালি। না—না, ক্ষান্ত কেন হব? ( পুনরায় যুদ্ধ )

উদয়। এখনো ক্ষান্ত হও।

শালি। এখনো বল আছে, তোমার বক্ষের রক্ত দেখ্‌তে পারি, ক্ষান্ত হব না।

উদয়। না—না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

শালি। তোমার কন্যা—বেশ্যাকন্যা, তোমার কন্যা মুসলমানের উপপত্নী, তুমি হিন্দু নও, তোমার মুখে আমি নিষ্ঠিবন দিই।

উদয়। তবে মর! মুসলমানের কবর-ভূমিতে তোমায় ফেলে দেব।

( শালিগ্রাম রায়ের পতন )

কে আছিস?—একে লয়ে গিয়ে, মুসলমানের কবর-স্থানে ফেলে দিয়ে আয়। ( শালিগ্রামের দেহ লইয়া প্রস্থান ) খাঁ সাহেব, সমাগত জমীদারবৃন্দ, আমি বিদ্রোহে প্রস্তুত। সরফরাজখাঁর শোণিত যদি দেখতে পাই; তবে আমার তৃপ্তি হবে। চণ্ডাল আমায় ব'লেছিল,—তোমার কন্যাকে আমার বেগম কর, এর কি শোধ হবে! আমি নরশোণিতসিক্ত অসি ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি,—নবাব-বংশ ধ্বংশ ক'রবো, নচেৎ প্রাণ আমার তৃণজ্ঞান হ'চ্ছে, তুচ্ছ প্রাণ এখনই ত্যাগ ক'রতে আমি প্রস্তুত। আপনারা সকলে এক্ষণে আসুন। বহুদিনের পর আমার কন্যার দেখা পেয়েছি, দুটো কথা কব।

[ মাধুরী ও উদয়নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরি, তোমার অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত ক'রতে পারবো না; কিন্তু তুমি

কিসে মর্‌বে? অস্ত্রে, অনলে, সলিলে না বিষপানে? মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা—বাবা, আমায় মেরে ফেলুন। আপনিই আমায় অস্ত্রাঘাত করুন, আমি বুঝেছি,—মরণই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমি কলঙ্কিনী, আমার জন্য অনেক সয়েছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ, বাবা, আমায় বধ কর।

উদয়। না, বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না! তোমার মুখ দেখলে তার মুখ মনে পড়ে; ঠিক তার মত চক্ষু, ঠিক তার মত অধর, তার মত অবয়ব, তার মত কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম, আমি স্বহস্তে তোমায় বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না! —তুমি আপনি মর'; অস্ত্রে, অনলে, গরলে বা গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হও। তুমি আমার কলঙ্কের কারণ, তা বুঝেছ; তবে মরণে প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা,—আমি কালসর্পিনী তা আমি বুঝেছি, আমি কলঙ্কিনী তা আমি বুঝেছি, আমি পতি-বর্জ্জিতা—তা আমার হৃদয়ে বিঁধে আছে, আমি মুসলমানের ঘরে গিয়েছি, তা আমার স্মৃতিতে জ্ব'লছে,— বাবা, আমি মরণে প্রস্তুত।

( অন্নদার প্রবেশ )

অন্নদা। রাজা, ভেবো না—ভেবো না, আমি পাগলিনী নই; কন্যা তোমার নয়, আমার। আমি তোমার চক্ষে নিরুদ্দেশ, সকলের চক্ষে নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমি সর্ব্বস্থানে বেড়িয়েছি, সকল দেখেছি, পাখীর মতন আমার বাছাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তোমার মেয়ে নয়, তুমি আর দেখা পাবে না; মৃত্যুকালে দেখ্‌বে, আমি তোমায় দেখাবো। আমি যেমন সতী, আমি যেমন পবিত্রা, আমি যেমন পতি-অনুরাগিনী, আমার কন্যাও সেইরূপ, মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে। রাজা, আমি

অনেক সয়েছি, তুমিও কিছু সও। আমার কন্যা আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় আর ভার নিতে হবে না।

উদয়। অন্নদা—অন্নদা!—( মূর্চ্ছা )

অন্নদা। আয় আয়, চ'লে আয়, আমার সঙ্গে আয়! আয় আয়, তুই সতীর কন্যা সতী—মনে দুঃখ করিসনে। আয় আয়, হেথা থাকিস্ নে—শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়! তোর পিতা নয়—তোর শত্রু!

[ মাধুরীকে লইয়া অন্নদার প্রস্থান।

উদয়। ( উত্থিত হইয়া ) এ কি, আবার কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লেম! কে এলো? প্রহরী, প্রহরী—

প্রহরী। ( প্রবেশ করিয়া ) মহারাজ, মহারাজ! দেও আয়িথি! আঁখ জলতা: রহা, শ্বাস মে আগ্ ছুট্‌তা, মহারাজ, আয়ি,—চলা গেয়ি! দেও—দেও—মহারাজ দেও!

উদয়। কোথা গেল—কোথা গেল— [ প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### দেব-মন্দির।

( গঙ্গা ও ললিতা )

গঙ্গা। দেবি, আপনি হেথায় কেন?

ললিতা। কি গঙ্গা, রাজমহলে যে দেখে এলে?

গঙ্গা। না।

ললিতা। কেন? তুমি ত রাজমহলে যে দেখ্‌তেই গেলে?

গঙ্গা। আমি একজনকে খুঁজতে গিয়েছিলুম।

ললিতা। কে?—যারে তুমি ভালবাস?

গঙ্গা। আমি ত সর্ব্বত্রই ঘুরি, আপনি এখানে কেন?

ললিতা। তুমি ত বলেছ, সংসারে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্চে।

গঙ্গা। ( স্বগত ) বুঝি রিষের জ্বালায় বেরিয়ে এসে সংসারে ভেসে বেড়াচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, আমিই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম। রঙ্গলালকে খুঁজে যদি পেতেম, উপায় হ'তো। সে দিকে সে জ্ব'ল্‌চে,—এ দিকে এ জ্ব'লচে। সংসারে আগুন জ্বাল্‌তেই এসেছিলেম, কত সরল হৃদয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছি,—শেষে কুলবালা মজালুম।

ললিতা। কি গঙ্গা, কি ভাব্‌ছো?

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হ'য়েছেন?

ললিতা। না, আমার বেশ দেখে ভুলো না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয়, তুমি প্রণয়হীনা বারবিলাসিনী, কিন্তু দেখ্‌ছি, তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে; আমিও রমণী, মনে করি উদাসিনী, কিন্তু উদাসিনী নই। কৈ—উদাসিনী ত হওয়া যায় না!

গঙ্গা। আপনি কি গৃহত্যাগ ক'রে এসেছেন?

ললিতা। আমার কখনও গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই। আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজও যে নাই, তা ব'ল্‌তে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক দিন যারে যত্ন ক'রেছি, কত সোহাগ ক'রেছি, কত তার মধুময় কথা শুনেছি, তারে ছাড়্‌বো মনে করি, ছাড়্‌তে পারি না। তখন সে আদরিণী ছিল, সোহাগিণী ছিল, এখন সে সাপিনী—দংশন কর্‌ছে; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গঙ্গা। যা ছাড়া যায় না, তবে তারে ছাড়বার চেষ্টা কেন ক'রছেন? কেন ফিরে যান না?

ললিতা। ফির্‌বো কোথায়? ফিরে কি ক'র্‌বো? আমার সোহাগই আমায় ফির্‌তে দেয় নাই। আচ্ছা, তুমি কি এখনো বল, যে যারে ভাল-বাসে, তারে সুখী দেখে তার সুখ?

গঙ্গা। তারে দেখে সুখ, তারে ভেবে সুখ, তার কথায় সুখ, তারে নিয়ে দুঃখে সুখ।

ললিতা। কিন্তু আমি একটী গান শুনেছিলুম, শোন—

( গীত )

কেন চাহিব তারে,—যারে দিয়েছি পরে।
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি, কেন মরম ঝরে।

সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি যাতনা, ছিঃ ছিঃ ভাল এ তো না ;
তবে একিলো জ্ব'লা, গলে শুকাল মালা,
ছিঃ ছিঃ মালা ছেঁড়ে না, ফুল ঝ'রে পড়ে না,
নীরস হারে, কেন যতন করে, কেন হৃদয়ে ধরে।

তুমি গানটী বুঝ্‌তে পার ?

গঙ্গা। বেশ বুঝ্‌তে পারি। আমার মালাও জ্বালিয়েছে, আমার মালাও শুকিয়েছে, কিন্তু ছেঁড়ে নি, ছিঁড়তে পারি নি; এখনও সে শুক্‌নো ফুল ঝরে নাই। তবু তারে আদর করি, তবু তারে হৃদয়ে ধরি, মনে হয় যেন সেই শুক্‌নো ফুল আবার ফুটবে।

ললিতা।— (গীত)

এত নয়ন জল ঢালি,
কই সরল হয় কলি ?
শুকিয়ে মধু গরল হ'লো,
তাইতো লো জ্বলি !
অযতনে ফোটে এ মুকুল,
হৃদয় আমোদ করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল ;
কেন কে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আগুনে ;
এ ভুলের কুসুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি।

গঙ্গা। ভুল্‌লে যদি ভোলা যায় না, তবে ভুলবো ব'লে আবার ভুল কর কেন ? যা হয় না, যা হ'বার নয়, তা মিছে ভেবে কি হবে ?

ললিতা। মিছে ভাব্‌লে যদি মিছে হ'তো, তবে অনেক জিনিস

মিছে হয়ে যেত। সকলই মিছে হ'তো, আমিও মিছে হ'য়ে যেতেম, কিন্তু মিছেও নয়—সত্যও নয়, এই এক বড় খেলা।

গঙ্গা। দেবি! কি মিছে ব'লচেন? খেলা বটে, কিন্তু মিছে খেলা নয়—প্রাণের খেলা; এ খেলা মিছে ব'লে শেষ হবে না, সত্যি বলে শেষ হবে না, খেলে শেষ হবে না, না খেলে শেষ হবে না।

ললিতা। তবে কি হবে?

গঙ্গা। কি হবে জান্‌লে আমি একটা রকম ক'র্‌তুম। কেন খেলচি জানি নে, কিন্তু খেলচি; কেন মজ্‌চি জানিনে, কিন্তু মজেচি; কেন চাচ্ছি জানি নে, কিন্তু চাচ্ছি।

ললিতা। এমন কেন হ'লো?—এ কি ভাল?

গঙ্গা। ভালমন্দ ছাড়া এ এক নূতন জিনিস। ভালমন্দের ভেতর এরে পাই নি। তবে মনে করি, যদি ভাল ভেবে নিই, তবে বুঝি হয় তো ভাল হয়। আপনি কি সত্যসত্যই সন্ন্যাসিনী হবেন?

ললিতা। এখন তো এই, তারপর কি হবে—কে জানে!

গঙ্গা। সন্ন্যাসিনী হয়ে আপনিই তো ব'লচেন, ভুলতে পার্‌বেন না; তবে কেন গৃহে যান্ না? আপনার সব আছে—সবই হবে।

ললিতা। গঙ্গা, তুমি ভালবাসো না, মন বোঝ না, মনে ক'রেছ ভালবেসেছ। এখনো ফের, অনায়াসে ফির্‌তে পারবে। এখনো তোমার দাগ পড়ে নি,—মুছে ফেলবার চেষ্টা কর, মুছে ফেলতে পারবে। আমার দাগ পড়েছে, আর উঠবে না; মোছবার যো থাক্‌লে, মুছে ফেলে ঘরে থাকতুম।

গঙ্গা। এখানেও কোন্ মুছে ফেলতে পারছেন? তবে কেন ঘরে যাবেন না?

ললিতা। কেন? তুমি যে রাজমহলে বে দেখ'নি, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি তাদের দু'জনের একবার আনন্দমুখ দেখতে, তা হ'লে

বুঝতে কেন? যদি ছল ঢাকা সরল আবরণ পূর্ণ মুখ দেখতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি সেই চাতুরী-ঢাকা মধুময় কথা শুনে—আশা ধ'রে ভেসে অকূলে ডুবতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? সে স্থান বিষ, সে কথা বিষ, সে হাসি বিষ, সে চোখের চাহনি বিষ, কিন্তু সে বিষে যে জ্বল্‌ছি—আমি তারে দেখাব না। সে দেখে যেন উপহাস না করে, সে দেখে যেন মুচকে হেসে চলে না যায়, সে যেন মাধুরীর গলা ধ'রে দেখতে না আসে। গঙ্গা, হলো না, তোমার কাছে থাকবো না, তুমি জ্ব'লে যাবে—ভস্ম হবে। দেখ, পার যদি একবার দেখে এসো, তারা কেমন আছে দেখে এসো, আমায় ব'লতে ইচ্ছা হয়, কেমন আছে ব'লো,—না ব'লো না। তোমার যা ইচ্ছা হয় ক'রো।

গঙ্গা। আমি দেখ্‌তে চল্লুম, যদি ফিরে আসি, তবে কোথায় দেখা পাব?

ললিতা। বোধ হয় এই খানে।

গঙ্গা। কিন্তু যদি মাধুরী দেবী পুরঞ্জনের অনুরাগিনী হন, তা হ'লে তাঁর জ্বালা আপনার চেয়ে বেশী।

ললিতা। কেন?

গঙ্গা। দেবি, আমরা বেশ্যা; অনেকের কঠোর করস্পর্শ আমাদের অনিচ্ছায় সহ্য ক'র্‌তে হয়, সে সহ্য করা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সে যে কি জ্বালা, তা যে জানে—সেই জানে।

ললিতা। কেন, নিরঞ্জন তো তাঁরে ভালবাসে? কিম্বা কে জানে,—সে চাতুরীময়, হয় তো তারেও মজিয়েছে; সে সকলই পারে, চতুরে সকলি সম্ভব।

গঙ্গা। আর মাধুরী যদি তারে না ভালবাসে?

ললিতা। এঁ্যা! না তুমি জান না। নিরঞ্জন নিত্য আস্‌তো, সেও ছাদের উপর প্রতীক্ষায় থাকৃতো; চোখে চোখে কথা হ'য়েছে, মনের

ভাব চোখে চোখে ব্যক্ত হ'য়েচে। সে আমায় দেখতে আস্‌তো না; ছলনা—ছলনা! না—না—আর ও কথায় কাজ নাই, আমি চল্লুম।

[ প্রস্থান।

গঙ্গা। একি! তবে কি মাঝে ভুল হ'লো? নিরঞ্জন কি একেই মাধুরী ভেবেছে? মাধুরী তো পুরঞ্জনেরই প্রত্যাশায় থাক্‌তো, নিরঞ্জনের নয়। ইনিই কি নিরঞ্জনের প্রত্যাশায় থাকতেন? রাজসাহীতে যে গল্প বলেছিলেন, সে গল্পের ভাবে আগেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। এখন আমার স্পষ্ট অনুভূত হ'লো, ইনি আপনিই সেই নায়িকা। আত্মহত্যা না ক'রে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছেন। তবে তো বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি রাজমহলে যাই, এর তত্ত্ব নিই। রঙ্গলাল কোথায় গেল? তারে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। তার দেখা পেলে উপায় হ'তো; এখনও উপায় হয়, সে সব পারে।

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

### গ্রাম্য-পথ।

( নিরঞ্জন )

নির। আমি কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম! মাধুরী কি আমার জন্যে উদাসিনী হয়েছে? পুরঞ্জন কি তারে ত্যাগ ক'রেছে? কি হ'লো, সকল দিকেই বিভ্রাট হ'লো! পৃথিবীতে আমি একটী কণ্টক জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম; পিতার কণ্টক, বন্ধুর কণ্টক, মাধুরীর সুখের কণ্টক, আমার আপনার হৃদয়ের কণ্টক! হয় তো পুরঞ্জন মাধুরীর বিরহে অতিশয় কাতর। শুনেছি সে দেশে দেশে পর্য্যটন ক'চ্ছে, মাধুরীকে খুঁজচে। যদি দেখা পাই,

সংবাদ দেব, পুনর্মিলনের চেষ্টা পাব। ঐ যে পুরঞ্জন! দেখা দেব কি? হ্যাঁ দেখা দিই, মাধুরীর সংবাদ বলে দিই।

( গয়ারাম ও উদাসভাবে পুরঞ্জনের প্রবেশ )

গয়া। তবে রে ব্যাটা, আবার ঘুর ঘুর ক'রে ফিরচো।

পুর। কে ও?

গয়া। আজ্ঞে ও বদমাইস, কি দাঁওয়ে ঘুর্‌চে। ব্যাটা ভিকিরী সেজেছে, ডাকাতীর চেষ্টায় ফির্‌চে। খালি সন্ধান রাখ্‌ছে, আপনি কোথায় যান, কি করেন। ব্যাটা, ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে ব্যাটা।

পুর। না না, কিছু বলো না, কি চায় জিজ্ঞাসা কর।

গয়া। কি চাস্‌রে ব্যাটা—কি চাস্?

নির। আমি, আমি—

গয়া। তুমি, তুমি! ধাড়ি বদ্‌মায়েস ব্যাটা, ডাকাত ব্যাটা—

নির। তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

গয়া। অত রসে কাজ নাই ব্যাটা, দূর হ ব্যাটা! আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাচ্ছে ব্যাটা!

পুর। কিছু দিয়ে দাও।

নির। (স্বগত) একি! আমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না? আমি তো সহস্র লোকের ভিতর পুরঞ্জনকে চিন্‌তে পারি। না, আমার দৈন্যদশা দেখে বোধ হয় ইচ্ছা ক'রে চিন্‌তে পাচ্ছে না, নচেৎ আমায় চিনতে পারবে না, কোনরূপে সম্ভব নয়। কথা কই।

গয়া। এই নে রে ব্যাটা নে, ব্যাটা দেখ্‌ছে দেখ—হাঁ করে! না নিস্ ব্যাটা, চলে যা।

পুর। কি, কি বলে?

গয়া। আজ্ঞে, একটা টাকা দিয়েছি, ব্যাটার পছন্দ হচ্ছে না।

পুর। দাও, একটা মোহর দাও। বোধ হয় বেশী আশা ক'রে আমার কাছে এসেছে।

গয়া। (মোহর দিয়া) ব্যাটা খুব দাঁও মারলে!

নির। তুমি, তুমি—

গয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, তোমার বোনাই আমি, তোমার সম্বন্ধি আমি, দু'ঘা লাগাতে পারলে বুঝ্‌তেম আমি,—ব্যাটার মোহরও মনে ধ'রচে না। সোনা রে ব্যাটা সোনা, মোহর রে ব্যাটা মোহর, তোর বাপ-দাদা কখনো দেখে নাই রে ব্যাটা!

পুর। (স্বগত) আর কোথায় দেখা পাব! কোথা যাব! নিশ্চয়ই বেঁচে নাই! নিরঞ্জন, একবার যদি তোমার দেখা পেতেম, তা' হলে এই দণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আমি প্রস্তুত। ভাই, তুমি আমায় ভুলে রয়েছ!

নির। (স্বগত) মুখ ফিরিয়ে নিলে, চিনেও চিনলে না, তবে আর কেন, যেখানে ইচ্ছা চলে যাই! দেহ ভার ব'লে বোধ হ'চ্চে।

[ প্রস্থান।

গয়া। দেখুন ম'শায়—দেখুন, ব্যাটা মোহর ফেলে ছুটলো। ব্যাটা রাহাজানি ক'রবে ম'শায়, দলে খবর দিতে গেল ম'শায়! আপনি আবার আপনার বন্ধুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছে ব্যাটা। কোন্ দিকে যান, তার তাগ্ রাখছিলো।

পুর। কি, মোহর নিলে না!—ডাকো, ডাকো।

গয়া। ওরে ফের রে ব্যাটা—ফের।

পুর। যাও, তুমি ওরে ধরো।

গয়া। আজ্ঞে দেখুন ম'শায়, ব্যাটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে ম'শায়! আমি ধ'র্‌তে পার্‌বো না মশায়, ব্যাটা ছুরি হেনে দেবে ম'শায়! ব্যাটা বদমাইস ম'শায়, রাহাজানীর ফিকিরে আছে ম'শায়!

( রঙ্গলালের প্রবেশ )

রঙ্গ। কি হে, নিরঞ্জন তোমার কাছে এসেছে ?

পুর। না, সে কোথায় ?

রঙ্গ। দেখ, কারাগার হ'তে বেরিয়ে যে কোথা চলে গেছে, তার আমি কিছু নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছিনে। নবাব তার বাপের জমিদারী ফিরিয়ে দিয়েছে, এ সংবাদ সে জানে না।

পুর। আমি তো ভাই, তার দেশে দেশে অনুসন্ধান ক'রেছি। পুরস্কার স্বীকার ক'রে, শত শত লোক চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো তার তত্ত্ব পেলেম না। ভাই রঙ্গলাল, আমার পিতা অতুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে সমস্ত তুমি লও, তোমার সৎকার্য্যে ব্যয় করো। আমার জীবনে ঘৃণা হ'য়েছে ! নিরঞ্জন বোধ হয় বেঁচে নাই, তা'হলে নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তো। আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল, আমার মরণই মঙ্গল।

রঙ্গ। মরণ যে মঙ্গল, এতো আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রেও পড়ি নাই, লোকেও বলে না। তবে প্রেমের নূতন বিধি, সে বিধিতে কি লেখে জানি নে।

পুর। রঙ্গলাল, তুমি এখনও পরিহাস ক'চ্ছ !

রঙ্গ। মরি মরি কি তোমার চমৎকার অনুমান ! তুমি ম'র্‌তে চাচ্ছ আর আমি পরিহাস ক'চ্ছি ! আমার তো তোমার মত প্রেমিক প্রাণ নয়, যে মরাটা নকড়া ছকড়া। মরো না এখন, দু'দিন থাকই না। মরণ বড় খুঁজতে হবে না, সেই খুঁজে পেতে নেবে এখন।

পুর। না না, আমার জীবনে ঘৃণা হয়েছে !

রঙ্গ। তা বেশ তো, ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে দু'দিন টেঁকেই যাও না। ম'রে কি বাহাদুরী ক'র্‌বে বল ? জ্যান্ত থাক্‌তে থাক্‌তে খুঁজে যদি বন্ধুর

দেখা পাও, সে একটা কাজ হবে। যদি সে মরেই থাকে, তার ছেলে পিলে নাই, একটা পিণ্ডি ত দিতে পার্‌বে। বন্ধুর খাতিরে তার বাপেরও কিছু উপকার ক'র্‌তে পার্‌বে। তা 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ব'লে বিশেষ কিছু ত সুবিধা হবে না। সংসারটা চেয়ে দেখ, বড় যে খুব সুখে সবাই আছে, তা নয়। একটা না একটা বেগোড় চ'লেইছে। তোমার জন্য তো আর নূতন সংসার হবে না। এক রকম গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে, দিনকতক কাটিয়ে দাও।

পুর। আহা, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে বেড়াচ্ছে!

রঙ্গ। এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি। এ কথা তো বিশেষ কোন সংবাদ হলো না।

পুর। কি ক'র্‌বো?

রঙ্গ। হারালে খুঁজতে হয়, এ নিয়ে তো বেশী তর্ক-বিতর্কের দরকার নাই।

পুর। নিরঞ্জনের ছবি আমার কাছে ছিল। আমি তার অনুরূপ সহস্র ছবি তয়েরি ক'রে লোক দিয়ে চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি।

রঙ্গ। সে বেশ করেছ।

পুর। তবে এখন কি ক'র্‌বো, কোথায় খুঁজবো?

রঙ্গ। কোথায় খুঁজতে হবে যদি জানতেম, তা'হলে তোমার খোঁজ ক'রতেম্ না—তোমার কাছে আসতেম না। সেইটুকু না জেনে প্যাঁচ পড়েছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। আর এক কথা,—শুনছি নাকি তুমি তোমার স্ত্রী ত্যাগ ক'রেছ?

পুর। হ্যাঁ, সেই সর্ব্বনাশের মূল!

রঙ্গ। বেশ ঠাউরেছ।. প্রেম ক'র্‌লে তুমি, নির্জ্জন নিকুঞ্জে গেলে তুমি, আর সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—সেই অবলা!

পুর। বেশ্যাকন্যা—বেশ্যা! সে নিরঞ্জনকে মজিয়েছে,আমায় মজিয়েছে।

রঙ্গ। ম'জতে মজেছে সেই। গলা পেতে বরমাল্য না নিলে না নিতে পার্‌তে, সে জুলুম ক'রতো না। ধর'—তুমি যদি মনে কর, দু'দশটা বিয়ে ক'রতে পার। কিন্তু তার দফা গয়া!

পুর। তুমি কি ক'রতে বল? সেই বেশ্যাকে ঘরে রাখ্‌তে বল?

রঙ্গ। একটা সমস্যা বটে। আমি বরাবরই তো বলি, জীবন সমস্যাময়। তবে সমস্যার এক কাটান মন্ত্র আছে।

পুর। কি?

রঙ্গ। সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক; কুল-কিনারা নাই। তাতে একটী ধ্রুবতারা আছে, দয়া! দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদ্‌সাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এট প্রত্যক্ষ, তর্কযুক্তির দরকার নাই।

পুর। কি—দয়া! দুর্জ্জনের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়? কপটতার দণ্ড দেওয়া উচিত নয়?

রঙ্গ। দেখ, একটা বাড়াবাড়ির কথা তুল্‌ছো। যেন ভট্‌চায্যি হ'য়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি ব'লতে-কইতে বড় সোজা; কিন্তু মনটা উটকে-পাটকে দেখলে, ক'জন যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে আমি দুর্জ্জন নই, ক'জন যে বল্‌তে পারে আমি কপট নই,—তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই। যদি কেউ থাকে, তারে দুশো বাহবা বটে।

পুর। ও কথা যাক্। চল দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেরুই।

রঙ্গ। আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে পড়। আমার একটু কাজ আছে।

পুর। কি কাজ?

রঙ্গ। মনে ক'চ্ছি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌বো।

পুর। সে কোথা?

রঙ্গ। বোধ হয় তার বাপের বাড়ী।

পুর। 'আমি তো পাল্কী ক'রে পাঠিয়েছি বটে; কি হে, তোমায়ও মজিয়েছে না কি?

রঙ্গ। তোমার তাতে আপত্তি কি? তুমি তো ব'লছ—সে বেশ্যা। আর যদি ম'জেই থাকি, কি এমন গুরুতর অপরাধ ক'রেছি! এমন দশজনে মজে, আমিও না হয় মজেছি।

পুর। তবু কথাটা কি শুনি?

রঙ্গ। দেখ চাঁদ, মনের উপর জুলুম ক'রো না। তারে ত্যাগ ক'রেছ, তবু কথাটা কি শুন্‌তে চাচ্ছ। ভাবছো, হা হুতাশ বন্ধুর জন্যই করো! তা নয়, অর্দ্ধেক নিশ্বাস মাধুরীর চরণে। হাতে পেয়ে পালোয়ানী ক'রে তারে ত্যাগ ক'রেছ, কিন্তু ত্যাগ ক'রেই যে তারে ভুলেছ—এ কথা তুমি দিব্বি ক'র্‌লেও আমার বিশ্বাস হবে না। তুমি তোয়ের আছ দেখ্‌ছি, বেরিয়ে প'ড়।

গয়া। ঠাকুর বড় কথা জানে!

পুর। তবে, ভাই, আসি।

[ প্রস্থান।

রঙ্গ। (গয়ারামের প্রতি) ওহে তুমি সঙ্গে চলেছ, মুনিবটা একটু ক্ষেপামত দেখ্‌ছ তো? হা-হুতাশ করেন ক'র্‌বেন, পরম মঙ্গল মরণ যেন না আলিঙ্গন করেন! তুমি একটু হুঁসিয়ার থেকো, উনি সব পারেন।

গয়া। আজ্ঞে ঠাকুর—আজ্ঞে ঠাকুর, আপনি ঠিক বলেছেন,—ক'দিন যেন কেমন কেমন হ'য়েছেন।

[ প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

রঙ্গ। কি বিবি, হেথায়ও যে ধাওয়া ক'রেছ?

গঙ্গা। তোমার গুমোর ক'র্‌তে হবে না, তোমার মুখের উপর এই আমি হাত নেড়ে ব'লছি, তোমায় আমি চাইনে।

রঙ্গ। অমন ক'রে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না, আমি যে তোমায় চাই।

গঙ্গা। মুখপোড়া, তোর কি চোখ আছে যে তুই আমার পানে চাইবি। তুই কি গানের ধার ধারিস্, তুই কি রূপের ধার ধারিস্, তুই কি গুণের ধার ধারিস্, তুই কি রসিকতার ধার ধারিস? তোর প্রাণে যদি একটু রস থাকতো, তা'হলে তুই আমায় চাইতিস্।

রঙ্গ। একটু রস আছে বিবিজান!

গঙ্গা। না, সে নিংড়ে পাওয়া যায় না।

রঙ্গ। তোমা চেয়ে আমি রসিক।

গঙ্গা। তোর রসের মুখে আমি নুড়ো দিই!

রঙ্গ। দেখ'—তোমার চিটে গুড়ের রস! কেমন জান?—মুখেমুখে থুতু খাওয়া-খাওয়ি! নির্জ্জনে চোখে চাওয়া-চাওয়ি, 'তোমায় ভালবাসি মণি, তোমায় ভালবাসি প্রাণ!' এই ত তোমার রস? এ চিটে গুড়ের রস,—দুনিয়ায় ছড়াছড়ি। এক জোড়া পায়রা দেখো, দুটো চড়াই পাখী দেখো, তারাও ঠিক ঐ চিটে গুড়ের রসিক। তোমরা মানুষ হ'য়ে আর কি বড় বাড়াবাড়ি ক'রলে!

গঙ্গা। তোমার রসটা কি শুনি?

রঙ্গ। এ রসের তরঙ্গ! দুনিয়া একবার ঠাউরে দেখ, তা'হলে বুঝবে, আমার প্রাণে রস আছে কি না। যাকে তুমি রসিক বলো, সে তোমায় চাঁদের মতন মুখ ব'লবে, পদ্মের মত চোখ বলবে, নদীর জলের মত ঢলঢলে অঙ্গ ব'লবে;—এই ত তোমার রসিক চূড়ামণি কবির বর্ণনা। তা চাঁদ দেখলেম, পদ্ম দেখ্‌লেম, নদীর ঢেউ দেখলেম, তা হলেই ত ফুরোল। কিন্তু গঙ্গা, একটী ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ! মেঘের মুখে কি প্রেম, তাকি তুমি দেখেছ! চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ! দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর ক'রেছ! দেখ, এ দুনিয়া এক

দেখবার জিনিস! দেখলে দেখতে পার। যদি দেখতে শেখো, তা'হলে আমার মত একটা ছোটখাট কীট-পতঙ্গ দেখবে না। তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখবে যে রসের তরঙ্গ বইছে!

গঙ্গা। তোমার মত অত রস আমার নেই। আমি একটী ছিটে-ফোটা রসের কথা ব'লতে এসেছি, শোন।

রঙ্গ। কি?

গঙ্গা। একটা ভুলে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমি রাজমহলে গিয়ে শুনলেম, পুরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হয়েছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে নয়।

রঙ্গ। তা বেশ শুনেছ।

গঙ্গা। তোমার সব কথায় ঠাট্টা, কথাটা শোন না।

রঙ্গ। তোমার বলাটা আগে, আমার শোনাটা ত আগে নয়; তুমি বল্‌লেই পার সোনার চাঁদ!

গঙ্গা। ললিতা ব'লে রাজা উদয়নারায়ণের বন্ধুর এক কন্যা ছিল। উদয়নারায়ণ তারে ঘরে এনে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন মনে ক'রেছে, সেই মাধুরী;—তাইতে এই জঞ্জাল্ বেধেছে।

রঙ্গ। মরি মরি এটুকু যদি আগে ব'লতে বিবিজান, তা'হলে এতটা ওলটপালট হ'তো না।

গঙ্গা। তুমি আমায় তিরস্কার ক'রো না, তোমার তিরস্কার আমার বাজের মত ঠেকে; তোমার জিবে আগুন আছে, আমায় পুড়িয়ে খাক ক'রে ফেলে।

রঙ্গ। দেখ, গল্পে আছে,—এক রকম পাখী বুড়ো হ'লে, আপনি চিতে সাজিয়ে পুড়ে মরে। পুড়ে নবযৌবন পায়। সংসারে এসে যে পুড়তে পারে, সে নবযৌবন পায়। একটু পোড় না, নবযৌবন পাবে।

গঙ্গা। নাও নাও—হ্যাকরা রাখ, এখন কি ক'র্‌বে বল?

রঙ্গ। কি ক'রবো ঠাউরে, আমি কোন কাজই ক'রতে পারিনে। আমি ঠাউরেছি এক রকম, হ'য়েছে আর এক রকম। কে এক ব্যাটা সয়তান আছে, সে মানুষ নিয়ে খেলা করে। তবে দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যন্ত আমাদের হাত। এই বোঝ না, আর একটু আগে তোমার এইকথা জান্‌লে, ঘটনাস্রোত আর এক রকম চ'লতো। এখন কোন দিক দিয়ে কি চলবে, তা তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই। তবে আসি বিবিজান, তুমিও একটু চেষ্টায় থেকো। (প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। শোন না, শোন্ না,—আমি ললিতা কোথা আছে জানি, কিন্তু নিরঞ্জন কোথা বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

রঙ্গ। সেই খবরটি চাও? সেটি আমি জানি নে। খুঁজ্‌তে পার তো দেখ, সেলাম। [ প্রস্থান।

গঙ্গা। মন, সত্যই ভালবাসলি! সত্যই দাসী হ'লি!—রাজা-রাজড়াও যে পায়ে ফিরেয়েছিস; এই বাউণ্ডুলোকে নিয়ে মজ্‌লি, ওর কথার ঠিক নাই, কাজের ঠিক নাই। ওকে কখনও পাবি নি, কিন্তু ও মরতে ব'ল্‌লে অনা'সে ম'রতে পারিস্! ছিঃ ছিঃ—এ আমার কি হ'ল!

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

### কবর-ভূমি।

( শালিগ্রামের মৃত-দেহ পতিত )

নিরঞ্জন।

নির। জীবন স্বপ্নমাত্র! সমস্ত জীবনই একটী ঘোর দুঃস্বপ্ন! পুরঞ্জন কি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না? এ কি সম্ভব! আমার দুর্দ্দশা দেখে ঘৃণা ক'র্‌লে! তা কি সম্ভব? কিছু নয়—কিছু নয়, একটী স্বপ্ন—একটী ঘোর দুঃস্বপ্ন! স্বপ্ন ব্যতীত এ ঘটনা কখনো সত্য হ'তে পারে না! কি ছিলেম, কি হলেম, সমস্তই স্বপ্ন! এ কি সমাধিক্ষেত্র? অতি শান্তিময় স্থান! মহানিদ্রায় মহাশ্মশানে নিমগ্ন! নিশ্চিন্ত—আর জ্বালা যন্ত্রণা নাই—জীবনের তাপ শীতল! আশ্চর্য্য!—ক্ষণিক জীবনে এত তাপ? নিদ্রাই আনন্দ—মহানিদ্রায় মহা আনন্দ! এ কি পিতা!—তোমার এই দশা! কুক্ষণে তোমার সন্তান জন্মেছিলেম! কি হ'লো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! এ কি রাজ-অঙ্গুরী! তবে কি, নবাব, তুমি বধ করেছো? পিতা—পিতা! একবার চাও, একবার কথা কও! কেরে নির্দ্দয়, বধ ক'রেও কি তোর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই, এই কুৎসিৎ স্থানে ফেলে দিয়েছিস্!

( দুইজন প্রহরীর প্রবেশ )

১ম প্র। দেখো ভাই, হিঁয়া কোন্? দানা হ্যায়!

২য় প্র। নেই—নেই, কবর উখারকে কাপড়া-চোরা নে আয়া।

১ম প্র। ঠিক্, মুর্দ্দা নিকালা। শালাকো পাকড় লে।

২য় প্র। তোম্ কোন রে?

নির। বাবা—বাবা! একবার কথা কও। সন্তান হ'য়ে শেষে কি তোমার এই দশা দেখ্‌লেম!

১ম প্র। হুঁসিয়ারসে পাক্‌ড়ো, শালাকো পাশ হেতিয়ার হ্যায়।

নির। আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা ছিল!

( প্রহরীদ্বয়ের ধৃত করণ )

১ম প্র। এ ক্যা—খুন কিয়া!

নির। না—না, আমায় বেঁধো না, আমার পিতা!

১ম প্র। আরে যেৎনা কবরমে যো সব আদমি হ্যায়, সব কৈ তেরা বাপ হ্যায়!

২য় প্র। আরে চলো, বাবাকা পিছে দেখিও।

নর। সিপাই—সিপাই—আমি এর সন্তান।

১ম প্র। হাঁ—হাঁ, বেটাকো কাম কিয়া হ্যায়।

নির। আমায় নিয়ে যেও না, আমায় নিয়ে যেও না। ( মূর্চ্ছা )

২য় প্র। শালা সরাপ পিয়া!

১ম প্র। ইধার্ আয়া, বড়া কাম কিয়া।

২য় প্র। বক্‌সিস মিলেগা, খুনী পাকড়া।

১ম প্র। রাম নাম সত্য হ্যায়।

২য় প্র। তেরা কি চাচা হ্যায়?

১ম প্র। চাচা সে বেহেতর। রাম নাম সত্য!

২য় প্র। রাম নাম সত্য!

[ সকলের প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

### দেবী-মন্দির।

( ললিতা ও গঙ্গা )

গঙ্গা। ললিতা দেবি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! নবাব সরকারে প্রচার, যে, নিরঞ্জন কারে হত্যা ক'রেছে। আমি কারাগারে তারে দেখে এলেম।

ললিতা। মিথ্যা কথা!

গঙ্গা। মিথ্যা কথা আমি জানি, কিন্তু বিচার-স্থানে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই; সাব্যস্ত হ'য়েছে, তিনি হত্যা ক'রেছেন। নবাব সাহেবের ধারণা যে, যারে খুন ক'রেছেন, সে নবাবপক্ষীয়। উদয়-নারায়ণ বিদ্রোহী। সরফরাজ খাঁ বলেছে যে, নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের লোক, তাই খুন ক'রেছে। কে জানে কেন তিনি নীরব, কোনও উত্তর করেন না।

ললিতা। গঙ্গা, আমি বুঝেছি, কেন তিনি কথার উত্তর করেন নাই। আমি কালসাপিনী, আমি তাঁর হৃদয়ে দংশন ক'রেছি। সে আমা ছাড়া জানে না! আমি তার উপর নির্দ্দয় হ'য়েছি, সেজন্য সে জীবনের মমতা রাখে নাই। গঙ্গা, আমার আনন্দ হ'চ্চে!

গঙ্গা। কি কথা ব'লছেন?

ললিতা। সত্য ব'লচি, আমার আনন্দ হ'চ্চে! আমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রবো। আমি আপনার জীবন দানে তাঁরে দেখাব, যে তাঁর ছবি একদিনের জন্যও আমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই। আমি তাঁর জন্য সন্ন্যাসিনী, আমি জীবন আহুতি দিয়ে এই প্রেমব্রত উদ্‌যাপন ক'রবো।

গঙ্গা। কি ব'লছেন,—কি উপায় ক'রবেন!

ললিতা। গঙ্গা, তোমার অনেক সুন্দর পরিচ্ছদ আছে, একটী আমায় ভিক্ষা দেবে?

গঙ্গা। যা চান—তাই দেব, কিন্তু আপনি কি উপায় ক'র্‌বেন?

ললিতা। উপায় আছে। এটী কি দেখ্‌ছো,—এ হলাহল; আর দেখ এই তীক্ষ্ণ ছুরি—কোমল বক্ষে মমতাশূন্য হ'য়ে প্রবেশ করে। গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি নিরঞ্জনকে রক্ষা ক'র্‌বো। তোমার একটী সুন্দর পরিচ্ছদ দাও। আমায় সুবেশা ক'রে দাও। তুমি বেশভূষা ক'রতে নিপুণ, তুমি আমার বেশভূষা ক'রে দাও,—এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

গঙ্গা। অ্যাঁ!

ললিতা। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? যদি কোন উপায় ক'র্‌তে না পারি, রাজদণ্ডে যদি নিরঞ্জনের প্রাণবধ হয়, তার সঙ্গে সহ-মরণে আমি যাব। কুরূপা দেখে সে যেন আমায় ঘৃণা না করে।

গঙ্গা। হায় হায় কি উপায় হবে! আমি দূতি হ'য়েই এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমার কি নরকেও স্থান আছে!

ললিতা। কেন গঙ্গা, তুমি কেন খেদ ক'চ্চ? তুমি তো কিছু করো নি। আমার সে প্রাণপতি, আমি মনে মনে তারে বরণ ক'রেছি।

গঙ্গা। না না, আমিই বিভ্রাট ঘটিয়েছি।

ললিতা। গঙ্গা, তোমায় মিনতি, যতক্ষণ না নিরঞ্জনকে উদ্ধার করি, ততদিন আমায় কিছু ব'লো না। তারপর যদি কখনো নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কথার সময় ঢের পাব।

গঙ্গা। (স্বগত) সত্য, এখন জানিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) তুমি অবলা, কি উপায় ক'র্‌বে?

ললিতা। তুমি কেন ভাব্‌ছো, নিশ্চয় উপায় ক'র্‌বো। সতী যদি প্রাণপতির প্রাণ ভিক্ষা চায়, ভগবান এত নিষ্ঠুর নন, যে তিনি দেবেন

না। না পারি, পরিণাম তো আমার নিকটেই রয়েছে দেখ্‌লে। যখন অসহায় আমি গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসি, তখনই আপনার উপায় আমি ক'রেছি। নিরঞ্জনকে আমি বাঁচাবো, তজ্জন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। মা জগদম্বার রাজ্য, সতী পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি তাঁর কন্যা, তিনি কি আমায় স্বামীর প্রাণবধ দেখ্‌তে সৃজন ক'রেছিলেন? কখনই না! ঐ দেখ মা হাস্‌চেন, অভয় হাত তুলে ব'লছেন—ভয় কি! গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁরে রক্ষা ক'র্‌বো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান ক'রে আসি, অঙ্গের ভস্ম ধুয়ে আসি।

[ প্রস্থান।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো কোথায় গেল? দেখ্‌তে পেলে মুখে নুড়ো জেলে দিই। পোড়ারমুখো কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই গেলেম। গাল দিলে গায় মাখে না, আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পোড়ারমুখো জন্মেছিল। আমার এত কেন, আমি বেশ্যা—নেচে গেয়ে বেড়াই,—ওমা কে মরে, কে বাঁচে, আমার এত মাথা ব্যথা কিসের গা? ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে! মরে না গা, মরে না? আমার আপদ চোকে না? দূর ছাই, আর ভাব্‌তে পারি না! ঘা দুই খ্যাংরা মার্‌তে পারি তো গায়ের ঝাল মেটে! পোড়ারমুখো কি জানে, ও অনেককে মজিয়েছে!

( রঙ্গলালের প্রবেশ )

রঙ্গ। গঙ্গা—গঙ্গা, তোমার বেশ চেহারা!

গঙ্গা। পোড়ারমুখো, বলো না—তোমার কি কথাটা বলো না?

রঙ্গ। তোমায় সাজ্‌লে-গুজলে যা দেখায়, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো!

গঙ্গা। হ্যাঁ, তোমার পিণ্ডি দেওয়া হয়।

রঙ্গ। গঙ্গা, তুমি বড় চমৎকার দেখ্‌তে!

গঙ্গা। তা বুঝেছি, তোমার কি পিণ্ডিতে লাগ্‌বে বলো ?

রঙ্গ। আমার তো মন ভুলিয়েছ, আর এক জনের মন ভোলাতে পার ?

গঙ্গা। তোমার মতন ঢং ঢাং আমি অনেক জানি। সোজা কথায় বলো—কি চাও ? ওর যেন চোদ্দপুরুষের বাঁদী !

রঙ্গ। গঙ্গা, তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যার চৌদ্দপুরুষ না উদ্ধার হ'লো, তার জীবনই বৃথা। তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।

গঙ্গা। দেখ, দিনরাত্রিই দিচ্চি, তোমার গালে লজ্জা আছে কি ? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি।

রঙ্গ। আমি যে তোমার পায়ে ধরা।

গঙ্গা। দেখ্‌ মুখপোড়া, অমন বক্‌বক্‌ ক'রবি তো ঝাঁটা খাবি।

রঙ্গ। তোমার হাতে তো ঝাঁটা নাই, কেন কষ্ট ক'রে আন্‌তে যাবে ?

গঙ্গা। দেখ্‌ মুখপোড়া, কি বল্‌বি বল, নইলে আমি চল্লুম।

রঙ্গ। আমার পীরিতে পড়েছ, কোথা আর যাবে বল' ?

গঙ্গা। ওমা, আমার কন্না পাচ্ছে, এই পোড়ারমুখোকে গর্দ্দানা দিয়ে কেউ তাড়িয়ে দেয় না গা।

রঙ্গ। কেঁদো না কেঁদো না, আমি তোমার মুখ মুছিয়ে দিচ্চি।

গঙ্গা। আচ্ছা ভাই, আমি রাজী আছি, তুই কি ব'ল্‌বি—বল্‌ না।

রঙ্গ। বেশ ক'রে সেজেগুজে নবাবের মন ভোলাতে পার ?

গঙ্গা। ওমা, বুড়ো মুর্শিদকুলি খাঁ ! পোড়ারমুখো বলে কি গো !

রঙ্গ। গঙ্গা, আমি সত্য ব'ল্‌ছি, তোমার গানে দেবতা মোহিত হয়।

গঙ্গা। হয় হবে, আমি কি ক'র্‌বো ?

রঙ্গ। তুমি সভায় গিয়ে গান করো। যখন তোমায় বখসিস্‌ দিতে

চাইবে, তখন তুমি ব'ল্‌বে, যে হিন্দুকে জ্যান্তো কুকুর খাবার হুকুম হ'য়েছে, তার প্রাণভিক্ষা দেন।

গঙ্গা। কে সে?

রঙ্গ। আমি জানিনে, শুন্‌লুম একজন পাগল।

গঙ্গা। কেন, তুমিও তো নবাবের ব্যামো ভাল ক'রেছিলে, তোমায় তো বখসিস্ দেবে ব'লেছিল, এখন কেন চাও না?

রঙ্গ। আমি বিস্তর অনুরোধ ক'রেছি, নবাব কোন কথা শোনেন না, তিনি বলেন, এ রাজা উদয়নারায়ণের চর।

গঙ্গা। তা আমার কথা শুন্‌বে কেন?

রঙ্গ। তোমার এক্‌লার কথা শুনবে না, কামদেব তোমার সহায় হবেন। তুমিও যেমন নয়নবাণ মার্‌বে, তিনিও তেমনি পঞ্চবাণ ছেড়ে দেবেন।

গঙ্গা। তুই দূর হ—তুই দূর হ! নইলে পোড়ারমুখো আমি চল্লেম। (স্বগত) থাক মুখপোড়া, আমি আর এক বুদ্ধি ক'র্‌চি। তোরই বুদ্ধি আছে, আর আমার নাই। আমি আর এক ওষুধ ঝাড়বো, মিন্‌সে তাক হ'য়ে যাবে!—দেখবে গঙ্গার বুদ্ধি আছে কি না। মিন্সে দেমাকেই মলো—আপনার বুদ্ধির গরবে ফেটে ম'র্‌চে। পোড়ারমুখো জানে না, যে নিরঞ্জন ধরা প'ড়েছে। মনে ক'রেছে, আর কে ধরা পড়েছে। এখন কিছু ব'ল্‌বো না। আচ্ছা দেখি, তোর কাজ ক'রে দিতে পারি কি না। [প্রস্থান।

রঙ্গ। মা, তুমি কি সত্যি মা, না জিব বার ক'রে অমনি দাঁড়িয়ে আছ? দুনিয়ায় ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবতা মানামানি—আমি বুঝে নিয়েছি। সংসারের দুঃখ ভোগ ক'রে মানুষের ভোরপুর হয় না। ম'রে স্বর্গে গিয়ে এমনি খাতে খোয়ার হয়, তার চেষ্টা পান। তোমায় দুটো বিল্বপত্র দিয়ে পূজা ক'রে তারই ফলে স্বর্গে উর্ব্বশী, রম্ভা প্রভৃতি মেয়েমানুষ চান। পরকালেও

মান অপমান খোঁজেন! সাবাস মানুষের বুদ্ধি! মেয়েমানুষ চান, মান চান, আবার সুখও চান! ভাবেন, মেয়েমানুষ আছে—প্রতারণা নাই; মান খোঁজেন—ভাবেন সেথা অপমান নাই। শুনেছি, তোমার নাম মহামায়া, তুমি যদি সংসার গ'ড়ে থাকো, তোমায় বাহবা বটে! ছিটে ফোঁটা কি একটু দিয়েছ, মানুষ মনে করে—এই বুদ্ধি। যদি কেউ নির্ব্বোধ বলে, রেগে টং! সব বোঝেন,—শুধু কোথা হ'তে এসেছেন আর কোথায় যাবেন, তা জানেন না! যদি সত্যি সত্যিই এই কীর্ত্তিটা তোমার হয়, তা'হ'লে তোমার দেখা পেলে একবার বলি, তুমি সয়তানের সয়তাননী, এত দুঃখও তোয়ের ক'র্‌তে পেরেছ! শাস্ত্রের মুখে ঝাঁটা, বলে লীলা—লীলা—লীলা, তোমার সাতগুষ্টির লীলা, কিন্তু তোমার লীলার চোটে মানুষের প্রাণ হায়রাণ!

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরফরাজখাঁর বিলাস-কক্ষ।

( সরফরাজখাঁ ও নর্ত্তকীগণ )

নর্ত্তকীগণ।— ( গীত )

চমকি চমকি রহে বিজুরি।
চলে নলকে দলকে নিশা উজরি॥
দমকে দমকে ঘন গরজন গভীর ঘোর,
বাদর খরতর প্রখর;
ডুরু ডুরু মদন-ডঙ্কা বাজে,
বিরহী-হৃদিমাঝে কঠোর বাজ বাজে ;

শ্বাস পবন ঘন—
তর তর ঝর ঝর নয়ন বরিখন,
থর থর কম্পন, মন্মথ শাসন,
কেইসে সামৃহারি নারী।
পিয়া বিনু কেই সে গুজারি॥

[ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

( গঙ্গা ও ললিতার প্রবেশ )

সরফ। তোম্‌কো হাম কুত্তা খিলায়াঙ্গে। উস্কো বাদ মাধুরীকো পাকৃড়াঙ্গে। দেখো তোমারা ক্যা হাল হোয়।

গঙ্গা। নবাবজাদা, আমার অপরাধ কি? সে যাদু জানে! ওড়না মুড়ি দিয়ে শুলো, আপনি উড়ে গেল, আমায়ও উড়িয়ে দিলে! আচ্ছা দেখ, কারে এনেছি দেখ,—তারপর কুত্তা খাইয়ো; দেখ—একবার মুখখানি দেখ।

সরফ। বাঃ বাঃ গঙ্গা! তোম্‌কো ইনাম দেঙ্গে,—যো মাঙ্গো। হাম ইস্‌কো মাঙ্গা।

গঙ্গা। আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি কুত্তা খিলাও!

সরফ। ( ললিতার প্রতি ) বিবি বিবি, তোম্ মেরা জানি!

গঙ্গা। তুমি এখন তোমার জানি নিয়ে থাকো, আমি চল্লুম।

সরফ। যাও যাও, কাল ফজিরমে আও। [ গঙ্গার প্রস্থান।

বিবি, বিবি, তোমারি এত্তি মেহেরবান গি!

ললিতা। নবাবজাদা, তোমার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল হ'য়েছি। কতক্ষণে তোমার দেখা পাব—কতক্ষণে তোমার দেখা পাব, এই আমি ভেবেছি।

সরফ। কাহে? কাহে নেই পূর্জ্জা ভেজি? হাম তোম্‌কি ঢুঁর ঢুঁর কে হায়রাণ।

ললিতা। সত্যি ?

সরফ। বহুৎ সাচ্ হ্যায়।

ললিতা। আচ্ছা তার একটা প্রমাণ দাও।

সরফ। কহো, ক্যা পরখ মাঙ্গো ?

ললিতা। কি মাঙ্গবো, তাইতো ভাব্‌চি। আচ্ছা, কাল একজনের কুত্তা খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে নয় ?

সরফ। হাঁ হাঁ,—সো হুয়া।

ললিতা। আচ্ছা তারে খালাস দাও। দেখি কেমন আমায় ভালবাস ?

সরফ। আচ্ছা, ও তোমারা কোন হ্যায় ?

ললিতা। কেউ নয়, আমি পরখ ক'রছি, তুমি কত আমায় ভালবাস।

সরফ। দেখো বিবি, বড়া মুস্কিলকা বাত উঠায়ি। নবাবসাবকা শোবা হুয়া ও দুশমন হ্যায়। নবাবকা বহুৎ দুশমন খাড়া হো গিয়া, প্রজা বেগড় গিয়া,—উস্‌কা তো ছোড়েগা নেই।

ললিতা। ও তোমার পীরিতের কথা সব মিছে! তবে তোমার সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বো না।

সরফ। ক্যা করোগি ? হাম তো তোম্‌কি ছোড়েগা নেই।

ললিতা। নবাবজাদা, এই ছুরি দেখ্‌ছো ?

সরফ। বিস্‌মোল্লা!

ললিতা। চেঁচিও না, আমি তোমায় মার্‌বো না, নিজের বুকে বসিয়ে দেব। যারে ভালবাসি, সে যদি না ভালবাসে, তবে এ প্রাণের আবশ্যক কি ? এই দেখ আমি বুকে বসাই।

সরফ। নেই নেই—সবুর। হামকো দাদাকো পাশ জানে দেও।

ললিতা। তুমি যে মিছামিছি আমায় ব'লবে, তা আমি শুনবো না। আমি দেখ্‌বো, সে ছাড়ান পেলে।

সরফ। কেই সে দেখোগি ?

ললিতা। কেন ? যখন কোন কাফেরকে কুত্তা খাওয়ান হয়, বেগমেরা তো সব পরদার আড়াল হ'তে দেখে।

সরফ। আচ্ছা সোয়ি হোগা ; বাঁদী, বাঁদী—

( বাঁদীর প্রাবশ )

মেরা জানিকি খিদমদ্ করো।

বাঁদী। যো হুকুম নবাবজাদা !

[ সকলের প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

### রাজপথ।

( জনতা—রাজকর্ম্মচারিগণ )

রাজ-কর্ম্ম। ( ঢাঁড্রা দেওন ) আজ জিতা আদ্মি কুত্তা খিলায়া যাতা, যো দেখোগে, ময়দান মে চল। বহুত হুঁশিয়ার, কোই বিগ্ড়ো মাৎ। যো বিগ্ড়োগে, নবাবকা হুকুমসে কুত্তা খিলায়া যাওগে। বিগড়কে নবাবকা দুশমনি মাৎ করো।

[ রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

( দুইজন মুসলমানের প্রবেশ )

১ম মু। হাদে মামু, চ' চ'।

২য় মু। হাদে কনেরে ছাওয়াল ?

১ম মু। শোন্‌চিস নে ঢাঁড্রা মাত্তিছে ! কোত্তা খাওয়া করাবে ?

২য় মু। কেডারে খাওয়া করাবে—কেডারে খাওয়া করাবে ?

১ম মু। একটা হেঁছুরে—হেঁছু!

২য় মু। এ্যা—কি বল্‌ছিস্!—আরে চ' চ'—তোর নানীরে খপর দে; তোর মামীরে খপর দে, তোর দাদারে খপর দে।

১ম মু। আরে সেটা কবরের মুদ্দর, সেটাকে সাথে নিতে চাস্?

২য় মু। আঃ—দেখ্‌তি পাবা না? বুড়া হইচে, তামাসা দেখ্‌বা না?

( একজন বৃদ্ধার প্রবেশ )

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, এই যে ঢ্যাঁড্‌রা দিচ্ছে, তা কাঙ্গালী বিদেয় ক'র্‌বে না?

১ম মু। হ্যাদে মামু, কইচে কি শোন? ব'লে,—'কাঙ্গালী বিদায় কর্‌বা না?'

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, নবাব সরকারে কি বিদেয় দেবে বাবা?

১ মু। এই এক হাতা খিঁচ্‌ড়ি আর এক এক হাতা গোস্ত।

বৃদ্ধা। পয়সা দেবে না বাবা, পয়সা দেবে না? আমরা গোস্ত খাইনি বাবা, ছুটী চিঁড়ে মুড় কি কিনে খাব।

( জনৈক হিন্দুর প্রবেশ )

হিন্দু। নারায়ণ—নারায়ণ—হিন্দু কো কুত্তা খিলায়েগা!

১ম মু। খেলাবে না—দুশমুনি কর্‌বার পারে?

[ হিন্দুর প্রস্থান।

( বৃদ্ধ মুসলমানের প্রবেশ )

বৃদ্ধ মু। এ বহুৎ তামাসা, এস্‌কা বরাবর তামাসা নেই।

২য় মু। হ্যাঁ খাঁসাহেব,—এ বড় তাম্‌সা হবে এ্যানে। হ্যাদে এমন তাম্‌সা তুমি কয়ডা ছ্যাখ্‌ছো?

বৃদ্ধ মু। আরে এ ক্যা নবাবী জান্‌তা, নবাবী হুয়া এস্‌কা আগাড়ি।

২য় মু। সে নবাবীটা কি ধারা খাঁসাহেব, কি ধারা?

বৃদ্ধ মু। আরে শুন্ লে, হিন্দু চার পাঁচঠো খাড়া কর দিয়া,—ওন লোককা মাথেমে পাট লপেটকে মশাল বানায়া,—অঃ রোসনাই হো গিয়া! দু'চারঠোকে পিঁজরামে ঘুসাকে দরক্তপর লট্‌কা দিয়া। দানা-পানি বেগর চিল্লা চিল্লা মরে।

২য় মু। ওঃ—তেমন তাম্‌সা এখনো হতিছে। আজম খাঁ সাহেব জমীদার ধরি আন্‌তিছে, ল্যাঙ্গা ক'রে রোদি রাখ্‌তিছে। সেদিন মুই দেখে এলাম, একটা জমীদারকে বাঁদছে, আর সে পানি-পানি কত্তিছে,—আঃ হেস্তে বাঁচি নে।

১ম মু। তোমার নবাবী আমলে কি বৈকুণ্ঠ ছ্যালো? এই বৈকুণ্ঠ মদ্দি জমীদারগুলোকে ঘোসাচে, আর তোবা-তাল্লা ডাক্‌তিছে।

বৃদ্ধ মু। আরে কুত্তা খিলায়াকা সাম্‌নে বহুৎ থোরা হ্যায়। টুক্‌রা টুক্‌রা গোস্ত ছিন্ লে', আউর আদ্‌মি তড়প মে লাগে। আর গিদ্ধার কা মাপিক চিল্লাও এ!

২য় মু। আরে তুই ডব্‌কা ছোরা,তুই কি বুঝ্‌বি,—এটা ভারি তাম্‌সা।

১ম মু। হ্যাদে তুই চ'না ক্যান, মুই কি মানা কত্তিছি? মুই তো তোরে কলাম।

২য় মু। আরে চ' চ'—ঐ ঘণ্টা দিতিছে।

বৃদ্ধা। দান-বাড়ী কোন দিকে বাবা? তোমাদের সঙ্গে যাব বাবা! আমি বড় কাঙ্গাল বাবা!

১ম মু। আরে বক্ বক্ কত্তিছে,—চল মামু, চল।

[ বৃদ্ধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৃদ্ধা। বলবে না, বকৃরায় কম হবে। দাতায় দান দেবে, কাঙ্গালের বুক ফাটে। মর—অহঙ্কারে মট্ মট্ ক'রচে। হন্ হন্ ক'রে চলচে, গতরের গুমর কর্‌চে। ও গুমর থাক্‌বে না, আমারও একদিন ছিল।

[ প্রস্থান।

( গয়ারাম ও পুরঞ্জনের উভয়দিক হইতে প্রবেশ )

পুর। কোথায় ছিলে? চল প্রস্তুত হও, দেশে যাওয়া যাক্। আর কোথায় তার দেখা পাব, সে জীবিত নাই।

গয়া। আজ্ঞে, সেই বদমাইস ব্যাটা ধরা পড়েছে, তারে ডালকুত্তোয় খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে।

পুর। কে বদমাইস্?

গয়া। আজ্ঞে, সেই যে সেই, যে ব্যাটা মোহর ফেলে পালিয়েছিল। আমি ঠিক ঠাওরেছি, ব্যাটা ডাকাত।

পুর। সে কি ক'রেছে?

গয়া। আজ্ঞে ম'শায়, শালিগ্রাম রায় সাহেবকে খুন ক'রেছে।

পুর। কেন?

গয়া। আজ্ঞে ম'শায়, সে বোম্বেটে। ব্যাটা ধরা পড়ে এখন পাগল সেজেছে। ব্যাটা পাহারাওয়ালাদের ব'লেছিল, যে রায় সাহেব ওর বাবা। এখন ব্যাটার মুখে আর বাক্যি নাই।

পুর। কি কি রায়সাহেব তার বাবা?

গয়া। আজ্ঞে না, ব্যাটা দরবারে নবাবের দাবড়ি খেয়ে চুপ ক'রে রইলো, ব্যাটার মুখে বাক্ হ'রে গেল।

পুর। সে কোথায়?

গয়া। আজ্ঞে, ময়দানে তারে ধ'রে ডালকুত্তা খাওয়াতে এনেছে। দেখছেন না, তামাসা দেখ্তে ময়দানে পালে পালে লোক ছুটেছে।

[ পুরঞ্জনের বেগে প্রস্থান।

ওই! খেপলো না কি? ভুলো আমায় এই খ্যাপা মুনিবের কাছে জুটিয়ে দিয়ে গেল। কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে অবধি ঘুরে ঘুরে সারা হলেম। দিলে দিলে—বউটাকেই গর্দ্দানা দিলে, মোহরটা মোহরটাই দিয়ে দিলে।

হু'হাতে টাকা খরচ কর্‌চি, তার হিসেবও নাই, কিতেবও নাই। মুনিবটা খ্যাপাও বটে, ভালও বটে।

[ প্রস্থান।

---

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বধ্যভূমি।

মুরশিদ্‌কুলিখাঁ, সরফরাজখাঁ, অর্দ্ধ প্রোথিত নিরঞ্জন,

জল্লাদ ও প্রহরীগণ ইত্যাদি )

সরফ। দাদা, তোমারা গোড় পাক্‌ড়ে, আসামী কো ছোড় দেও, ওসকা কসুর নেই।

মুর। ভেইয়া, তোম্ তোমারা গাহানা-বাজানাকা কাম্ জানো, হাম্‌কো রাজকা কাম করনে দেও। তোমারা দেল মোলায়েম হ্যায়। ইসি ওয়াস্তে এস্‌কো ছোড়নে মাঙ্গতে হো। লেকেন সমজো, রাজা উদয়নারায়ণকা নোকর বহুৎ ওমরাওকো মারা,—রায়সাহেবকা মারা। এক আদমিকো জান মাশ্‌তে হো, রাতমে বেগড় হোনেসে বহুৎ আদমিকো জান যাগা। এস্‌কো সাজা হোনেসে আদমি লোক ডরেগা।

সরফ। দাদা, মুজপর মেহেরবানগি ফরমাইয়ে, এস্‌কো জান লেনা মৌকুব কি জিয়ে।

মুর। লেড়কা, এনসাফ্ করনে দেও। এ আওরাতসে রং ঢং কি কাম নেই, জুদা কাম। ( নিরঞ্জনের প্রতি ) তোম্ কাহে হত্যা করিয়াছ ?

সরফ। দাদা—

মুর। হুঁশিয়ার, মায় নবাব হোঁ! ( নিরঞ্জনের প্রতি ) তুমি কি নিমিত্ত আমার বাক্যের জবাব দিতেছ না? কুক্কুরের দ্বারা তোমার বধ

করিবার হুকুম হইয়াছে, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনো কিছু বলিবার থাকে, বল।

নির। আমি কোথায়? নরকে কি? নরক যে ভয়ঙ্কর স্থান বলে, কই যন্ত্রণা কই! পিতৃ-ঘাতীর দণ্ড কই? একি সব?

মুর। আমার বাক্য কি তুমি শ্রবণ করিতে পারিতেছ না? তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত প্রকাশ কর। কে তোমার দলপতি আমার নিকট বল; তাহা হইলে হয় তো তোমায় মাপ করিতে পারি। দেখ, কুক্কুর দেখ—ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, এখনই তোমার গোস্ত খণ্ড খণ্ড করিবে। এখনো সমস্ত প্রকাশ কর।

নির। কুক্কুর? নরকের কুক্কুর! আমা অপেক্ষা হীন নয়। কুক্কুর—পিতৃঘাতী নয়, কুক্কুর পিতার সর্ব্বনাশ করে না,—আমা অপেক্ষা ভাল, আমা অপেক্ষা ভাল।

মুর। কি বলিতে চাহ বল? কেন উত্তর করিতেছ না? কেন মৃত্যু মাঙ্গো? বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ কি তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়াছে? রায়সাহেব আমার পক্ষীয়, তাই কি তুমি তারে বধ করিয়াছ? তাহাদের মুখ চাহিও না, তাহারা তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা উদয়নারায়ণের হুকুম তামিল করিয়াছ কি ?

নির। উদয়নারায়ণ! মাধুরীর পিতা! সে এখানে কেন? মাধুরী এখানে কেন? না, অহো—পিতৃঘাতী, পিতৃঘাতী! কই—কই কুক্কুর? কুক্কুরেও আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে না।

মুর। একি, তুমি প্রকাশ করিবে না? পাগলের ভাণ করিতেছ? নরকে যাইয়া পাগ্‌লাগিরি কর।

নির। নরক—নরক!

মুর। হাঁ দোজক। জল্লাদ, তৈয়ারী হও।

নেপথ্যে। ছোড় দেও—ছোড় দেও।

( পুরঞ্জনের বেগে প্রবেশ )

পুর। ভাই, ভাই, নিরঞ্জন! তোমার এ দশা! জনাব, আমি খুন ক'রেছি।

মুর। ( জল্লাদের প্রতি ) সবুর।

নির। পুরঞ্জন, তুমি এখানে কেন? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,—পিতৃঘাতীকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে।

পুর। জনাব, আমি খুন ক'রেছি, আমার শ্বশুরের শত্রু, তাই খুন ক'রেছি। জাঁহাপনা, এক খুন হ'য়েছে, বিনা অপরাধে আর এক খুনের হুকুম দেবেন না।

মুর। কেঁও, তুমি খুন করিয়াছ?

পুর। হাঁ জনাব, একে ছেড়ে দেন, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেবেন না, আমায় দণ্ড দেন।

মুর। তুমি আপনার উপর কেন গুনা নিতেছ? কুত্তা গোস্ত ছিনাবে, অনেক দুঃখ পাইবে, তথাপি মউত হইবে না; অনেক দুঃখ তুমি কবুল করিতেছ কেন? তোমার এরূপ আক্কেল কি নিমিত্ত হইল?

পুর। জাঁহাপনা, আমি খুন করেছি।

মুর। সমজাও, তুমি তথাপি কবুল করিতেছ?

পুর। হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমিই নরহত্যা ক'রেছি।

মুর। কেবল নরহত্যার জন্য ইহার দণ্ড হইতেছে না। রাজদ্রোহীরা গোপনে আমার ওমরাওদিগকে বধ করিতেছে। রায় সাহেব আমার একজন মোসাহেব, তাহাকে বধ করিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার গুরুতর দণ্ড হইতেছে। এ রাজা উদয়নারায়ণের অনুচর, বেগড় জমীদারদের পক্ষ লোক।

পুর। না জনাব, এ নির্দ্দোষী।

মুর। দেখো, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া সিধা, জিন্তা কবরে যাওয়া সিধা, কিন্তু

এ বড় দুঃখের মউত। অঙ্গের মাংস কুত্তা ছিনাইয়া লইবে। হাড্‌ডি থাকিবে, লেকেন তথাপি মউত্ত হইবে না। সমজ্‌‌লেও!

পুর। হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমি খুন ক'রেছি। আমার বধের হুকুম দেন, ওকে ছেড়ে দেন। রায় সাহেব এর পিতা, ও কখনো খুন করে নাই।

মুর। রায় সাহেব এর পিতা! এই উল্লু! তোম্ কুছ উজর নেই কিয়া কাহে?

পুর। দুঃখে প'ড়ে ওর মেজাজ বিগড়ে গেছে। আমি সত্য বলছি, ও নির্দ্দোষী! হুজুর, নির্দ্দোষীকে বধ ক'র্‌বেন না।

মুর। হুঁ!

পুর। জাঁহাপনা, আমি রাজদ্রোহী, আমায় বধ ক'রে নগরে দৃষ্টান্ত প্রচার করুন যে, রাজদ্রোহীর এই দণ্ড হয়। নিরপরাধীকে মুক্তি দেন।

( চিন্তিতভাবে মুরশিদকুলিখাঁর পরিভ্রমণ )

নির। এখনো বেঁচে আছি? বাবা, তোমার কাছে এখনো যাই নি? তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি অধম সন্তান, শত শত অপরাধে অপরাধী! এখনো জীবিত আছি! বাবা, তুমি বল', নইলে আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো না, প্রাণ কি এত কঠিন!

মুর। ( সরফরাজখাঁর প্রতি ) ভেইয়া, তোমারা বাৎ আধা রাখ্‌খা। আজ খুন মোউকুব রহে। ( প্রহরিগণের প্রতি ) এ দোনোকো কয়েদ রাখো। [ সকলের প্রস্থান।

———

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### কারাগার।

( নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন )

নির। পুরঞ্জন, কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে ? কেন অকারণ দোষ স্বীকার ক'রে আপনার প্রাণ সংশয় ক'র্‌লে ? আমার যা হয় হবে। ধিক্ আমায় ! শেষে কি তোমারও প্রাণনাশের কারণ হ'লেম !

পুর। ভাই, তোমার এ সর্ব্বনাশের কারণ কে ? কুক্ষণে আমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেম ! অহো ! অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হ'চ্চে ! কি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেম, তোমায় চিন্‌তে পারি নেই,—ভিকারী ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেম !

নির। প্রাণদানেও কি তোমার মনে শান্তি হয় নাই ? তুমি না আত্মসমর্পণ ক'র্‌লে, এতক্ষণ কুক্কুরের জঠরে আমি থাকৃতেম। তুমি আদর্শ-বন্ধু,—জগতে তোমার তুলনা হয় না ! আমার যা হবার হ'য়েছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার প্রাণরক্ষা হবে ? তুমি কিরূপে পরিত্রাণ পাবে ? আমি

এমনি অভাগা, মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌বো না, যে তুমি সুখে আছ। বোধ হয় রাজদূত আমাদের নিতে আস্‌ছে! এস ভাই, একবার শেষ আলিঙ্গন করি।

( রাজদূতের প্রবেশ )

দূত। আপনারা নির্দ্দোষী নবাব প্রমাণ পেয়েছেন। আপনারা বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হ'য়েছেন, এতে নবাব ক্ষুণ্ণ। আপনাদের পুরস্কার দেবার নিমিত্ত দরবারে যেতে তিনি আহ্বান ক'রেছেন; আপনারা উভয়েই মুক্ত।

পুর। মহাশয়, মহাশয়! নবাব কি প্রমাণ পেয়েছেন?

দূত। এঁর মুক্তির জন্য সরফরাজখাঁ যথেষ্ট অনুরোধ করেন, আর রঙ্গলাল নামে একজন হকিম, তিনি এক সময়ে জাঁহাপনাকে উৎকট পীড়া হ'তে আরোগ্য ক'রেছিলেন, এঁদের দু'জনের অনুরোধে নবাব খুন মৌকুব ক'র্‌বেন ভেবেছিলেন। এমন সময়ে শুন্‌লেন, দুজন বিদ্রোহী জমীদার জাঁহাপনার শরণাপন্ন হ'য়ে নিবেদন ক'রেছে, যে রায় সাহেবের হত্যা তারা স্বচক্ষে দেখেছে। রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ-মন্ত্রণাগৃহে সে সময় তারা উপস্থিত ছিল।

নির। কে—কে? কে হত্যা ক'রেছে।

দূত। বিদ্রোহী-প্রধান স্বয়ং রাজা উদয়নারায়ণ হত্যা ক'রেছে।

নির। উদয়নারায়ণ—উদয়নারায়ণ? পিতৃঘাতী জীবিত! আমি কারাগারে!—হা পিতঃ, হা পিতঃ! এর কি প্রতিশোধ হবে? চণ্ডালের কি দেখা পাব? উদয়নারায়ণ, এততেও তৃপ্ত হও নাই, বধ ক'রেও তৃপ্তি হয় নাই—কবরভূমিতে ফেলে দিয়েছ! পিতা—পিতা! ওঃ আমিই পিতৃঘাতী!

পুর। মাধুরী, তুমিই সর্ব্বনাশের মূল!

দূত। বিনা অপরাধে আপনাদের কারারুদ্ধ ক'রে নবাব দুঃখিত হ'য়েছেন। আপনাদের সসম্মানে পুরস্কার দেবেন, এ নিমিত্ত আহ্বান ক'রেছেন, আপনারা আসুন। [ সকলের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরবার।

( মুরশিদকুলিখাঁ, রঙ্গলাল ও অমাত্যগণ )

মুর। অ্যায়সা ?

রঙ্গ। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

মুর। হকিম, বড়া তাজ্জব কি বাৎ !

( পুরঞ্জন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ )

তোমাদের বন্ধুত্বের কথা এই হকিম আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছে। তোমাদের দোস্তি বড় সাচ্চা। খামখা তুমি দুঃখ পেয়েছ। বেইমান উদয়নারায়ণ তোমার বাপকে খুন করেছে, জমীদার লোককে সব বিগ্‌ড়িয়েছে ; হাম তুরান্ত শিখালায়েঙ্গে, কুত্তা বাঙ্গালী লড়াই ক'র্‌বে। বাঙ্গালী এককাট্টা হবে ! আধা বেগড় জমীদার লড়াইকা আগে হামারা তরফ আ গিয়া। উদয়নারায়ণ বাওড়া হায়। ইস ওয়াস্‌তে নবাবসে বেগড় কিয়া। তুমি কিছু মাঙ্গো, আমি বখ্‌সিস করিব ।

নির। তরবারি ভিক্ষা করি নবাব-দরবারে,—
যাচি পিতৃ-বৈরী নির্য্যাতন।
জাঁহাপনা, এইমাত্র আকিঞ্চন !

মুর। কি, তুমি লড়াই ক'র্‌বে ?

নির। পিতৃঘাতী পাষণ্ডের বক্ষের শোণিতে,

করিব হে নরনাথ পিতার তর্পণ ;—
নহে তুষানলে তনু ত্যাগ করিব নিশ্চয়।
আমি অধম তনয়,—
জনকের হত্যার কারণ!
জাঁহাপনা,
প্রের এই নফরে সমরে,
পিতৃশত্রু, রাজশত্রু করিব নিধন।

মুর। আচ্ছা লেও, হামারা "শামশের" তোম্‌কো দেতা হ্যায়। এহি এনাম, বাঙ্গ্‌লেমে কোইকো নেহি মিলা। আলী মহম্মদ ফৌজ লেকে যাতা হ্যায়, তোম্‌কো ওস্‌কা সাথ মিলায়েঙ্গে।
( পুরঞ্জনের প্রতি ) তোম্ কুছ মাঙ্গো।

পুর। জাঁহাপনা,
তব জয় নিশ্চয় হইবে।
সৈন্যগণ করিবে লুণ্ঠন।
প্রভু, করি নিবেদন,
বৃদ্ধ, নারী, বালক বা নির্ব্বিরোধী প্রজা
কিম্বা অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু যে জন,
তার প্রতি নাহি হয় অত্যাচার,
নাহি হয় নিপীড়িত সৈন্যের তাড়নে ;—
সে সবার রক্ষা ভার করুন অর্পণ।

মুর। আচ্ছা, তোম্‌কো পরোয়ানা মিলেগা, তোমারা বাৎ হামারা ফৌজ মান লেগা। আর দেখো, এই আঙ্গুটী তোম্‌কো দেতা হ্যায়— বাদসাসে হাম্‌কো মিলাথা, তোমার বন্ধুত্বের পুরস্কার। তোমার নিকট দুনিয়া যেন বন্ধুত্ব শিক্ষা করে। ( রঙ্গলালের প্রতি ) তোম্ কুছ মাঙ্গো।

রঙ্গ। হুজুর, যদি লড়াই বাধে—আমি হকিম—শত্রুমিত্র দু'জনকেই দাওয়াই দেব, এতে যেন কেউ আমায় দুশমন না ঠাওরায়

মুর। নেহি নেহি, হকিমকো তো ঐ কামই হ্যায়। লেকেন তোম্ হামারা দুশমন নেহি হো!

রঙ্গ। না হুজুর, জান্ থাক্‌তে নয়।

মুর। তোম সাচ্চা আদ্‌মি হাম জান্‌তা। একদফে হামারা জান্ বাঁচায়া, কোই হকিম নেহি সেখা। হামারা সাথ আও, তোম্‌কো কুছ পুছেঙ্গে। [ মুরশিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

পুর। একান্ত কি প্রতিহিংসা-পণ?
নাহি কি মার্জ্জনা?

নির। মার্জ্জনার আছে সীমা।
নরাধম, হত্যা করি জনকে আমার,
তৃপ্ত না হইল,
হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর না করিল সৎকার,
যবন-সমাধি-স্থলে
ফেল দিল ব্রাহ্মণের মৃতদেহ,
যাহে পরকালে গতি নাহি পায়।
মার্জ্জনা তাহায়?
শ্বশুর তোমার,
সেই হেতু হেন কথা কও।
কোন্ দোষে দোষী মম পিতা?
মাধুরীর সনে তব বিবাহ কারণ
নিরুদ্দেশ হইলাম আমি,
সংবাদ না জানিতেন তিনি,
কন্যার তাহার, তোমা সম সুপাত্র মিলিল,

মিনতি করিল কত পিতা,
তাহে তার মন না উঠিল—
রুদ্ধ কৈল কারাগারে ;
তবু তাহে হলো না মার্জ্জনা,
হত্যা করি অগতি করিল।
বধ করি তারে,
মৃত্যুকালে বারি বিনিময়ে
যবনের নিষ্ঠিবন পারি যদি দিতে,
শান্তি তাহে হয় কথঞ্চিত।

পুর। যথোচিত ক্রোধের কারণ তব ;
কিন্তু প্রতিশোধ নাহি জেনো মার্জ্জনা হইতে।

নির। হয় নাই পিতৃহত্যা তব,
হয় নাই পিতার অগতি,
মার্জ্জনার ব্যাখ্যা তাই মুখে।
হতো যদি অবস্থা বর্ত্তন,
অন্য মত বাক্য নিঃসরণ
হইত জিহ্বায় তব।
যা'ক, তোমায় আমায়
বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।
হৃদে মোর জ্বলে হুতাশন ;
শত্রুর শোণিতে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
[ প্রস্থান।

পুর। অতিশয় ক্রোধের সময়,
তাই রুষ্ট ভাষা কহিল আমায়। [ প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

### সরফরাজখাঁর কক্ষ।

( ললিতা )

ললিতা। নিরঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, তবে কেন আর জীবনের মমতা করি! এ সময় যদি তার দেখা পেতেম, তা'হলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম'র্‌তেম, বলে যেতেম, তারে কত ভালবাসি! কিন্তু বৃথা আশা কেন করি! আর বিলম্ব ক'র্‌বো না, জীবিত থাক্‌তে মুসলমান না স্পর্শ করে! বাল্যকাল মনে প'ড়্‌চে, বাল্যসঙ্গিনী মনে প'ড়্‌চে, বাল্যক্রীড়া মনে প'ড়চে, যৌবনের আমোদ-প্রমোদ মনে প'ড়্‌চে, পুষ্পচয়ন মনে প'ড়্‌চে, নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা মনে প'ড়্‌চে! এখনো জীবনের মমতা র'য়েছে! ধিক্ আমায়, কি সুখে বাঁচ্‌বার সাধ হ'চ্ছে!

( সরফরাজখাঁর প্রবেশ )

সরফ। বিবি, তোমারা কাম হুয়া, হামকো পরখ্ লিয়া।

ললিতা। হাঁ নবাবজাদা।

সরফ। তব্ হাম্‌সে দোস্তি করো!

ললিতা। নবাবজাদা, শোনো, কাছে এসো না। (ছুরিকা বাহিরকরণ)

সরফ। এ কেয়া, ফের ছুরি নিকালতি কাহে?

ললিতা। নবাবজাদা, তুমি আমায় ভালবাস না, —আমার দেহ ভালবাস।

সরফ। নেই নেই, তোম মেরা জানি, তোম মেরা কলিজাকা কলিজা!

ললিতা। না নবাবজাদা, যদি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে, তা'হলে তুমি আমায় নষ্ট ক'র্‌তে চাইতে না। রমণীর সতীত্ব রক্ষা পরম ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম

ভঙ্গ ক'র্‌তে চাইতে না। আমি মনে-প্রাণে সেই নিরঞ্জনের—যারে তুমি উদ্ধার ক'রেছ। আমি তোমায় দেহ দান ক'র্‌তে আস্‌তেম না, তাতেও আমার মহাপাপ; অন্যে মৃতদেহ স্পর্শ ক'র্‌লেও মহাপাপ। কিন্তু আমি যারে ভালবাসি, তার জন্য পাপভার মাথায় নিয়ে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াব; তাঁরে ব'ল্‌বো,—"প্রভু, নারীর প্রাণ, কি ক'র্‌বো ভালবেসেছি, তাই মহাপাতকে ভয় করি নাই, অন্যকে দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে দিয়েছি। তুমি দয়াময়, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু যদি এ মহাপাতকের মার্জ্জনা না থাকে,—পিতা, দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে তোমার কন্যা তোমার সম্মুখে উপস্থিত।"

সরফ। বিবি, হামারা দোস্তি তোম কাহে ছোড়্‌তি? দুনিয়াকা বিচমে তোমারি মাঙ্গ্‌নেকা লায়েক কুছ নেই হ্যায়? আও, তোম মেরা সাথ্‌ আও, হাম্‌ ছোঁয়েঙ্গে:নেই। হামারা মালখানা দেখো, জহরৎ দেখো, সব কুছ তোমারি পায়েরমে ডালেঙ্গে; যেতনি বেগম হ্যায়, তোমারি বাঁদী কর্‌ দেঙ্গে। দিল্লীমে যেইসি "নুর্জ্জিহান" রহি, বাঙ্গ্‌লেমে তোম ঔসি হয়েগি। মরো মৎ!

ললিতা। নবাবজাদা, কোথাও কোন ইন্দ্র নাই—যার শচী হ'বার আমার সাধ আছে, কোথাও কোন স্বর্গ নাই—যা আমার তুচ্ছ নয়। আমি স্বাধীন নই, আমি পরের বাঁদী, আমার স্বর্গভোগেরও অধিকার নাই। সে আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবন, স্বর্গ;—সে বিনা আমার কিছুই নাই। নবাবজাদা, তোমায় এত কথা বলতেম না। বল্‌চি কেন জান? তুমি দু'দিন পরে রাজ্যেশ্বর হবে, হিন্দুরমণী কি তা জেনে রাখো। কখনো কোন হিন্দুরমণীর অঙ্গে করস্পর্শ করবার ইচ্ছা করো না। নবাবজাদা, সেলাম! (বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ)

সরফ। সবুর বিবি, মরো মৎ। তোম চলা যাও—হাম ছোড় দেতে। হাম তোমারি দোস্ত জান্‌ লিও। যব্‌ কুছ কাম পড়ে, হামকো বাতাইও।

সেলাম বিবি ! তোম মেরি মায়ি হ্যায়। মায়ি, তোমারি বাৎ হাম সারা জিন্দিগি ইয়াদ রাখেঙ্গে। আজতক্ হিন্দুকা সব লেড়্কী হামারা মায়ি !

ললিতা। নবাবজাদা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সরফ। তোমারি বাৎসে হামারা আঁখি খোলা। তোমারি বাৎসে হামারা আল্লা মিলেগা। তোমারি বাৎসে হাম আজসে দোস্‌রা আদ্‌মি। তোমারি ইয়ারসে মিলো, খোস্ রহিও। [ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুরশিদকুলিখাঁর কক্ষ।

( মুরশিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলাল )

মুর। দেখো হকিম, তোম হামারা জান বাঁচায়া, কুছ হাম্‌সে তোম মাঙ্গো।

রঙ্গ। জনাব, আমি যা চেয়েছি, তা তো আপনি দিয়েছেন।

মুর। দেখো হকিম, তুমি দয়ালু ব্যক্তি। তুমি আদ্‌মির প্রাণরক্ষা ক'র্‌বে, এস্‌মে হাম তোমকো কেয়া দিয়া ? তুমি বড় জবর হকিম। তোমায় পুরস্কার দেওয়া নবাবের কাজ ; এ কাম হামারে করিতে দাও।

রঙ্গ। নবাব সাহেব, যে বাহাদুরী আমি জানি, একটু নাক টিপে ধর্‌লেই অক্কা পাই। সাম্‌নে দুটো চোখ আছে, কিন্তু পেছন হ'তে সাপে কাম্‌ড়ালে টের পাইনে। কিছু কি দেবেন বলুন ?—টাকা দেবেন ? বেশ স্ফুর্ত্তিতে বেড়াচ্ছি, কেন একটা ভাব্‌না জোটাবেন ? যদি আপনাকে আরাম করাতে খুসী হ'য়ে থাকেন, তবে আমাকেও হুকুম করুন, আমি স্ফূর্ত্তি ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াই।

মুর। তুমি কি ফকীর? তোমারা ফকীরকা মাফিক ভৌল হাম দেখ্‌তা।

রঙ্গ। নবাব সাহেব, তবে আপনি কিছু ঠাওরেছেন। কিন্তু আমি তো ঠাওরে পাই না—আমি কি ক'চ্ছি। যদি ঠাওরাই উত্তরে যাব, কে গলাধাক্কা দিয়ে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। নবাব সাহেব, আমি কে যদি বুঝ্‌তে পার্‌তেম্‌, তিন তুড়ি লাফ খেতেম। কিন্তু সে যো কি! খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই বুঝি না। তবে বোঝ্‌বার মধ্যে একটা বোঝা যায়, যে মর্‌তে হয়, কিন্তু নানারকম ফন্দী ক'র্‌তে হয়, যাতে না মরি — যা হবার যো নাই।

মুর। আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, আপনি কি? হিন্দু না মুসলমান?

মুর। আরে এ ক্যা বাৎ! হামি তো মুসলমান হ্যায়। তোম্‌ভি মুসলমান হো গিয়া, হামারা ঘরমে খিচ্‌ড়ী খায়া, তোমারা জাত মার দিয়া। হামকো দাওয়াই দেনেকা খাতের, হামারা ঘরমে র' গিয়া। হামারা খানা খায়া। লেকেন আমি গৌ কা গোস্ত নেই দিয়া; দেনেকো মানা কর্‌ দিয়া।

রঙ্গ। জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু কি মুসলমান হয়, তা'হলে আপনি হিন্দু হ'য়েছেন। আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল বেঁধে খাইয়েছি।

মুর। লেকেন তোম্‌ ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমানকা খানা খায়া, তোমারা জাত গিয়া।

রঙ্গ। একে একে তো সব যাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও যাবে, না হয় জাত গেছে।

মুর। আচ্ছা, তোম সাদি নেই কিয়া?

রঙ্গ। না হুজুর! তোমার মত গোলামী কর্‌বার সখ আমার নেই।

ক্ষিদে পেলে ছুটি খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম্, তোমার মতন গোলামী আমি চাইনে।

মুর। হাম নবাব হ্যায় ! হামকো গোলাম কহো ?

রঙ্গ। গোলামী আর কারে বল' নবাব সাহেব ? দিল্লীতে খাজনা পাঠাবার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয় না ; খাবার দিলে এক জনকে না খাইয়ে খেতে পার' না,—মনে করো কে বিষ দিয়েছে ; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে উঠ, ভাবো কে ছুরি মারবে। আমার অতশত কিছুই নাই। যেখানে পড়ি, সেইখানেই ঘুমুই, যা পাই তাই খাই, দিল্লীর খাজনার ভাবনা ভাবি নে! বল দেখি নবাব সাহেব, তুমি নবাব না আমি নবাব ?

মুর। আচ্ছা তোম্ ডরতা নেই ? হামকো গোলাম বল্‌তে হো, হাম তোমারা জান লেনে সেক্তা হ্যায়।

রঙ্গ। আচ্ছা আমার জান তো নিতে পার। কিন্তু নবাব সাহেব, তোমার মউত এলে একদিনও বাঁচ্‌তে পার্‌বে ?—এক ঘণ্টা—এক পল ?

মুর। আচ্ছা, হকিম, তোমারা মনমে এত্তা বল ক্যায়সে ? তোমারা এত্তা জোর ক্যায়সে ? তোম নবাবকো নেই মানো ?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, ভারি সোজা আবার ভারি শক্ত। আমি যদি আপনার জন্য বাঁচতেম্, তা'হলে তোমরাই মত আমার প্রাণে দরদ হ'তো—মর্‌তে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান ? যে মরবার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, তা'হলে একটা পরের কাজ ক'রে যাব ; আমি পরের জন্যে বেঁচে আছি। এক মরণ-ভয় গেলেই সব ভয় গেল। আপনার জন্যই লোক বেঁচে থাক্‌তে চায়, পরের মাথা কাটা গেল, তাতে কার কি ? আমি ত' আমার নই, আমি পরের। তা পর মলো আর রইলো, তাতে আমার কি ব'য়ে গেল।

মুর। হকিম, তোম্ কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে অ্যায়সা কর ?

রঙ্গ। নবাব সাহেব, যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে

বিলোতে পারে নাই। সে ব্যাটার মনে ধোঁকা আছে, মর্‌তে ভয় আছে। সে ব্যাটা জাঁচে কি জানেন—পারে যদি ম'রে একটা কিছু আমোদ ক'রবে; 'বেহেস্ত' যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ও সবের অত তোয়াক্কা রাখি নে। ঐ তো তোমায় বল্‌লেম,—ক্ষিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম। তবে খেতে শুতে গাঁট দেয়, আমি তা দিই না।

মুর। তোম্ আবি কাঁহা যাওগে ?

রঙ্গ। তা যদি জান্‌তেম নবাব সাহেব, তা'হলে আমি আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম। এক ব্যাটা সয়তান আছে, কাণ পাক্‌ড়ে ঘোরাচ্ছে। যদি ব্যাটার দেখা পেতেম, দু'কথা শুনিয়ে দিতেম।

ক্যা, তোম খোদা নেহি মান্‌তে হো ?

রঙ্গ। ইচ্ছা হয় মানি, কিন্তু আক্কেলে গাল দিই। বলি, তোমার এত বদমাইসি ? যদি মানুষ তোমার হাতে গড়া জিনিস হয়, তার সঙ্গে এত বদমাইসি ? রক্তমাংসের শরীর দিয়ে পাপ-পুণ্যের নানারকম 'বায়নাক্কা' ক'রেছ। নবাব সাহেব, তুমি আমায় কিছু দিতে চাচ্ছিলে। আমি তোমার কাছে মেগে নিচ্ছি, মানুষকে ভালবেসো। মানুষ বড় দুঃখী ! আর একটী নিবেদন—

মুর। ক্যা ?

রঙ্গ। ইচ্ছে হ'চ্ছে, একবার উদয়নারায়ণের সঙ্গে দেখা ক'রবো। যদি আমি তারে ফেরাতে পারি, আমার প্রার্থনা যে, আপনি তারে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মুর। আচ্ছা যাও, তোম ফক্কড় হ্যায়। [ উভয়ের প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর-দ্বার।

( অন্নদা, মাধুরী ও ললিতা )

অন্নদা। এইখানে থাক—ছুটী বোনে থাক। কে আমার মেয়ে, কে আমার মেয়ে নয়, তা আমি চিন্‌তে পাচ্ছিনে। তোমরা ছ'টীই আমার মেয়ে, তোমরা ছ'টীই সমান। আমার ছ'টী মেয়েরই ভাল ছুটী বর হ'য়েছে ; আমার যেমন মনের মতন স্বামী, তোদেরও তেম্‌নি হ'য়েছে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি, আমার মত দুঃখ পাস্‌নে। ভাবিসনে—ভাবিসনে, আমি মিলিয়ে দেব ; আমি যখন তার সঙ্গে যাব, মিলিয়ে দিয়ে যাব। কলঙ্কের ভয় রাখিস্ নে, আমি কলঙ্ক রাখ্‌বো না। আমি সতী, দেশে-দশে জানিয়ে যাব—রাজ্যময় জানিয়ে যাব। সতীপুরে আমার ঢ্যাড্‌রা বাজ্‌বে, এখানেও ঢ্যাড্‌রা বাজিয়ে যাব। ভাবিসনে—ভাবিসনে, সতী তার পতি পায়, তোরাও পাবি।

উভয়ে। মা, মা,—

অন্নদা। না এখন না, অনেক কাজ আছে, আমার মা বলা শুন্‌তে সাধ আছে, শুন্‌বো—শুন্‌বো, এখন নয়, এখন নয়। [ প্রস্থান।

ললিতা। ( স্বগতঃ )

বুঝি
জগজ্জননী বিপদ সময়,
মার বেশে দেখা দেন দুহিতায়।
চলে গেল স্বপন সমান ;
পূরলি না মা বলে ডাকিতে সাধ।

মাধুরী। ( স্বগত ) কে এ পাগলিনী !
জীবিতা কি জননী আমার ?
কিম্বা স্নেহ তাঁর ভ্রমে ধরামাঝে,
জননীর সাজে,
অনাথিনী দুঃখিনী নন্দিনী সাথে !

ললিতা। মাধুরী !

মাধুরী। ললিতা !
সন্ন্যাসিনী তুমি ?

ললিতা। নহি সন্ন্যাসিনী,
বেশে মাত্র সন্ন্যাসিনী হের,
নহে বাসনায় পূর্ণ হৃদাগার।
সাধ মম করিবারে বিরাগ আচার ;
কিন্তু কই, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান !
দিছি পরে, তবু তারে ভুলিবারে নারি ;
সে আমারে করিয়াছে অধিকার !
সন্ন্যাসিনী ? নহি সন্ন্যাসিনী,
দেখ মাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশ !

মাধুরী। সখি, ভগ্নী আমি তব,
আমারে না কবে মনোব্যথা ?
কহ কার তরে তুমি উদাসিনী,
সে কি হেন নির্দ্দয় তোমার প্রতি ?
তব রূপের
মুগ্ধ করে দেবতায় ;
কেবা হেন কঠিন হৃদয় ধরে,
ত্যজেছে তোমারে,

যার প্রেমে বাসনায় দেছ বিসর্জ্জন ?
সন্ন্যাসিনী হ'য়েছ লো ভুবনমোহিনী !

ললিতা। কেন সন্ন্যাসিনী ?
কেন লো তোমারে দিব ব্যথা !
কিন্তু ব্যথা পাই হেরিয়ে তোমার দশা :
আদরে যে নিয়েছে তোমারে,
কেন সখি, ত্যজিয়ে তাহারে,
কঠোর কুটীরে
আসিয়াছ আশ্রয়ের তরে ?
হেরি সীমন্তে সিন্দুর ;
তবে কেন অনাথিনী সম
ভ্রম তুমি পাগলিনী সনে ?
প্রাণ কাঁদে তোর এ দশায় !
হায় হায় কপট যে হয়,
কপটতা সকলের সনে তার !

মাধুরী। সখি,
অদৃষ্ট লিখন,
দোষ কেন দিব তারে।

ললিতা। ছিঃ ছিঃ, ধিক্ নারীর জীবন !
ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন
তবু প্রিয় জনে নাহি পায় ;
সাধি কাঁদি, তবু সে নিঠুর ঠেলে পদে।
কতমত জানায় যতন,
হ'লে বাসনা পূরণ দেয় বিসর্জ্জন !
পুরুষ পাষাণ ;
ছিঃ ছিঃ তবু রমণীর প্রাণ চায় তারে !

মাধুরী। সখি,
তুমিও কি পড়েছ এ বিষম প্রমাদে ?
তাই কি স্বজনি সন্ন্যাসিনী তুমি ?
কে হেন কঠিন,
করিয়াছে লাঞ্ছনা তোমায় ?
সত্য সখি, ধিক্ নারী প্রাণে ;
ভোলা তো না যায়,
সাধ হয় হৃদে রাখি তার পা দু'খানি !
ব্যথা পাই তবু তারে চাই !
একি, একি সখি বিড়ম্বনা ?

ললিতা কঠিন সে হেন হ'য়েছিল অনুমান ;
কিন্তু প্রবোধ দিয়েছি আমি মনে,—
তব অতুল মাধুরী—
হরিবে হৃদয় তার।
ছিঃ ছিঃ, সকলি ছলনা ;—
পুরুষের সবই প্রতারণা !
যন্ত্রণা, যন্ত্রণা,—
যন্ত্রণা সহিতে হায় নারীর জনম !
সখি, তুমি কি বেসেছ ভাল কারে,
নহে ভালবাসা জানিলে কেমনে ?
কি পিয়াস, কি নৈরাশ,
নহে শুধু নারীর হৃদয়ে ;—
ফাটিত পাষাণ !
শত লাঞ্ছনায় রমণী না বুঝে ;
সহে, দহে, জেনে শুনে মজে,

তবু সেই ধ্যান জ্ঞান,
সেই মন-প্রাণ!
সখি, এত অযতনে—
বাঁচিতে তো হয় সাধ?
মনে হয় একদিন দেখা পাব তার!

ললিতা। মনে মনে কত কথা বলি,
মনে করি যাব তারে ভুলি;
ভুলিবার নয়—
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে।
সত্য সখি, বিলায়েছি পরে,
তবু হয় নাই মরণ কামনা;
একি মন করে প্রবঞ্চনা,
তথাপি বাসনা ব্যাকুল দেখিতে তারে!
রহ তুমি, যাব দেবীপূজা হেতু! [ ললিতার প্রস্থান॥

মাধুরী।— ( গীত )

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কেঁদে মরি তবু কাঁদিতে চাই
তারি অযতন অতি সযতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই।
ঘুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে ধাই।
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা বিজেছে পিপাসা,

বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই।
বুঝেছি মজেছি, মজিতে বাসনা,
যত বুঝি তত মজিয়ে যাই।

[ মাধুরীর প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ।

( উদয়নারায়ণ ও রঙ্গলাল )

উদয়। নিশ্চয় নবাব চর তুমি ;
নহে গুহ্য-মন্ত্রণার স্থানে
কি কারণে গোপনে এসেছ ?

রঙ্গ। নহি নবাবের চর।
ভিক্ষা দেহ ব্রাহ্মণে ভূপাল,
রাজ্যের মঙ্গল যাচি।
সমরে না হবে কভু জয় ;
জেনো রাজা নবাব দুর্জ্জয়।
অকারণ রাজ্যময় জ্বলিবে অনল,
প্রজাপুঞ্জ হইবে বিকল,
নরহত্যা হবে শত শত।
নিজ নিজ স্বার্থের কারণ,
জমীদারগণ,
উৎসাহিত করিয়াছে আপনারে।
কিন্তু ফেরে ঘরে ঘরে নবাবের চর,-

করে প্রলোভন দান।
রাজ-প্রলোভনে অনেকে ভুলিবে,
জমীদারী পাবে,
পাবে রাজ-সম্মান সকলে,
তব পক্ষে পাবে কয়জন?
যদি প্রজার কারণে,
জমীদারগণে,
নিঃস্বার্থ হইত এই সমরে উৎসাহী,
হ'ত ফলপ্রদ,
নহে নিঃস্বার্থ এই আয়োজন।
স্বার্থ কভু উচ্চ কার্য্য না করে সাধন।

উদয়। তব উপদেশ নাহি প্রয়োজন;—
ত্যজে যদি সকলে আমারে,
একা আমি করিব সমর।
কিন্তু কর আপনার রক্ষার উপায়।
আসিয়াছ মন্ত্রণা-আলয়,
ছেড়ে দিতে নারিব তোমায়।
অস্ত্র ধর পক্ষে মম,
নহে হও প্রস্তুত মরণে।

রঙ্গ। মহারাজ, বামুণের ছেলে, হানাহানি, কাটাকাটি আমি পারবো কেন?

উদয়। করো না ছলনা।
এখনি স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন,
নিরস্ত্র একাকী,
পঞ্চজন অস্ত্রধারী ক'রেছ দমন;

বহুকষ্টে ধ'রেছে তোমায়।
বীর তুমি,
তবে মাতৃভূমি হেতু কেন না হও সজ্জিত ?

রঙ্গ। মহারাজ, আমার যদি শত প্রাণ থাক্‌তো, জননী জন্মভূমির কার্য্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ ক'র্‌তেম। কিন্তু এ বিদ্রোহের পরিণাম মাতৃভূমির অমঙ্গল। আমায় বধ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু প্রজাদের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। তাদের সর্ব্বনাশ হবে। যবন বিরুদ্ধে জয়লাভ কখনো হবে না।

উদয়। জয় পরাজয় ঈশ্বর নিয়ন্তা তার।
কিন্তু কার্য্যে আছে মানুষের অধিকার;
কাপুরুষ—কার্য্যপরাঙ্মুখ !

রঙ্গ। মহারাজ, ঈশ্বরের দোহাইটে দিচ্চেন বটে, কিন্তু যখন আপনার সৈন্যেরা নিরাশ্রয় প্রজাদের উপর পীড়ন ক'রে বেতন আদায় করে, তখন ঈশ্বরের দোহাই দেন না। মুসলমানেরা অত্যাচারী—বিজাতীয়, রাজ্য অধিকার ক'রেছে; যদি তারা পীড়ন করে, তা কতক মার্জ্জনীয়। কিন্তু আপনারা কি করেন? দীন প্রজাদের কিরূপ পীড়ন ক'রে কর নেন, তা যদি পরমেশ্বর থাকেন, দেখেন; আপনার সৈন্যেরা প্রজার ঘর লুট ক'চ্চে তা ঈশ্বর দেখেন; নবাবের উপর ক্রোধ হ'য়েছে, নবাব আপনার উপর অত্যাচার ক'রেছেন, তারই প্রতিশোধ দিতে যাচ্চেন, জন্মভূমির জন্য অস্ত্র ধরেন নাই—ভগবান তা বোঝেন। শুনেছি, ভগবান অবতার হ'য়ে, প্রজার মঙ্গল জন্য, রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন দিয়েছিলেন। মুসলমান যদি হিন্দু অপেক্ষা অত্যাচারী হ'তো, তা'হলে তিনি যবনকে ভারত অধিকার দিতেন না।

উদয়। দেখ্‌ছি তুমি সম্পূর্ণ নবাবের পক্ষ। তুমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর উপর অনুরাগ।

রঙ্গ। আপনারও সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত? বিধর্ম্মীর! দিন দিন যে রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অনুকরণে? বিধর্ম্মীর! কা'র দোকান হ'তে আসবাব ক্রয় ক'রে—আপনার রাজ-প্রাসাদ সজ্জিত? বিধর্ম্মীর! বিধর্ম্মী পরিত্যাগ ক'রে, কোন হিন্দুশিল্পীকে উৎসাহ দেন? মুসলমান গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু,সে হিন্দু নয়। মুসলমানকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হ'য়েছে, তাই বিগ্রহে সজ্জিত হ'চ্ছেন।

উদয়। তুমি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হও।

( দূতের প্রবেশ )

দূত। মহারাজ, নবাবসৈন্য নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে; সংখ্যায় প্রায় দশ সহস্র অনুমিত হ'লো। দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ আলি মহম্মদ ও রঘুবীর নামক একজন সেনা-নায়ক চালনা ক'চ্ছে, আর এক অংশের নায়ক পুত্র নিরঞ্জন। গোলাম মহম্মদ মহারাজের দুই সহস্র সৈন্য ল'য়ে অগ্রসর হ'য়েছেন। পঞ্চশত অশ্বারোহী প্রস্তুত আছে। গোলাম মহম্মদ ব'লেছেন, তাদের চালনা ক'রে মহারাজ অগ্রসর হউন।

উদয়। জমীদারদের সেনারা কোথায়? জমীদারেরা কি অগ্রসর হ'য়েছে?

দূত। মহারাজ, সে সংবাদ দাস জানে না।

( ২য় দূতের প্রবেশ )

২য় দূত। মহারাজ! বড় কুসংবাদ এনেছি,—রাজপদে নিবেদন ক'রতে আশঙ্কা হ'চ্ছে।

উদয়। কি কি, পরাজয় হ'য়েছে?

২য় দূত। আজ্ঞে না, এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

উদয়। তবে কি?

২য় দূত। মহারাজ, সমস্ত জমীদারই নবাবপক্ষে মিলিত হ'য়েছে, তারা নিজদলবলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

উদয়। কি? অসম্ভব—মিথ্যা কথা!

২য় দূত। মহারাজ, গোলাম মহম্মদ এই পত্র দিয়েছেন। আমি বেগবান অশ্বারোহণে এসেছি, পথে অশ্ব হত হ'য়েছে, অধিক কি জানাবো।

উদয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর। দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যবাদী।

রঙ্গ। মহারাজ, এখনো নিরস্ত হোন, নবাব দয়াবান।

উদয়। না।

রঙ্গ। বাঃ বাঃ—ঠিক এক ব্যাটা সংসার চালাচ্ছে বটে, দেখা পেলে তারে কুর্ণিশ লাগাই। [ প্রস্থান।

উদয়। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীই তুলনা তোমার;—

নাহি এ ভুবনে অনুরূপ তব!

সাধু এ ব্রাহ্মণ—সত্যবাদী—

চিনিয়াছে স্বজাতীরে।

সত্য কি সংবাদ?

দেবতায় সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা করিল,

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অভিমানে দিয়ে জলাঞ্জলি,

বর্জ্জন করিল মোরে!

হে বাঙ্গালী,

বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাহিক তোমার!

এ আচার সম্ভব কি নরে!

অশেষ সম্মান দান ক'রেছেন নবাব আমায়;

অত্যাচারী দৌহিত্র তাহার,—

নবাব নহে তো অপরাধী।

পাইয়াছি উপযুক্ত ফল,
কৃতঘ্নের এই পরিণাম!
নিশ্চয় সমরে পরাজয়।
অর্ণব সমান আসে নবাবের সেনা ;—
জমীদারবৃন্দ তাহে মিলিত সকলে, —
ক্ষুদ্র নদী মিলি যথা ভাগিরথী সনে
প্রবাহ প্রখর করে তার।
পরাজয়!
যা থাকে ললাটে, যুদ্ধে হই অগ্রসর।

[ প্রস্থান

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বন-প্রান্ত।

( অন্নদা )

অন্নদা। আবার সূয্যি হেসে ডুব্‌ছে—আবার সন্ধ্যা আস্‌ছে। সন্ধ্যা! তোমায় বড় ভাল বাস্‌তেম! তুমি আমার দূতী ছিলে; তারে আন্‌তে, তারে ডেকে এনে আমার কাছে দিতে। তোমায় বড় ভালবাস্‌তেম, কখন এসো, কখন এসো—ভাব্‌তেম, এখন আর ভালবাসি নে, তুমি তারে এনে তো দাও না। না না, এখনো ভালবাসি, তোমায় দেখে সে ছবি আমার মনে হয়। তুমি জান তো, কত সোহাগ ক'র্‌তেম, মুখে মুখে বুকে বুকে থাকৃতেম! তখন বিচ্ছেদ হয় নি, বিচ্ছেদের ভয় তখন ছিল না। সেদিন দেখেছ, আজ দেখ; সেদিন পতিসোহাগিনী দেখেছ,—আজ পতিবর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী দেখ! সন্ধ্যা, তুমি আমার সখী!

মনের কথা তোমায় বলি, আর কারে ব'ল্‌বো, কারে জানাবো, কে শুন্‌বে, পরিহাস ক'র্‌বে।

( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

পুর। এ কি! তিমিরবসনা ছায়া-সহচরীর মত তমাচ্ছন্ন বিজনে বেড়াচ্ছে! যেন কোথাও দেখেছি। ভয়ঙ্করী অথচ স্নেহময়ী মূর্ত্তি!

অন্নদা। এসো এসো, তোমার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ পথে আস্‌বে আমি জানি, কে যেন আমায় বলে দেয়, আমি আপনার লোকের কথা সব জানি। আমার মন তোমাদের কাছে পড়ে আছে, একবারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে থাক, সেখানে থাকে।

পুর। এ কি মাধুরীর মা,—এই কি সেই উন্মাদিনী?

অন্নদা। ভাব্‌চো উন্মাদিনী! উন্মাদিনী নই,—এ সময় উন্মাদিনী নই। আমি দিন গুণ্‌চি, আমার সুখের দিন এলো বলে। সে দিন আবার নব-বাসর! সে দিন কেউ পাগলিনী ব'ল্‌বে না, সে দিন কেউ ঘেন্না ক'র্‌বে না, সে দিন আমি তারে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যাবো!

পুর। কে মা তুমি!

অন্নদা। দেখ চেয়ে—

বেশ্যা আমি, হয় কি প্রত্যয়?
কর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ,
অন্তর-দর্পণ নেহার নয়ন,
কুটীলতা বেশ্যার কি নেহার বদনে?
আমি পতিপ্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিকারিণী—
উন্মাদিনী পতি-প্রেমে আমি;
পতি ধ্যান-জ্ঞান;

আছি এ সংসারে—
পতির হইতে সহগামী।
দেখ দেখ, বুঝহ লক্ষণ,
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন ;
রাখিবারে পতির সম্মান,
ভ্রমি দেশে দেশে, ভিকারিণী বেশে,—
রাজরাণী কেহ নাহি জানে।
নাহি কর অধর্ম্ম সঞ্চয়—
সতীরে অসতী জানে।
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ।

পুর। কে মা তুমি ?

অন্নদা। দেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে।
হয় কি স্মরণ—এসেছিল উন্মাদিনী ?
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গালিনী।
স্বেচ্ছায় ক'রেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ,
করি কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর।
তুমি মম দুহিতার পতি।
সতী সে জননী সম তার ;
তোমাগত প্রাণা,
দুঃখের পাথারে—
ভাসে বামা তোমার বিরহে !
এস, এস—
উন্মত্ততা আসিবে আবার,
ভুলে যাব অভিপ্রায়।

এস, এস—
মনে উঠে তার নিষ্ঠুরতা,
মনে উঠে সহিয়াছি যতেক যন্ত্রণা ;
অনল—অনলে দহে স্মৃতি,
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি !
যাই—যাই গঙ্গাতীরে,—
যথা অস্তাচলগামী পবিত্র তপন,
দেখেছিল সম্মিলন,
যথা পতিত-পাবনী,
সাগর-গামিনী—স্বর্ণ আভরণে,
দুলে দুলে যেতেছিল পতি দরশনে।
এস, এস—
যাই—যাই—রহিব না আর।

[ অন্নদার প্রস্থান।

পুর। মাধুরীর জননী এ অভাগিনী।
অসতী না হয় অনুমান,
নহে মিথ্যাবাদী ;
তবে অকারণে মাধুরীরে ক'রেছি বর্জ্জন

[ প্রস্থান।

---

## অষ্টম গর্ভাঙ্ক

### রণস্থল।

( উদয়নারায়ণ )

উদয়। স্রোতে তৃণের স্থায় ক্ষুদ্র সৈন্ত ভেসে গেল। যুদ্ধে এক মাত্র উপায়—জীবন বিসর্জ্জন। ঐ রঘুবীরের পদাতিক সৈন্ত পদাতিক

সেনা লক্ষ্য ক'রে আস্‌চে; অসংখ্য অরাতি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ ক'চ্ছে; দেখি, যদি কোন রূপে নিবারণ ক'র্‌তে পারি। [ প্রস্থান।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। অকারণ নরহত্যা কচ্ছি। চণ্ডালকে শতবার আক্রমণ ক'র্‌লেম, শতবার আমার হস্ত হ'তে নিস্তার পেলে। এ বয়সে আশ্চর্য্য বীর্য্য—একাকী সহস্র হ'য়ে যুদ্ধ ক'চ্ছে; আশ্চর্য্য পরিচালন-শক্তি, ক্ষুদ্র সেনা এখনো দলিত হ'লো না। হা পিতা, হা পিতা! কতক্ষণে তার বক্ষের শোণিত দর্শন ক'র্‌বো! দুরাচার কোথায়, এখনও অসির শোণিত-পিপাসা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না? তবে বৃথা পরিশ্রম, বৃথা নরহত্যা, বৃথা ব্রাহ্মণের হস্ত অস্ত্র-ধারণে কলুষিত ক'র্‌লেম! কি পিতৃ-ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না? আমার জীবন বৃথা! কোথায় গেল, কোথায় গেল? কোথাও তার সাক্ষাৎ পাচ্ছিনে। ঐ যে—ঐ যে দুর্জ্জন উচ্চ-কণ্ঠে সৈন্য উত্তেজিত ক'র্‌ছে। [ দ্রুতবেগে প্রস্থান।

( গঙ্গা ও রঙ্গলালের প্রবেশ )

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, এই নে জল নে। তুই মর মর, আমি নিশ্চিন্দি হই। অরে এখানে গুলি আস্‌চে যে রে মুখপোড়া,—এখনি মর্‌বি যে।

রঙ্গ। তুমি সহমরণে যাবে ভাবনা কি। আমার সাম্‌নে দাঁড়িও না, সরে পড়—সরে পড়, এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আস্‌চে; বিবিজান, সরে পড়, সরে পড়,—দোহাই বিবিজান, তোমার পায়ে ধরি—সরে পড়।

গঙ্গা। তুই আগে মর, তা দেখে তবে আমি যাব। ও মুখপোড়া, এর পর আসিস্ এখন, তার পর জল দিতে হয় দিস্।

রঙ্গ। ( একটা গুলি কুড়াইয়া লইল ) আহা গুলিচাঁদ! মানুষের বুকের রক্ত খেতে পেলে না, তাই অভিমানে ধুলায় লুট্‌ছো।

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, সরে আয়; নৈলে তোর সাম্‌নে আমি স্ত্রীহত্যা হবো।

রঙ্গ। (একজনের মুখে জল দিতে দিতে) বিবিজান! সর, এখানে বড় গোলোযোগ, বড় গরমাগরম গুলি আস্‌চে।

( রক্তাক্ত উদয়নারায়ণের প্রবেশ )

উদয়। জল—জল—একটু জল দাও, আবার যুদ্ধে যাব। আমাদের হার হ'য়েছে—জল—জল,—একটু জল দাও,—আবার যুদ্ধে যাব। ( পতন )

রঙ্গ। (মুখে জল দিয়া) বিবিজান, এখানে কোথাও কুটীর-টুটীর আছে?

গঙ্গা। আছে—আছে, নে তোল, আমিও ধ'র্‌চি।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যাব, ছেড়ে দাও।

রঙ্গ। চলুন—চলুন, যাবেন চলুন।

উদয়। জল—জল— [ উভয়ের উদয়নারায়ণকে লইয়া প্রস্থান।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নির। কোথায় গেল, আমার অস্ত্রাঘাতে পরিত্রাণ পেলে, ধরাশায়ী হ'লো না? রুধির দর্শন ক'রেছি, কিন্তু বধ ক'র্‌তে পারি নাই—বধ ক'র্‌তে পারি নাই। কোথায় গেল—কোথায় গেল? নিশ্চয় তোমায় বধ ক'র্‌বো; প্রলয়ের ছায়া তোমায় আবরণ ক'র্‌তে পারবে না; তোমার শতজীবন হ'লেও নিস্তার নাই। কোথায় গেল? এ দিক দিয়ে নিশ্চিত যেতে দেখেছি। কোথায় গেল? আমার কি ভ্রম হ'লো? পিতা—পিতা, অদ্যই তোমার তর্পণ ক'রবো। [ প্রস্থান।

( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

পুর। এই ত সময় অবসান। প্রজার সর্ব্বনাশ, নবাব সৈন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ ক'চ্ছে। আমি কত দিক রক্ষা ক'রবো।

( নিরঞ্জনের প্রবেশ )

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন—পুরঞ্জন,—উদয়নারায়ণ কোন্ দিকে গেছে দেখেছ ? পালিয়েছে—পালিয়েছে, যাদু জানে, নৈলে আমার হাত হ'তে নিস্তার পেতো না। কোথায়—কোথায় ব'ল্‌তে পার ?

পুর। নিরঞ্জন,
এখনো কি হয় নাই সম্পূর্ণ তোমার ?
পরাজিত, নিপীড়িত, মুমূর্ষু অরাতি,
তার প্রতি এখনো আক্রোশ ?
তোমায় সাজে না ভাই !

নির। হাঁ হাঁ, জান তবে কোথা সে দুর্জ্জন ;—
বোধ হয় অদূরে কুটীরে।

পুর। প্রতিশ্রুত নই আমি দানিতে সংবাদ।

নির। না—না, নহ প্রতিশ্রুত,
শ্বশুর তোমার, রক্ষিবে তাহার !
ভুলিয়াছ মম আত্মত্যাগ ;
সর্ব্বনাশ হেতু তুমি মম !
করিতাম যদ্যপি উদ্বাহ,—
অপমৃত্যু হতো না পিতার,
পুরী না যাইত ছারেখার ;
পুরঞ্জন, ভাল তব প্রতিদান !

পুর। সত্য কহি, নাহি জানি—
কোথা সেই উদয়নারা'ণ।
কেন তার হও অনুগামী,
কর ক্ষমা।

নির। ক্ষমা ক্ষমা—
উঠিছে তরঙ্গ তব মুখে।
বুকে ধ'রে মাধুরীরে আছ মহাসুখে!
ভিক্ষুকের সম মোরে করিলে বিদায়;
পরে বধ্যভূমে মাহাত্ম্য দেখালে।
জান, নবাব অতীব সদাশয়,—
পত্নীরে পাঠায়ে দিয়ে যবন-আগারে,
প্রাণরক্ষা উপায় করিয়ে,
বধ্যভূমে ক'রেছিলে মাহাত্ম্য প্রচার।
মিথ্যাবাদী তুমি!
নাহি জান কোথা সেই উদয়নারা'ণ?
(দূরে কুটীর দেখিয়া)
আমি জানি—আছে ঐ কুটীর মাঝারে।
বধি তারে—
যবনের করে মৃত দেহ করিব অর্পণ।
পুর। এ সঙ্কল্প তব না পুরিবে,
প্রত্যক্ষে আমার
হেন অহিন্দু- আচার দেখিতে নারিব,
প্রবেশিতে নারিব কুটীর-দ্বার।
নির। ভীরু তুমি! আমায় রুধিবে,
রোধিবারে চাহ পিতৃ-বৎসল তনয়ে?
প্রতিহিংসা বিরোধী হইবে?
ভীরু, মিথ্যাবাদী!
শক্তি হেন নাহি তব ভুজে।
তুমি রাজদ্রোহী,

রাজ-শত্রু কর আবরণ।

পুর। রাজদ্রোহী তুমি।
রাজ-আজ্ঞা আছে মম প্রতি
রক্ষিবারে আহত অরিরে।

নির। তবে কর রক্ষা শক্তি থাকে তীক্ষ!
পশিব কুটীরে আমি
তুচ্ছ করি তোমা হেন জনে।

পুর। মুখের গর্জ্জন আর কর্য্যে পরিচয়
প্রভেদ উভয়ে বহু।

নির। রোধ' তবে কুটিরের দ্বার।
(পুরঞ্জনের অস্ত্রাঘাত নিবারণের চেষ্টা।)
তবে যাও যমপুরে। (পুরঞ্জনের পতন)

পুর। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!
ফিরে এস মৃত্যুর সময়।

(নিরঞ্জনের কুটীরাভিমুখে যাত্রা,—সহসা মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার দ্রুত বাহির হওন)

মাধুরী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, একবার ফিরে চাও! আমি তোমার দাসী, অসতী নই। চাও—চাও—ফিরে চাও—একটী কথা কও! যদি অপরাধিনী হ'য়ে থাকি, আমায় মার্জ্জনা করো, অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব; চিতায় আমায় ত্যাগ ক'রো না।

পুর। কে মাধুরী! তুমি সতী, সতীর কন্যা আমি জেনেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রঙ্গ। (স্বগত) বড় শেষাশেষি জান্‌লে, আগে জান্‌লে বড় মন্দ হ'তো না।

ললিতা। মাধুরী—মাধুরী! নিরঞ্জন তোমার স্বামী নয়?

নির। এ কি! তুমি মাধুরী নও? তবে কি ভ্রমে ঘুরেছি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

পুর। নিরঞ্জন, ভাই! মৃত্যুকালে প্রার্থনা ক'চ্ছি, তুমি উদয়-নারায়ণকে মার্জ্জনা কর।

নির। ভাই—ভাই, নিরস্ত্র তোমায় বধ ক'র্‌লেম! তুমি আত্মদানে আমায় কুকুরের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছ, তার যথেষ্ট প্রতিদান দিলেম! আমি অতি হীন! আমি বন্ধুঘাতী!

পুর। তুমি হীন নও, তুমি পিতৃবৎসল, তুমি বন্ধু-বৎসল,—তুমি আমার জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ, স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছ। আমি মৃত্যুকালে মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি,—আমি তোমার নিকট ঋণী,—তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।

নির। পুরঞ্জন, নিরস্ত্র আমি তোমায় বধ ক'র্‌লেম, এ কি ক'রে ভুল্‌বো? এ কি,—তোমায় বধ ক'র্‌লেম!

রঙ্গ। তা ক'রেছ—ক'রেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই। (মাধুরীর প্রতি) মা মা, ভয় নাই, তত সাংঘাতিক লাগে নাই। নিরঞ্জন, একটা কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্য-দের অত্যাচার নিবারণ কর। পুরঞ্জন আহত তুমি এ কার্য্যের ভার লও

নির। (ললিতার প্রতি) শোন শোন, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর! আমার ভ্রান্তিই সকল সর্ব্বনাশের মূল। পিতার হত্যার কারণ হ'য়েছি, তোমায় সন্ন্যাসিনী ক'রেছি, কাঙ্গাল হ'য়ে আপনি পথে পথে বেড়িয়েছি অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, অবশেষে বন্ধু হত্যা ক'র্‌লেম! এই প্রার্থনা, আর একবার দেখা দিও, সকল কথা শুনো। যদি অপরাধী বোধ করো, আর কখনও অভাগার দেখা পাবে না।

ললিতা। না না, তুমি অপরাধী নও, আমি অ

কথা গোপন করেছিলেম!

রঙ্গ। দিন গিয়েছে, আক্ষেপে ফিরবে না। যাও ভাই, উন্মত্ত সৈন্যদের নিবারণ ক'রে, এঁদের রক্ষার উপায় কর। তারা এদিকে এলে কি জানি কি হয়।

নির। সত্য রঙ্গলাল, আমি চল্‌লেম। পুরঞ্জন, ভাই—

রঙ্গ। যাও ভাই, সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ ক'রে ভ্রান্তির কতক প্রায়শ্চিত্ত কর'। অনুতাপের দিন ঢের পাবে, ইচ্ছা হয় আজীবন অনুতাপ ক'রো। [ নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। ( ললিতার প্রতি ) কেমন দেবি! যে যারে ভালবাসে, সে কি তারে পায়?

ললিতা। কি হয় কে জানে।

রঙ্গ। ( পুরঞ্জনের প্রতি ) অত বড় জোয়ানটা, একটা পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে, তাতে অমন ক'চ্ছ কেন? এই লও—এই ঔষধটা খাও।

পুর। রঙ্গলাল, তুমিই সুখী। ( ঔষধ সেবন )

রঙ্গ। তা হ'তে পারি, সে প্রশ্ন এখন নয়। এখন তোমার বাঁচবার কথা, বেঁচে উঠ। ( গঙ্গার প্রতি ) এই যে বিবি সাহেব রয়েছ?

গঙ্গা। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোমার মুখে নুড়ো দিতে রয়েছি। দেখ দেখিগা, আমি বেশ্যা, আমার অত কেন গা?

রঙ্গ। কি ক'র্‌বে ভাই, পিরীতে সইতে হয়, একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নিতে হয়। এসো তো চাঁদ, ধরাধরি ক'রে একে একবার কুটীরে নিয়ে যাই। [ পুরঞ্জনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### মুর্‌শিদকুলিখাঁর শিবির।

( মুর্‌শিদ কুলিখাঁ, ওমরাওগণ ইত্যাদি )

স্তুতিবাদক। ( গীত )

তব নীতি শাসন স্থল জল কানন মাঝে।
গগন-ধারা সম, তব কৃপা বরিষণ,
দীন অদীন তব দানে।

যশোরূপ গান, পূর্ণ বিমান,
বিজয়-ধ্বজ হেরি অরি ম্রিয়মাণ,
বরষে জলধর—শ্যামল প্রান্তর,
ফুল্ল নারীনর শান্তি বিধানে॥

( অন্নদা ও তয়ফাওয়ালীগণের প্রবেশ )

তয়ফাওয়ালীগণ।— ( গীত )

রসনা কুটীল ফণী মানা মানে না।
জ্বলেনি যার বাসনা, কত জ্বালা সে জানে না॥
ভাবে হায় কথার কথা, বোঝে না কত বাথা,
সরল প্রাণে গরল ঢালে হয় না মমতা।
বুক ফেটে কালিমা ছোটে—প্রিয়জনের বুকে ফোটে,
বিষ-দাঁতে কলঙ্ক-রেখা লুকিয়ে টেনে না॥

[ তয়ফাওয়ালীগণের প্রস্থান।

মুর। উহারা কোথায় চলিয়া গেল ?

অন্নদা। জাঁহাপনা, ওদের আমি সঙ্গে এনেছিলেম, ওদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় ক'রেছি।

মুর। তোম ক্যা মাঙ্গো,—কি চাও ? হাম বড়া খোস হুয়া।

অন্নদা। জনাব, আমি আমার স্বামী চাই, আমার কন্যার কলঙ্ক মোচন ক'রতে চাই, আমি পতির সহগামিনী হ'তে চাই।

মুর। তোমার খসম কোন্ ব্যক্তি ?

অন্নদা। আপনি অঙ্গীকার করুন, তারে আপনি দেবেন ?

মুর। তোমার খসম তোমায় দেব,—এ কেমন অঙ্গীকার ?

অন্নদা। আমার স্বামী আমায় গ্রহণ ক'রবেন, আপনি দেখ্‌বেন, আপনি সাক্ষী হবেন, আর কিছুই নয়।

মুর। এ ক্যা দেওয়ানা হায় ?

অন্নদা। না নবাব সাহেব, আমি পাগলিনী ছিলেম, এখন আর পাগলিনী নই ; আমি ভিখারিণী ছিলেম, এখন আর ভিখারিণী নই ; আমি কলঙ্কিনী ছিলেম, এখন আর কলঙ্কিনী নই ! আমি সতী, রাজরাণী, আমি জগতে এ কথা প্রচার ক'রবো, নবাব-দরবারে এই আমার প্রার্থনা।

মুর। তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি রাজরাণী— এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ ?

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার সঙ্গে একবার আসুন, এই আমা'র প্রার্থনা।

মুর। কাঁহা ?

অন্নদা। আমার স্বামী যেখানে ম'র্‌চে।

মুর। এ ক্যা বাৎ ?

অন্নদা। যদি কৃপা হয়, এই ভিক্ষা দিন

মুর। আচ্ছা চল',—কাঁহা লে যানে মাঙ্গো ?

অন্নদা। আপনি একা নয়, দরবার শুদ্ধ আসুন।

মুর। আচ্ছা হাম যাতে ;—আউর কুছ মাঙ্গো ?

অন্নদা। উদয়নারায়ণের দু'টী কন্যা আছে ; তারা যেন স্বামী নিয়ে সুখে থাকে, তাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।

মুর। আচ্ছা, বিবি, কবুল।

অন্নদা। তবে আসুন, দরবার শুদ্ধ হংস-সরোবরে আসুন।

মুর। তোম্ কাঁহা য়াতি ?

অন্নদা। আমি সে তামাসা আরও লোকদের দেখাব। [ প্রস্থান।

মুর। আও তামাসা দেখে, হিন্দুলোগকা বিচমে এ'সো তামাসা বহুৎ হোতা। [ সকলের প্রস্থান।

---

## দশম গর্ভাঙ্ক

### হংস সরোবর।

( উদয়নারায়ণ )

উদয়। আমি কাপুরুষ,—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে এসেছি—পরিণাম আত্মহত্যা ভিন্ন কি হ'তে পারে! যে অস্ত্রধারী যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে আসে, আত্মহত্যাই তার প্রায়শ্চিত্ত! নবাব-সমীপে আত্মসমর্পণে জীবন রক্ষা হয় ; মুসলমান হব' অঙ্গীকার ক'র্‌লে রাজ্য মান পুনঃপ্রাপ্ত হই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'য়ে সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেব ? এ অপেক্ষা আত্মহত্যা লঘু পাপ! হলাহল, এ সময়ে তুমিই বন্ধু। তোমার সাহায্যে সকল যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাবো ;—বিস্মৃতির আবরণে ঘৃণা, উপহাস আর আমায় স্পর্শ কর্ব্বে না। তীব্র হলাহল, যত্নে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলেম, এসো—তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করি। ( বিষপান ) এ সময়ে অন্নদাকে

মনে প'ড়্‌চে, মাধুরীকে মনে প'ড়্‌চে, ললিতাকে মনে প'ড়্‌চে;—তারা কোথায় গেল? হেতা থাক্‌লে ভাল হ'ত,—একবার দেখ্‌তেম! গরলে দেহ অবসন্ন হ'চ্ছে, ক্রমে জগৎ অন্তরিত হ'চ্ছে, এই আসন্ন সময়।

( একদিকে অন্নদা, পুরঞ্জন, নিরঞ্জন, মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার এবং অন্যদিকে স্বদলে মুরশিদকুলিখাঁর প্রবেশ )

অন্নদা। বিষ খেয়েছ? তোমার মেয়ে এসেছে; মরবার সময় ব'লে যাও যে তোমার মেয়ে তোমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে।

উদয়। তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলে?

অন্নদা। সে সন্দেহ আমি তোমার সঙ্গে চিতেয় পুড়ে সকলের মন থেকে দূর ক'র্‌বো। এই দেখ, চেয়ে দেখ, আমি সেই বাসরের সাজে এসেছি। ন্যাকড়া প'রে বেড়াতেম, মড়ার ন্যাকড়া প'রে বেড়াতেম—কিন্তু এ বেশ আমি তুলে রেখেছিলেম, বাসরে পরেছিলেম, আজ আবার পরেছি, এবার আর বিচ্ছেদ হবে না!—চেয়ে দেখ, আমি চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

উদয়। অন্নদা অন্নদা—প্রিয়ে! কাছে এসো—একবার তোমায় দেখি।

অন্নদা। (পুরঞ্জন ও মাধুরীকে দেখাইয়া) এই দেখ, তোমার মেয়েকে দেখ, তোমার জামাইকে দেখ, তুমি বড় অসুখী। এতদিন আমি মনে ক'র্‌তেম, আমি বড় দুঃখিনী, কিন্তু তোমার মত দুঃখ আমি পাই নাই। আমি পাগল হ'য়ে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রেছি, কিন্তু তুমি জ্বলেছ;—দিন দিন মেয়ের মুখ দেখেছ,—তোমার আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলেছে। আমি ভুলে থাক্‌তেম,—পাগলাম ক'রে ভুলে থাক্‌তেম,—কিন্তু তুমি ভোলো নাই, তুমি বড় সয়েছ, বড় সয়েছ। আমিও সয়েছি,—পাগল হ'য়েও ভোলা যায় না;—আজ চিতেয় শুয়ে, দু'জনে সব ভুলে যাব। (মুরশিদকুলিখাঁর প্রতি) নবাবসাহেব, তুমি সাক্ষী—আমি সতী, আমার কন্যার না অপবাদ থাকে।

উদয়। নবাব, এসেছেন? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি কৃতঘ্ন,—তার দণ্ড আমি আপনি গ্রহণ ক'রেছি।

মুর। (রঙ্গলালের প্রতি) হকিম—হকিম! এস্‌কা কুছ দাওয়াই হ্যায়?

রঙ্গ। না জনাব, কালের ঔষধ নাই।

অন্নদা। নবাবসাহেব, আমায় পুরস্কার দাও—সাক্ষী হও, আমি সতী,—আমার কন্যায় কলঙ্ক মোচন হোক্।

মুর। তু মেরা মায়ি হ্যায়।

অন্নদা। দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—তোমার কন্যা-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

অন্নদা। (ললিতা ও নিরঞ্জনকে দেখাইয়া) এও তোমার কন্যা, এও তোমার জামাতা, এদেরও আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। মা ললিতা, পতি ল'য়ে সুখে থাকো। বাবা নিরঞ্জন, আমা মার্জ্জনা করো, আমি অনেক অপরাধে অপরাধী! অন্নদা—চল্লেম।

অন্নদা। নবাব সাহেব, সেলাম। আমার মেয়ে দু'টাকে দেখো মা ললিতা, মাধুরী! আমি চ'ল্লেম! তোরা একবার মা ব'লে ডাক,—আমার 'মা' ব'লে ডাকা শুন্‌তে সাধ আছে! তোরা মা ব'লে ডাক,—আমি শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার সঙ্গে যাই!

ললিতা ও মাধুরী। মা! মা।

অন্নদা। জগৎ জেনো, আমি অসতী নই। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি!

[ উদয়নারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন।

রঙ্গ। বিবিজান, সংসারে এই প্রেমের খেলা। এ খেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—আগাগোড়া ভ্রান্তি! তবে কাজ ক'র্‌তে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো। পরের দায় মাথায় নিলে, আপ্‌নার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতটা ঘোর থাক্‌বে না।

গঙ্গা। ঠিক ব'লেছিস বামুন!

মুর। ইঃ ক্যা—হকিম দেখো, আওরাৎ মর গিয়া?

রঙ্গ। হাঁ জাঁহাপনা, ও ঠিক মরেছে।

মুর। তাজ্জব হ্যায়! তোম লোক আপ্‌নাকা দেওতাকা নাম লেও।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!